উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

গম্ভীরকে খুনের হুমকি দিয়ে ধৃত পড়ুয়া » ১২

বাংলাদেশকেও জল বন্ধের হুঁশিয়ারি

বাংলাদেশকে জল দেওয়া বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। ১৯৯৬ সালে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে হওয়া গঙ্গা জলবন্টন চুক্তি ভুলে ভরা বলে তাঁর দাবি। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩১°	৩০°	৩২°
সর্বনিম্ন	২১°	২১°	২১°	২১°

পিওকে পুনরুদ্ধার করার দাবি অভিষেকের » ৫

১৪ বৈশাখ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 28 April 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 338

সময়ের কথা

উত্তরবঙ্গের সহিষ্ণুতাই রুখছে বিভেদের আগুন

সুকল্যাণ ভট্টাচার্য

১৯৪৭-এর আগে অবিভক্ত ভারতবর্ষ, এবং স্বাধীনতার পর থেকে খণ্ডিত ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক হানাহানি, দাঙ্গাও সময়ের হাত ধরে এগিয়ে চলেছে। দেশভাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা ও তার মধ্য দিয়ে ভারত, পাকিস্তান এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের সৃষ্টি বা ক্ষমতার পালাবদলের মধ্যেই হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এক সকরুণ স্থায়ী ছাপ প্রজন্মের পর প্রজন্ম রেখে গিয়েছে। দাঙ্গার রক্তক্ষরণ থেকে এই উপমহাদেশের যেন রেহাই নেই! লাখো-লাখো সাধারণ মানুষের মৃত্যু, হাজার-হাজার অসহায় নারীর ইজ্জত লুট, খুন, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, বল্গাহীন সন্ত্রাস ভারতের আর্থসামাজিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর থেকে যেন মুক্তি নেই!

অবিভক্ত ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় কারণে দাঙ্গা ঠিক কত সালে সর্বপ্রথম হয়েছিল তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। ১৯১৭ সালে বিহারের শাহাবাদে এবং ১৯২১ সালে কেরলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ভারতের দাঙ্গার ইতিহাসে এক মাইলফলক হয়ে আছে। ১৯৪৬-এর গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, নোয়াখালির দাঙ্গা, বিহার শরিফের দাঙ্গা, জব্বলপুরের দাঙ্গা- একটার পর একটা ঘটনা ঘটেছে। আর্ত মানুষের কান্না, হাহাকার দেখেও সাধারণ মানুষ ধর্মের নামে বারবার রক্তের হোলিতে স্নাত হয়েছে। সেই ১৯৮৩-র অসমের নেলি'র গণহত্যার ঘটনায় আজও শিউরে উঠতে হয়। তাও বারবার ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মাটি দাঙ্গার রক্তে সিক্ত হয়েছে।

দেশের সংবিধান, তাতে বর্ণিত বিভিন্ন ধারা, উপধারা, অধিকার, আইনসভা, কত আইন,

এরপর দশের পাতায়

বাঁধ মানে না চোখের জল...

মনখারাপের সময়।। পাকিস্তানে ফেরার সময় মাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে না পারায় কান্না হিন্দু তরুণীর (বাঁয়ে)। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পাকিস্তানে যেতে না পারায় ভেঙে পড়েছেন ভারতীয় প্রৌঢ়া। রবিবার আটারি-ওয়াঘা আন্তর্জাতিক চেকপোস্টে। -পিটিআই

যুদ্ধং দেহি

ভারতীয়দের রক্ত ফুটছে, পদক্ষেপের বার্তা মোদির

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : যুদ্ধ নয়, তবে রণহুংকার। দু'দেশেরই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী অবশ্য পাকিস্তানের নাম উচ্চারণ করেননি। কিন্তু কঠোরতম পদক্ষেপ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন রবিবারের তাঁর 'মন কি বাতে।' নরেন্দ্র মোদি বুঝিয়েছেন, তাঁর সরকার তো বটেই, দেশের ১৪০ কোটি নাগরিকের প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে কঠোরতম পদক্ষেপের মনোভাবের সঙ্গে তিনি সহমত।

কাশ্মীরের উন্নয়ন স্তব্ধ করে দিতে পর্যটকদের ওপর পহলগামে হামলা চালানো হয়েছে মন্তব্য করে বলেন, 'দোষী ও ষড়যন্ত্রকারীদের কঠোরতম সাজা দেওয়া হবে।' পাকিস্তানের নাম না করে চড়া সুরে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতও। তিনি বলেন, 'আমরা কখনও প্রতিবেশী দেশকে অপমান করিনি বা তাদের ক্ষতি করিনি। কিন্তু কোনও দেশ শয়তানে পরিণত হলে আর কি রাস্তা খোলা থাকতে পারে!'

হুংকার দিচ্ছে পাকিস্তানও। সেদেশের রেলমন্ত্রী হানিফ আব্বাসি আরও সুর চড়িয়ে পরমাণু যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের অস্ত্রাগারে ঘোরি, শাহিন এবং গজনাভি ক্ষেপণাস্ত্রের পাশাপাশি ১৩০টি পারমাণবিক অস্ত্র শুধুমাত্র ভারতের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে।' আস্ফালন করে তিনি বলেন, 'ভারত পাকিস্তানকে জল দেওয়া বন্ধ করলে, তাদের পুরোদস্তুর যুদ্ধের জন্য তৈরি থাকা উচিত।'

আব্বাসির ভাষায়, 'আমাদের হাতে অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্রগুলি শুধু প্রদর্শনের জন্য রাখা নেই। আমরা আমাদের পারমাণবিক অস্ত্রগুলি কোথায় কোথায় রেখেছি, সেটা কিন্তু কেউ জানেন না। আমি আবার বলছি, এই ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ভারতের দিকেই তাক করে রাখা আছে।' তাঁর এই হুমকির পর রবিবার নিয়ন্ত্রণরেখায় ফের বিনা প্ররোচনায় গুলি চালিয়েছে পাক সেনা।

এই পরিস্থিতিতে আরএসএস প্রধান যেন প্রধানমন্ত্রীকে রাজধর্ম স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ভাগবতের কথায়, 'রাজার কর্তব্য মানুষকে রক্ষা করা। সেই দায়িত্ব অবশ্যই পালন করা উচিত রাজার। গুন্ডাদের শিক্ষা দেওয়া তাঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।' এই মন্তব্যের আগেই রবিবার আকাশবাণীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে মোদি বলেছিলেন, 'আমি বুঝতে পারছি, জঙ্গি হামলার ছবি দেখে প্রত্যেক ভারতীয়র রক্ত ফুটছে। পহলগামের হামলায় সন্ত্রাসবাদীদের কাপুরুষ মানসিকতা ফুটে উঠেছে।'

এরপর দশের পাতায়

সিন্ধু চুক্তি স্থগিতে বন্যা পাক-কাশ্মীরে

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ২৭ এপ্রিল : সিন্ধু জল চুক্তি রদ হতেই তার প্রভাব পড়ল পাকিস্তান অধিকৃত ভূখণ্ডে। চুক্তি স্থগিত থাকায় কোনও নদীর জলস্তর বৃদ্ধির খবর পাকিস্তানকে আগাম জানানো বন্ধ করে দিয়েছে ভারত। তারই ফল ভোগ করল পাক অধিকৃত কাশ্মীর। ঝিলম নদীর জলে ভেসে গেল ওই এলাকা। হতাহতের খবর না থাকলেও কয়েকশো বাড়ি সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধে ওষুধ সংকট

কার্যত বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ওই এলাকায়। তাতে সমস্যায় পড়ে ঘটনাটিকে ভারতের 'জল সন্ত্রাস' বলে হইচই শুরু করেছে পাকিস্তান। সিন্ধু চুক্তি অনুযায়ী সিন্ধু সহ ৬ নদীর জলপ্রবাহের তথ্য পাকিস্তানকে সরবরাহ করার দায় ছিল ভারতের। চুক্তি স্থগিত হওয়ায় সেই তথ্য আর না দেওয়ায় সমস্যা শুরু হয়েছে পাকিস্তানে। ভারত অবশ্য পাকিস্তানের অভিযোগের জবাব দেয়নি।

অন্যদিকে, সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করায় ভারতকে পালটা চাপ দিতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বন্ধ করে সংকট ডেকে এনেছে শাহবাজ শরিফের সরকার। ওষুধের জন্য ভারতের ওপর প্রচণ্ড নির্ভরশীলতা ছিল পাকিস্তানের। ভারত থেকে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ ছাড়াও ওষুধ তৈরির কাঁচামাল আমদানি করে পাকিস্তান।

এরপর দশের পাতায়

মোষ পাচারে ২ ভাই ধৃত বারবিশায়

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২৭ এপ্রিল : পুরাণের কৃষ্ণ ও বলরাম দুই ভাই মিলে দুষ্টের দমন করতেন। আর আলিপুরদুয়ারের পাকরিগুড়ির কৃষ্ণ ও বলরাম দুই ভাই মিলে অসম-বাংলা সীমানায় অনৈতিক কাজকর্মে হাত পাকিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই দুই ভাই আন্তঃরাজ্য মোষ পাচারের কারবার চালাত। উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে বাংলা হয়ে তাদের হাত ধরেই মোষ বাংলাদেশে ঢুকছে। শনিবার বারবিশা থেকে মোষ পাচারের অন্যতম পান্ডা কৃষ্ণ সাহা ও বলরাম সাহাকে গ্রেপ্তার করেছে বক্সিরহাট থানার পুলিশ। তুফানগঞ্জের এসডিপিও কান্নিধারা মনোজ কুমার বলেন, 'মোষ পাচারে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে তোলা হয়। বিচারক পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

মোষ পাচারের অন্যতম অভিযুক্ত কৃষ্ণের স্ত্রী তৃণমূলের কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। বিরোধীদের অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দুই ভাই মোষ পাচারের কারবার চালাচ্ছিল। কুমারগ্রাম বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, 'তৃণমূলের জেলা সভাপতির মদতে গোরু-মোষ পাচারের কারবার চলছে। জেলা সভাপতির ঘনিষ্ঠ বলেই কৃষ্ণ ও বলরামকে ধরার সাহস দেখায়নি কুমারগ্রাম পুলিশ।'

বিজেপির তোলা অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'দল অন্যায় কাজে কাউকে প্রশ্রয় দেয় না। বিজেপির কাজ নেই তাই এধরনের আলটপকা মন্তব্য করছে।'

এদিকে, কৃষ্ণের স্ত্রী মাম্পি সাহা তৃণমূলের কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। তাঁর দাবি, 'আমার স্বামী ও দেওরকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। আমরা আইনের দ্বারস্থ হব।'

মাম্পি এই দাবি করলেও পুলিশের তদন্ত কিন্তু অন্য কথা বলছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ছয় মাসে ভাঙ্গাপাকড়িতে পুলিশের নাকা চেকিং পয়েন্টে তল্লাশি চালিয়ে ছয়শোর বেশি মোষ পাচারের আগে উদ্ধার করা হয়েছে। সম্প্রতি মোষ পাচারচক্রের অন্যতম পান্ডা কার্তিক দাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কার্তিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইসমাইল, ইলিয়াস, মফিজুল, কৃষ্ণ ও বলরামের হদিস পায় পুলিশ। এদিকে, ইসমাইল, ইলিয়াস ও মফিজুল নিজেদের দোষ স্বীকার করে হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে আগাম জামিন নিয়েছে। কৃষ্ণ ও বলরাম দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিল। শেষপর্যন্ত পুলিশের চাপে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় দুই ভাই। সূত্রের খবর, আত্মসমর্পণ করার আগে নিজেদের মোবাইলের সমস্ত রকম তথ্য মুছে ফেলে তারা। যাতে তাদের মোবাইল ঘেঁটে কোচবিহার পুলিশ মোষ পাচারের কোনওরকম তথ্যপ্রমাণ না পায়, সেজন্য মোবাইল বিশেষজ্ঞকে ফোন দেখিয়ে 'বিশেষ ব্যবস্থা' নেওয়া হয়েছে। পুলিশের চোখে কী করে ধুলো দিতে হবে, অন্যদের সেইসব কৌশল বাতলে দিত এই দুই অভিযুক্ত। বলছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। আলিপুরদুয়ারের বারবিশাকে ট্রানজিট পয়েন্ট করে বারবার সামনে এসেছে মোষ পাচারের সিন্ডিকেট। কনটেনার ও পিকআপ ভ্যানের পাশাপাশি হাঁটাপথেও অসম সীমানা ঘেঁষা রাস্তা দিয়ে অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পাচার করা হয় মোষ। অসম ঢোকার আগে জাতীয় সড়কে কোচবিহারের বক্সিরহাট থানার নাকা চেকিং পয়েন্টে ওয়াচটাওয়ার বসানো হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

রাজনীতির যোগ

- ধৃত কৃষ্ণের স্ত্রী তৃণমূলের কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য
- তাই তৃণমূলের মদতেই গোরুপাচার চলছে বলে সরব বিরোধীরা
- বিজেপির বিধায়ক সরাসরি তোপ দেগেছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইকের প্রতি
- প্রকাশ অবশ্য অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন

ধৃতদের রবিবার তোলা হচ্ছে তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে।

সাতসকালে রাসমেলা মাঠে আর্থমুভার

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল : জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে ফাঁকা করা হল রাসমেলার মাঠ। রবিবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ পুলিশের এনফোর্সমেন্ট অফিসার, প্রশাসনের দুজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুরসভার স্যানিটারি ইনস্পেকটর ইনচার্জের উপস্থিতিতে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়।

গত ২২ এপ্রিল উত্তরবঙ্গ সংবাদে 'রাসমেলা মাঠে মন্দির উঠেছে' খবরটি প্রকাশ হওয়ার পরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। সরকারি জমি দখল করে থাকার জন্য আগেভাগে উচ্ছেদের নোটিশও দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও মন্দির সরানো হয়নি। এদিন রাসমেলার মাঠের ভেতরে আর্থমুভার দিয়ে সরিয়ে ফেলা হল অস্থায়ী শৌচাগার, উত্তর দিকে সদ্য গজিয়ে ওঠা মন্দির এবং দক্ষিণ দিকে থাকা মন্দিরের কিছু অংশ। সেই সঙ্গে স্টুডেন্ট হেলথ হোমের পাশে রাসমেলা মাঠে ঢোকার রাস্তাটিও বাঁশ ও বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

রাসমেলা মাঠ এবং সংলগ্ন রাস্তা দখলমুক্ত করার জন্য প্রশাসনের থেকে মাইকিং করা হয়েছে কয়েকদিন ধরে। কিন্তু ব্যাপারটিকে খুব একটা গুরুত্ব দেননি ফুটপাথের দোকানিরা।

রাসমেলা মাঠে উচ্ছেদ। রবিবার।

এদিন সকালে আর্থমুভার নিয়ে প্রশাসনের আধিকারিকরা হাজির হতেই শোরগোল পড়ে যায় সেখানকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে। আধিকারিকরা মাইকিংয়ের কথা বললেও ফল বিক্রেতা সমীর দে'র মতো ব্যবসায়ীরা দাবি করেছেন, এবার কোনওরকম মাইকিং করা হয়নি। সেইসঙ্গে ধরণী দেবনাথের মতো ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, কোচবিহারের বেশিরভাগ ফুটপাথজুড়েই দোকান রয়েছে। অথচ সেসব জায়গায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয় না। বারবার কেবল রাসমেলার মাঠ সংলগ্ন এলাকাতেই এমন অভিযান চালানো হয়।

ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও এদিনের উচ্ছেদ অভিযানে তাঁরা কোনওরকম সমস্যা তৈরি করেননি বলে জানিয়েছেন সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'জেলা শাসকের নির্দেশমতো এদিন এই উচ্ছেদ অভিযান করা হয়েছে।'

মাসখানেক আগেই রাসমেলার মাঠ সংলগ্ন রাস্তার ফুটপাথটি দখলমুক্ত করা হয়েছিল। সেখানে এক মাসের মধ্যে কয়েকজন ব্যবসায়ী আবার দোকান বানিয়ে নিয়েছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

নারী নিগ্রহ, খুনে জেরবার উত্তরবঙ্গ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : গত এক বছরে খুন-ধর্ষণের মতো ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে উত্তরবঙ্গে। সেইসঙ্গে পকসো মামলার সংখ্যাও বেড়েছে। জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে, ২০২২-'২৩-এ খুন-ধর্ষণের ৩৮০০ ঘটনার নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরিতে এসেছিল। ২০২৩-'২৪-এ সেই সংখ্যাটা ৬০০০ ছুঁয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই উত্তরবঙ্গে নারী নিগ্রহ এবং খুনের মতো অপরাধের সংখ্যা এভাবে বাড়তে থাকায় উদ্বিগ্ন পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষ মহল। কী জন্য 'শান্ত' উত্তরবঙ্গ এমন অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠছে, তার হদিস করতে চাইছে প্রশাসন।

জলপাইগুড়িতে উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবের অধীনে কোচবিহার থেকে মালদা পর্যন্ত আটটি জেলা রয়েছে। ফরেন্সিক ল্যাব সূত্রেই জানা গিয়েছে, এখানে বায়োলজি, টক্সিকোলজি এবং সেরোলজিক্যাল নমুনা পরীক্ষা চালু হয়েছে। মালদা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলা থেকে আসা খুন, ধর্ষণ, পকসো মামলার নমুনা ছাড়াও অন্যান্য নমুনার পরীক্ষা করা হয়। রক্তের গ্রুপ ও অন্য নমুনা, খুন করা অস্ত্রে লেগে থাকা রক্ত, সিরাম, ভিসেরা, মানুষের শরীরের চামড়া, চোখের জল, সিমেন, বিষক্রিয়ার নমুনা, অগ্নিকাণ্ডে ঘটনাস্থলের নমুনা পরীক্ষা করা হয় এখানকার ল্যাবরেটরিতে।

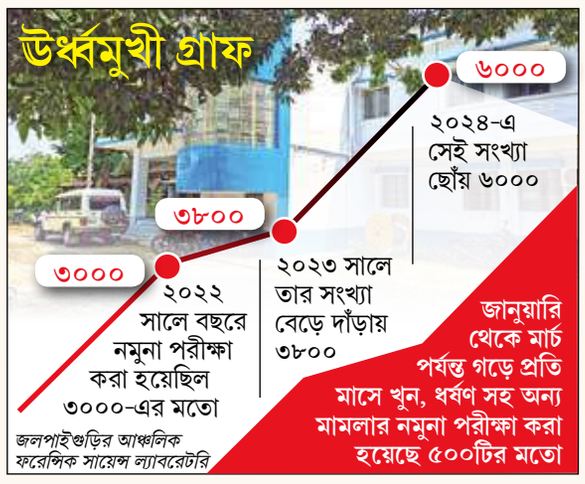

গবেষণাগার সূত্রে জানা গিয়েছে, বায়োলজি, সেরোলজি ও টক্সিকোলজি বিভাগ মিলিয়ে ২০২২ সালে বছরে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল ৩০০০-এর মতো। ২০২৩ সালে তার সংখ্যা বেড়ে

দাঁড়ায় ৩৮০০। আর ২০২৪-এ সেই সংখ্যা ছুঁয়েছে ৬০০০। চলতি বছরের পরিসংখ্যানও যথেষ্ট উদ্বেগজনক। জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত গড়ে প্রতি মাসে খুন, ধর্ষণ সহ অন্য মামলার নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৫০০টির মতো। তার মধ্যে ৭৫ শতাংশ নমুনাই খুন ও ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ও যৌন নিপীড়নের মতো ঘটনার। শুধু তাই নয়, গত এক বছরে পকসো মামলার নমুনা পরীক্ষার সংখ্যাও আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। দুই-তিন বছর আগে পকসো মামলার নমুনা মাসে একটি, বড়জোর দুটি করে আসত। গত এক বছরে প্রতি মাসেই পকসো মামলার নমুনা আসছে মাসে ৫ থেকে ৬টি করে।

জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির সহকারী অধিকর্তা ও ইনচার্জ ডাঃ মৌসুমি রক্ষিত জানান, নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা এভাবে বেড়ে যাওয়ায় কাজের চাপও মারাত্মক বেড়েছে। এমনিতেই ল্যাবরেটরিতে এক-তৃতীয়াংশ কর্মী কম। তার উপর ভারতীয় ন্যায়সংহিতার নতুন আইনে কোনও মামলায় সাত বছরের ওপর সাজা হওয়ার ধারা থাকলে সেই মামলার ক্রাইম সিন সরেজমিনে পরিদর্শন করা ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এরপর দশের পাতায়

মেডিকেলের প্রতীক্ষালয় এখন গোডাউন

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল : মেডিকেল কলেজের প্রতীক্ষালয়ে নানা অকেজো সামগ্রীতে ঠাসা রয়েছে। কার্যত ওই প্রতীক্ষালয়টি এখন গোডাউনে পরিণত হয়েছে। আর প্রতীক্ষালয়ের বাইরে ঝুলছে মস্ত তালা। ফলে সেখানে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের বসার উপায় নেই। এই পরিস্থিতিতে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রতীক্ষালয় নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। হাসপাতাল ভবনের ভিতরে সিটি স্ক্যান, ডায়ালিসিস রুমের পাশেই একটি বড় জায়গা প্রতীক্ষালয় হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু সেটি এখন ব্যবহারের অযোগ্য অবস্থায় পড়ে আছে। তবে এ বিষয়ে শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন এমএসভিপি সৌরদীপ রায়।

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রায় সবক'টি প্রতীক্ষালয় নিয়েই নানা অভিযোগ রয়েছে। ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানের পাশে যে প্রতীক্ষালয়টি রয়েছে, সেখানেও বিভিন্ন সামগ্রী রাখা আছে বলে অভিযোগ। সবচেয়ে বড় অব্যবস্থার ছবি দেখা গিয়েছে হাসপাতালের মূল ভবনের ভিতরে থাকা প্রতীক্ষালয়টিতে। এক রোগীর আত্মীয় সুরেশ বর্মনের অভিযোগ, 'ভিতরে সাধারণ মানুষের বসার জন্য কিছু চেয়ার আছে বটে, তবে সেখানে বসার পরিস্থিতি নেই। কারণ সিটি স্ক্যান, ডায়ালিসিস রুমের পাশের প্রতীক্ষালয়টি তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে।' আরেক রোগীর পরিজন মৃত্যুঞ্জয় দাসের কথায়, 'রোগী ও তাঁদের পরিজনদের বসার জায়গাটি এখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গোডাউন হিসেবে ব্যবহার করছে। এই জায়গাটি যে কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, সে কাজেই ব্যবহার করা উচিত।'

এমজেএন মেডিকেলে কোচবিহার জেলা তো বটেই, পাশের আলিপুরদুয়ার ও নিম্ন অসম থেকেও বহু রোগী প্রতিদিন চিকিৎসা করাতে আসেন। ফলে রোগীর চাপ সব সময়েই থাকে। তাছাড়া রোগীদের সঙ্গে আসা আত্মীয়পরিজনদেরও ভিড় থাকে। চিকিৎসাধীন রোগীদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের বাইরে তাঁদের পরিজনরা হাসপাতালের ভিতরে প্রবেশের সুযোগ পান না। সেই সময় তাঁদের বাইরের প্রতীক্ষালয়েই অপেক্ষা করতে হয়। আবার বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার ক্ষেত্রে হাসপাতালের ভিতরে ঢুকলে তাঁদের অপেক্ষার জন্য ভরসা ভিতরের প্রতীক্ষালয়গুলিই। কিন্তু মেডিকেলের ভিতরের প্রতীক্ষালয়গুলি বেহাল অবস্থায় থাকায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের।

অভিযোগ, হাসপাতাল চত্বরের ভিতরে যেখানে সেখানে অব্যবহৃত নানা সামগ্রী পড়ে থাকে। প্রতীক্ষালয়টির ভিতরেও ভাঙা বেড

এরপর দশের পাতায়

এমজেএন মেডিকেলে বেহাল যাত্রী প্রতীক্ষালয়। ছবি : জয়দেব দাস

তরমুজ উৎসবের আয়োজন মেখলিগঞ্জে

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : গ্রীষ্মে আম উৎসব, বর্ষায় ইলিশ উৎসব থেকে শুরু করে শীতকালে খাদ্য উৎসবের কথা অহরহ শোনা যায়। কিন্তু এবারে মেখলিগঞ্জ এক অভিনব তরমুজ উৎসবের সাক্ষী থাকল। রবিবার রাজ্যের দীর্ঘতম জয়ী সেতুর পাশের ছটপুজোর ঘাটে এই তরমুজ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডলের উদ্যোগে এই প্রথম এমন উৎসবের উদ্যোগ নেওয়া হল। মহকুমা প্রশাসন ও পুরসভা যৌথভাবে ওই উৎসব পরিচালনা করেছে। মেখলিগঞ্জে তিস্তা নদীর চরে প্রতি বছর উৎপাদিত তরমুজ স্থানীয় বাজারে বিক্রির পাশাপাশি অসম, উত্তরপ্রদেশ, বিহার সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো হয়। মেখলিগঞ্জের তরমুজ চাষকে জনপ্রিয় করতে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনু এদিন বললেন, 'তরমুজের প্রচার, চাষিদের ভালো দাম পাওয়ার বিষয়, সেইসঙ্গে তরমুজের বিভিন্নরকম উপকারিতা নিয়ে যাতে মানুষ জানতে পারেন সেজন্যই তরমুজ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এই উদ্যোগ এবারই প্রথম। সকলের সহযোগিতা পেলে আগামীদিনে আরও বড় করে উৎসবের আয়োজন হবে।'

এদিন মেখলিগঞ্জ পুরসভার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা তরমুজের টুকরো সহ তরমুজের রস বিনামূল্যে উপস্থিত ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেন। জয়ী সেতুতে বেড়াতে আসা মানুষও উৎসবে যোগ দেন। এমনকি ময়নাগুড়ির শিল্পী এসে সুন্দর সংগীত অনুষ্ঠানও করেছেন। প্রশাসনের তরফে তরমুজ খাওয়ার উপকারিতা, কৃষকরা কীভাবে আরও উন্নত উপায়ে তরমুজ উৎপাদন করতে পারবেন ইত্যাদি বিষয়গুলি ফ্লেক্স-এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এক এলাকাবাসী মৈনাক সরকার বলেন, 'এলাকার তরমুজকে রাজ্যের দরবারে তুলে ধরার জন্য এতদিন তেমন কোনও পদক্ষেপ হয়নি। তরমুজ উৎসব এক অভিনব চিন্তা। তিস্তা নদী ও জয়ী সেতুর সৌন্দর্যের সঙ্গে তরমুজ খাওয়া ও গান শোনার আনন্দ নিলাম।'

তিস্তার ধারে তরমুজ উৎসব। রবিবার।

আরেক বাসিন্দা তমা ভট্টাচার্যের কথায়, 'তরমুজ উৎসবে এসে ভীষণ ভালো লেগেছে। তবে এই উৎসবের প্রচার আরও বেশি হলে মেখলিগঞ্জের পাশাপাশি হলদিবাড়ির মানুষও উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারতেন।' তাঁর কথায় প্রায় একমত এলাকার তরমুজ বিক্রেতারাও। এক বিক্রেতা জাবেদ আলির বক্তব্য, 'তরমুজ উৎসবের আরও প্রচার হলে প্রচুর মানুষ আসতে পারতেন।' এদিনের তরমুজ উৎসবে মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকার, মেখলিগঞ্জের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সঞ্জীব ঘোষ, এসডিআইসিও প্রজ্ঞা সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

যাতায়াত বন্ধে পুলিশের সঙ্গে বচসা, পরে বাইক-টোটো চলাচল

তিস্তা ব্যারেজ সেতুতে চরম বিশৃঙ্খলা

অনুপ সাহা ও রামপ্রসাদ মোদক

ওদলাবাড়ি ও রাজগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : প্রশাসনিক ঘোষণা মতোই সংস্কারের জন্য তিস্তা ব্যারেজ সেতু দিয়ে সমস্তরকম যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হল রবিবার। এদিন দুপুরে সেতুর সংস্কারের সূচনার পর সেতু দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু, হঠাৎ রাস্তা বন্ধে যাতায়াতকারীরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। পুলিশের সঙ্গে তীব্র বচসা বেধে যায় তাঁদের। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে শেষে পুলিশ বাইক এবং টোটো যেতে দিতে বাধ্য হয়।

রাজগঞ্জের দিক থেকে ক্রান্তির দিকে যাওয়ার এই রাস্তা বন্ধে প্রচুর মানুষ এদিন সমস্যায় পড়েন। ভুক্তভোগীদের বক্তব্য, সকালে তাঁরা যখন যান তখন পুলিশ আটকায়নি। ফেরার পথে দেখেন পুলিশ রাস্তা আটকে দিয়েছে। কুরান চাঁদমারির গুল মহম্মদ বলেন, 'আমার আত্মীয় শিলিগুড়িতে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে, তাকে দেখতে গিয়েছিলাম সকালে। ফেরার পথে দেখি এই অবস্থা।' চালতলার সুবর্ণচন্দ্র দাস বলেন, 'যাওয়ার বেলা পুলিশ আমাদের আটকায়নি। ফেরার পথে এখন এখানে কয়েক ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি।' সেখানে কর্তব্যরত এক পুলিশ আধিকারিকের বক্তব্য, প্রচুর মানুষ উত্তেজিত অবস্থায় রয়েছেন, যেতে না দিলে বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে তাই কিছুক্ষণের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

তিস্তা ব্যারেজ সেতু সংস্কারের কাজ শুরু হতেই বন্ধ যানবাহন চলাচল।

এদিন দুপুরে রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ, মাল ও রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির দুই সভাপতি, তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের চিফ ইঞ্জিনিয়ার দেবাশিস মৌলিক প্রমুখের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সেতু সংস্কার শুরু হয়। সেতুর মাঝে মঞ্চ বেঁধে কাজ শুরুর আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই সেতুর দু'ধারে ব্যারিকেড করে যানবাহন চলাচল আটকে দেওয়া হয়। যদিও এদিন সেতুর ওপর দিয়ে যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে না দিয়ে একদিক খোলা রেখে সংস্কারের কাজ করার দাবি জানিয়েছেন অনেকেই। দীর্ঘ সময় ধরে সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে আটকে থেকে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়েছে অনেককে। তপন বাইন নামে গজলডোবার এক দুধ বিক্রেতা বলেন, 'প্রতিদিন সকালে সেতু পেরিয়ে টোটোয় চেপে দুধ নিয়ে শিলিগুড়ি যাই। যানবাহন চলাচল একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হলে দুধ বিক্রি করব কোথায়?' একই অবস্থা অনিল রায়, সুনীল সরকারের মতো কৃষকদেরও।

> ছয় মাস পেরিয়ে গিয়েছে এই সেতুর ওপর দিয়ে ৬ টনের বেশি ভারী যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। রবিবার থেকে আবার সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ। চার মাসের মতো লাগবে কাজ শেষ হতে। ভৌগোলিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুটির ভালোমতো সংস্কার হোক এটাই কাম্য।
>
> **-মহুয়া গোপ**
> জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ

গজলডোবার বাসিন্দা চিন্ময় বিশ্বাস বলেন, 'টাকিমারি, মিলনপল্লির বহু ছেলেমেয়ে গজলডোবা উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে পড়াশোনা করে। তাদের বেশিরভাগই বাস, টোটো, সাইকেলে চড়ে স্কুলে আসে। সেতুর একপাশে পৌঁছে সেখান থেকে হেঁটে এক কিমি সেতু পেরিয়ে আবার গাড়িতে চেপে স্কুলে পৌঁছাতে ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা হবে।' তিস্তা ব্যারেজ সেতুতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রোগী, স্কুল পড়ুয়া, শিক্ষক, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রত্যেকেই যে সমস্যায় পড়বেন তা একপ্রকার নিশ্চিত।

এদিকে সাধারণ মানুষ যে সত্যিই সমস্যায় পড়েছেন তা স্বীকার করেছেন মহুয়া গোপ। এদিন অনুষ্ঠানস্থলে দাঁড়িয়ে মহুয়া বলেন, 'ছয় মাস পেরিয়ে গিয়েছে এই সেতুর ওপর দিয়ে ৬ টনের বেশি ভারী যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। আজ থেকে আবার সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ। চার মাসের মতো লাগবে কাজ শেষ হতে। ভৌগোলিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুটির ভালোমতো সংস্কার হোক এটাই কাম্য।'

যদিও তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের এক পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার বলেন, 'দীর্ঘ কয়েক দশক তিস্তা ব্যারেজ সেতুর সংস্কার হয়নি। দুর্ঘটনা এড়াতেই সেতুর সংস্কার জরুরি। আগামী ১৪০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলা হবে।'

বিড়ি বাঁধতে না জানলে পাত্র জুটবে না

বিশ্বজিৎ সরকার

করণদিঘি, ২৭ এপ্রিল : 'ও মা, একটু হেঁটে দেখাও তো।' আগেকার দিনে পাত্রী দেখতে গিয়ে কমবেশি সব মেয়েই এমন পরিস্থিতিতে পরেছে। খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে তাঁদের চুল, চালচলন। এছাড়া রান্না জানে কি না, চাকরি করে কি না, ইত্যাদিও জিজ্ঞাস করা হয়।

তবে, কখনও শুনেছেন, হবু পাত্রীকে কেউ জিজ্ঞেস করেছেন, 'তুমি বিড়ি বাঁধতে জানো'?

শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। এই চিত্র উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি থানার আলতাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিলাসপুর সহ একাধিক গ্রামের। যেখানে মেয়েদের বিড়ি বাঁধার কাজটাই স্থানীয় সমাজে মর্যাদাব্যঞ্জক। এমনকি এই কাজটা না জানলে জোটে না বিয়ের জন্য ভালো পাত্রও!

এক বিড়ি শ্রমিক সাবানা খাতুনের কথায়, 'আগে যখন স্কুলে যেতাম, বাবা-মা গোমড়া মুখে বসে থাকতেন। এখন তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি। কারণ, এখন আমি পড়াশোনা বন্ধ করে বিড়ি বাঁধার কাজ শিখেছি। মা বলেছেন, করণদিঘি থানার আলতাপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের বিলাসপুর গ্রামের এক গ্যারেজ মালিকের সঙ্গে তোর নিকাহর পাকা কথা চলছে। বিড়ি বাঁধা না শেখার জন্য আমায় এতদিন কেউ বিয়ে করেনি। বাধ্য হয়ে পেটের ভাত জোটাতে কাজ শিখতে হয়েছে।'

তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মুর্শিদাবাদের এইসব গ্রামে মেয়েদের পড়াশোনার চাইতে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় বিড়ি বাঁধার কাজকে। যে যত বেশি বিড়ি বাঁধবে, তার তত ভালো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হবে।

এর উলটো ছবিটাও আছে। স্নাতক হয়েও বিড়ি বাঁধার কাজ না শেখায় বিয়ে হচ্ছে না বছর তিরিশের শাকিলা পারভিনের। তিনি এখন বিহারের কিশনগঞ্জে ইংরেজি মাধ্যমস্কুলের সহকারী শিক্ষিকা। তিনি

> আমি পড়াশোনা বন্ধ করে বিড়ি বাঁধার কাজ শিখেছি। বিড়ি বাঁধা না শেখার জন্য আমায় এতদিন কেউ বিয়ে করেনি। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর আমি সংসারের সবচেয়ে বড় বোঝা হয়ে গিয়েছিলাম।
>
> **সাবানা খাতুন** *বিড়ি শ্রমিক*

বলেন, 'আমি শিক্ষা জগতের সঙ্গেই থাকতে চাই। তবে কিছুদিন বাধ্য হয়ে আমাকেও বিড়ি বাঁধতে হয়েছিল।'

গ্রামের এক বয়স্ক বিড়ি শ্রমিক রাশেদা বেগম বলেন, 'এখানকার মেয়েরা যত তাড়াতাড়ি বিড়ি বাঁধার কাজ শিখে ফেলবে তত মঙ্গল।'

তবে বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে রয়েছে অসন্তোষও। এক হাজার বিড়ি বেঁধে কারও রোজগার ১৭০ টাকা আবার কেউ ২০০ টাকা পান। যেখানে মুর্শিদাবাদের বিড়ি শ্রমিকরা হাজার বিড়ি বাঁধলে প্রায় ২৫০ টাকা পান। এই বৈষম্য দূর করার দাবি তাঁদের।

শনিবার গ্রামে গিয়ে দেখা গেল শিশুদের কোলে নিয়ে মায়েরা বিড়ি বাঁধতে ব্যস্ত। করণদিঘি ব্লকের বিলাসপুর সহ তিন-চারটি গ্রামের একই ছবি। সহজপাঠ বা অঙ্ক বই নয়, তামাক আর কেন্দুপাতার ডালা নিয়ে দক্ষ বিড়ি শ্রমিক হওয়ার অনুশীলনে মগ্ন গ্রামের খুদেরা।

কিন্তু এভাবে ছোট বয়স থেকে বিড়ির সংস্পর্শে আসলে ক্ষতিও তো হতে পারে। রায়গঞ্জের বিশিষ্ট চিকিৎসক জয়ন্ত ভট্টাচার্যের মতে, 'ফুসফুসের একাধিক সমস্যা হতে পারে, রক্তনালীর সমস্যা হতে পারে। এছাড়াও প্রতিদিন তামাকের ঘ্রাণ এর জন্য খাদ্যতন্ত্রের অসুবিধা হতে পারে। এছাড়াও বিড়িতে আসক্তিও তৈরি হতে পারে।'

এপ্রসঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পালের বক্তব্য, 'করণদিঘি ব্লকের মহিলাদের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে একাধিক প্রকল্পের কাজ করার চেষ্টা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ব্যবস্থা করেছেন। বিড়ি বাঁধতেই হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।'

তবে আপাতত উত্তর দিনাজপুরের প্রত্যন্ত এইসব অঞ্চলে তামাকের উগ্রতা আর কেন্দুপাতার যুগলবন্দিই ভবিতব্য। এর মাঝে নারীর পড়াশোনার অধিকার, সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকা প্রতিদিন একটু একটু করে বিড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে বাতাসে।

গবেষণার জন্য সুইডেনে সুযোগ তরুণের

কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল : গুগল বলছে, কোচবিহার থেকে সুইডেনের দূরত্ব ৬৪৩৩ কিলোমিটার। কিন্তু কোচবিহার-২ ব্লকের রাজারহাটের বাসিন্দা ডঃ দ্বীপ চন্দ সেই দূরত্ব পাড়ি দেবেন। তিনি সুইডেনের উমিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে মলিকিউলার ইনফেকশন মেডিসিন বিভাগে পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপের সুযোগ পেয়েছেন। সেখানে কম্পিউটেশনাল বায়োলজি সম্পর্কিত গবেষণায় যোগ দেবেন। আগামী ৬

মে তিনি সুইডেনের উদ্দেশে রওনা দেবেন।

বরাবরই মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত দ্বীপ। ২০১০ সালে কোচবিহারের জেনকিন্স স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন তিনি। এরপর এবিএন শীল কলেজ থেকে জুলজিতে অনার্স এবং পরবর্তীতে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। তারপর সর্বভারতীয় সিএসআইআরের (নেট) পরীক্ষায় ৬৪ র‍্যাংক করে জুনিয়ার রিসার্চ ফেলো হিসেবে এনআইটি দুর্গাপুর থেকে বায়োটেকনলজি বিভাগে মাইক্রোবায়োম ও ওবেসিটি সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করেন। ২০২৪ সালে তাঁর গবেষণাপত্র গাট-মাইক্রোপস জার্নালে প্রকাশিত হয়। তারপর এবার একেবারে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সুযোগ তাঁর মুকুটে নতুন পালক যোগ করল।

তাঁর বাবা দুলাল চন্দ পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। দাদা অঙ্কুশ চন্দ ভেলোর ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজিতে অঙ্কের অধ্যাপক। ছেলের সাফল্যের খুশিতে বাবা-মায়ের চোখে জল। এদিন বাড়িতে বসেই দুলাল বলেন, 'বড় ছেলে বাইরে থাকে। এবার ছোট ছেলেও বিদেশে যাচ্ছে। গর্বে বুক ভরে গেলেও ওদের জন্য চিন্তা হয়।'

২০২০ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মলিকিউলার ইনফেকশন মেডিসিন বিভাগ থেকে ডঃ ইমান্যুয়েল শার্পেনন্টেয়ার 'ক্রিসপার- ক্যাস ৯' সম্পর্কিত আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই এবার উচ্চতর গবেষণায় যাচ্ছেন কোচবিহারের এই তরুণ।

বিক্রয়

কোচবিহার R. R. N. রোড সংলগ্ন 3.5 কাঠা বাস্তু জমি সত্বর বিক্রি হবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। যোগাযোগ - 94346-13312. (C/115903)

•

বিক্রয় 1000 Sq.Ft. ফ্ল্যাট, শিলিগুড়ির রাজীব মোড়ে। কেবলমাত্র ক্রেতারাই ফোন করবেন (M) : 96099-70044. (C/116083)

অ্যাফিডেভিট

আমি দীপশিখা দাশগুপ্ত চক্রবর্তী 24-04-25 তারিখে APO E.M. কোর্টে দীপশিখা দাশগুপ্ত হইলাম। (U/D)

•

আমার আধার কার্ড নং. 589183272461, পাসপোর্ট নং. B7637293 এবং প্যান কার্ড নং. AXRPA176-7A DALIA CHAKRABORTY (ACHARYA), DALIA CHAKRABORTY ACHARYA আমার নাম লিপিবদ্ধ আছে। গত 24.4.25, সদর কোচবিহার, J.M. 2nd Court (ফর্ম নং. 94AB 161860) অ্যাফিডেভিট বলে DALIA CHAKRABORTY, DALIA CHAKRABORTY (ACHARYA) এবং DALIA CHAKRABORTY ACHARYA এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। এখন থেকে সর্বত্র এবং তথ্যাদিতে আমি DALIA CHAKRABORTY হিসেবে পরিচিত হব। 194 চিত্রকরপাড়া, ওয়ার্ড নং. 14, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - কোচবিহার। (C/115904)

কিডনি চাই

কিডনি চাই B+, পুরুষ বা মহিলা অতিসত্বর অভিভাবক ও ID Proof সহ যোগাযোগ করুন। (M) : 80161-40555. (C/116233)

কর্মখালি

সোনার দোকানের জন্য Sales Girls এবং Sales Boy প্রয়োজন। যোগাযোগ :- 9832046176

•

জলপাইগুড়িতে ঔষধের দোকানে কাজ জানা স্থানীয় কর্মচারী চাই। যোগাযোগ (M) 90022-48132. (C/115830)

•

শিলিগুড়ি সুকান্তনগরে স্কুল দেখাশোনা করার জন্য লোক চাই এবং প্রধাননগরে প্রাইভেট গাড়ি চালানোর জন্য ড্রাইভার চাই। (M) 70016-48258. (C/116085)

•

সিকিমের গ্যাংটকে হোটেল ও FMCG ডিস্ট্রিবিউশন কোং-এর জন্য ফ্রেশারদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ করছি। কোম্পানির সুবিধা এবং বাসস্থান প্রদান। (M) :- 94341-17292. (C/116083)

•

শপিং মল-এর জন্য গার্ড লাগবে, ডাইরেক্ট জয়েন। শিলিগুড়ি সেভক রোড, 8th পাশ, বয়স 20-45। বেতন - হাতে 10,800/-. 99331-19446. (C/116228)

•

PGTs required for SCG English Academy, Mathabhanga. Sub- Hindi, Chemistry, Biology, Math. Date of interview-30/04/25 at 11 AM. (M) 9474380440, 7027420995(116086)

আজ টিভিতে

উইয়ার্ড ওয়ান্ডার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড
রাত ৮.০৮ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ রূপবান কন্যা, ১০.০০ চন্দ্রমল্লিকা, দুপুর ১.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, বিকেল ৪.১৫ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, সন্ধে ৭.১৫ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.১৫ যুদ্ধ, ১.০০ গেট টুগেদার
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অগ্নি, বিকেল ৪.৪৫ শ্রীমান ভূতনাথ, সন্ধে ৭.৪০ আমার মায়ের শপথ, রাত ১০.৫৫ পারব না আমি ছাড়তে তোকে
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ পুতুলের প্রতিশোধ, দুপুর ২.০০ বদনাম, বিকেল ৫.০০ একাই একশো, রাত ১০.০০ শতরূপা, ১২.৩০ প্রেম আমার-টু
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সুদ আসল
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ওগো বিদেশিনী
জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.২২ কে থ্রি-কালী কা করিশমা, বিকেল ৩.১৪ সিধু দ্য ওয়ারিয়র, সন্ধে ৬.০৩ সর্দার গব্বর সিং, রাত ৮.৩০ মার্কেট রাজ এমবিবিএস, ১১.৩০ রাজা সাহেব কা কমরা
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.১৮ স্যামি-টু, দুপুর ২.০৯ হিম্মতওর, বিকেল ৫.০৫ পুলিশ পাওয়ার, রাত ৮.০০ বিজয়-দ্য মাস্টার, ১১.২০ কমান্ডো-টু
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.২২ ছত্রিওয়ালি, বিকেল ৩.২১ শুভ মঙ্গল সাবধান, ৫.০৪ এনএইচ ১০, সন্ধে ৬.৫৮ খালি পিলি, রাত ৯.০০ তমাশা, ১১.২৩ দোনো
রমেডি নাউ : সকাল ১০.৫১ ফার্স্ট ডটার, দুপুর ২.২০ বুকস্মার্ট, বিকেল ৫.৩৫ ম্যাক্স, রাত ১০.৩৪ ডেট মুভি, ১১.৪৯ মিউন

শ্রীমান ভূতনাথ
বিকেল ৪.৪৫ জলসা মুভিজ

সর্দার গব্বর সিং
সন্ধে ৬.০৩ জি সিনেমা এইচডি

আই, রোবট
বিকেল ৪.৫০ মুভিজ নাউ

তমাশা রাত ৯.০০ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

৩০ বছরে একগুচ্ছ উদ্যোগ রুবির

নিউজ ব্যুরো

২৭ এপ্রিল : গত ২৫ এপ্রিল রুবি জেনারেল হসপিটাল তার ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একগুচ্ছ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যারমধ্যে রয়েছে- মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব বিবেচনা করে বিনামূল্যে মানসিক সুস্থতা ক্লিনিক চালু করা হচ্ছে, যেখানে রুবি ২৪X৭ অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করা যাবে। এছাড়া ৩০ বছরকে স্মরণীয় রাখতে আদ্যাপীঠ আশ্রমের ৮৫০ জন অনাথ এবং অসহায় শিশুর সমস্তরকম চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা করা হবে রুবির তত্ত্বাবধানে। সেইসঙ্গে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির সঙ্গে মিলে ক্যানসার শনাক্তকরণ, নির্ণয় এবং প্রতিরোধের জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করবে।

এছাড়াও রুবি সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডায়াবিটিস শনাক্তকরণে ৩০০০০ প্রতিরোধমূলক পরীক্ষা চালানোর। ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিশনারিজ অফ চ্যারিটির তরফে সিস্টার মিচেল, দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠের বিবেক মহারাজ এবং মিসেস রুবি দত্ত। তাঁরা ভারিয়ান ট্রুবিম লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটর মেশিনের ৩.০ সংস্করণ উদ্বোধন করেন। সেই অনুষ্ঠান থেকেই জানানো হয়, খুব শীঘ্রই রুবি কলকাতায় প্রথম ডিজিটাল পেট স্ক্যান চালু করবে, যেখানে ৩০ মিনিটের বদলে ৫ মিনিটে পেট স্ক্যান হবে।

কর্মখালি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ চাইছে

শিলিগুড়ি অফিসের জন্য সাব-এডিটর এবং ডিটিপি অপারেটর

সাব-এডিটর

ন্যূনতম যোগ্যতা : স্নাতক। বর্তমান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে সচেতন, সাবলীল বাংলা লেখার দক্ষতা, ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করার ক্ষমতা, কম্পিউটারে পারদর্শিতা। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়। অনভিজ্ঞ প্রার্থীদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। কর্মদক্ষ অবসরপ্রাপ্তরাও আবেদন করতে পারেন।

ডিটিপি অপারেটর

ইনডিজাইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। ফোটোশপ এবং কোরেল ড্র জানা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

উভয় ক্ষেত্রে কর্মস্থল : শিলিগুড়ি
কাজের সময় : বিকেল তিনটে থেকে রাত এগারোটা।

যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ৬ মে, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতভেদ হতে পারে। নতুন সম্পর্ক নিয়ে সমস্যায়। **বৃষ :** শিক্ষাক্ষেত্রে সামান্য বাধা আসতে পারে। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ কেটে যাবে। **মিথুন :** বিদেশে পাঠরত সন্তানের সাফল্যে আনন্দ। কাউকে কটু কথা বলে অনুশোচনা। **কর্কট :** দীর্ঘদিনের বন্ধুকে কাছে পেয়ে আনন্দ। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **সিংহ :** ব্যবসায় বাড়তি লাভ হবে। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। **কন্যা :** সৎ কোনও বন্ধুর পরামর্শে লাভবান হবেন। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। **তুলা :** পরিবারের দিক থেকে সামান্য সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। শিক্ষায় সাফল্য। **বৃশ্চিক :** সৎ কাজে ব্যয় করে আনন্দ। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। **ধনু :** অন্যের উপকার করতে পেরে মানসিক শান্তি। নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। **মকর :** হিসেবের বাইরে খরচ করে সমস্যায়। ছেলের বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা পাকা হবে। **কুম্ভ :** বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতভেদের অবসান। কোমরের ব্যথা ভোগাবে। **মীন :** প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বাড়িতে অতিথিসমাগমে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৪ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ৮ বৈশাখ, ২৮ এপ্রিল, ২০২৫, ১৪ বহাগ, সংবৎ ১ বৈশাখ সুদি, ২৯ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১১, অঃ ৫।৫৯। সোমবার, প্রতিপদ রাত্রি ১০।৪৬। ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ১১।১৮ আয়ুষ্মানযোগ রাত্রি ৯।৪৩। কিস্তুঘ্নকরণ দিবা ১১।৫৯ গতে ববকরণ রাত্রি ১০।৪৬ গতে বালবকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১১।১৮ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, শেষরাত্রি ৪।৫৫ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ১০।৪৬ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ১১।১৮ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ১০।৪৬ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৬।৪৭ গতে ৮।২৩ মধ্যে ও ২।৪৭ গতে ৪।২৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১১ গতে ১১।৩৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৫ মধ্যে ও ১০।১৪ গতে ১২।৫১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫০ গতে ৯।০ মধ্যে ও ১১।১১ গতে ২।৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২৮ গতে ৫।১৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মধুপুরে তোর্ষায় ভোগান্তি বছরভর

সেতু নেই, নদীতে বাইক

জাকির হোসেন

ফেশ্যাবাড়ি, ২৭ এপ্রিল : সবে সূর্যোদয় হয়েছে। মধুপুরের তোর্ষা নদীর পাড়ে স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় পাখিদের কলরব। এমন সময়ে কোচবিহার শহরে জরুরি কাজে বাইকে সওয়ার এক দম্পতি। কিন্তু যাবেন কেমন করে? রাতের বৃষ্টিতে তোর্ষার জলস্তর বেড়েছে। নদীর চড়ায় হাঁটুসমান জল। কিন্তু যেতে হবে! কোনও মতে জল ভেঙে বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ওই দম্পতি। আক্ষেপের সুরে তাঁদের বলতে শোনা গেল, কবে এই দুর্ভোগের শেষ হবে।

নদী পেরিয়ে বিভিন্ন কাজে কোচবিহার শহরে যান স্থানীয় বাসিন্দা নজরুল ইসলাম। তাঁর অভিযোগ, 'কালপানিতে ভোটের আগে বর্তমান সাংসদ সেতু তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। এভাবে কতদিন চলতে হবে? প্রশাসনের কাছে দ্রুত আমরা সেতু তৈরির দাবি করছি।'

এনিয়ে যোগাযোগ করা হলে কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া বলেন, 'আমি সেতু নির্মাণের দাবিপত্র পেয়েছি। শীঘ্রই মধুপুরের সেতুর বিষয়টি লোকসভায় তুলব।'

তোর্ষা নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন কোচবিহার-২ ব্লকের কালপানি সহ পাঁচটি গ্রাম। মধুপুরে সড়ক সেতু না থাকায় প্রায় ৪০ কিমি ঘুরপথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয় বাসিন্দাদের। এলাকায় অপ্রাপ্তির তালিকাও দীর্ঘ। বেহাল রাস্তাঘাট, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নদীভাঙনের মতো সমস্যার শেষ নেই। শুখা মরশুমে নদী কোনওরকমে পারাপার করা গেলেও বর্ষায় ভোগান্তির শেষ থাকে না।

তোর্ষার জল ভেঙে বাইকে পারাপার। হাঁসখাওয়া ফেরিঘাটে। রবিবার।

সমস্যা কোথায়

- তোর্ষা নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন কোচবিহার-২ ব্লকের কালপানি সহ পাঁচটি গ্রাম
- মধুপুরে সড়ক সেতু না থাকায় প্রায় ৪০ কিমি ঘুরপথে যেতে হয়
- শুখা মরশুমে নদী পারাপার করা গেলেও বর্ষায় ভোগান্তির শেষ থাকে না
- জেলা প্রশাসনের থেকে মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে দাবিপত্র পাঠিয়েও লাভ হয়নি

> বহুবার প্রশাসনিক বিভিন্ন মহলে জানিয়েও লাভ হয়নি। দলমতনির্বিশেষে খুব শীঘ্রই আমরা সেতুর দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করব।
>
> **-পাপন সরকার,** *সম্পাদক*
> *হাঁসখাওয়া সড়ক সেতু নির্মাণ কমিটি*

> আমি সেতু নির্মাণের দাবিপত্র পেয়েছি। শীঘ্রই মধুপুরের সেতুর বিষয়টি লোকসভায় তুলব।
>
> **-জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া**
> *সাংসদ, কোচবিহার লোকসভা*

হাঁসখাওয়া সড়ক সেতু নির্মাণ কমিটি গঠন করে কয়েক দশক ধরে আন্দোলন চলছে। অভিযোগ, একাধিকবার জেলা প্রশাসনের শীর্ষকর্তা, নেতা ও মন্ত্রী এমনকি মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে দাবিপত্র পাঠিয়েও লাভ হয়নি। কোচবিহার-১ ও মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের মোয়ামারি, ফেশ্যাবাড়ি, প্রেমেরডাঙ্গা, খট্টিমারি, দোলং মোড়, পারডুবি সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ এই নদী পারাপার করে থাকেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও এব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা পালন করছেন না। যার জেরে লক্ষাধিক মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে বলে দাবি অনেকের।

হাঁসখাওয়া সড়ক সেতু নির্মাণ কমিটির সম্পাদক পাপন সরকার বলেন, 'বহুবার প্রশাসনিক বিভিন্ন মহলে জানিয়েও লাভ হয়নি। দলমতনির্বিশেষে খুব শীঘ্রই আমরা সেতুর দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করব।'

অন্যদিকে স্থানীয় মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শিবানী রায়ের বক্তব্য, 'আমরা সর্বদা মানুষের পাশে আছি। শীঘ্রই এলাকায় সেতু তৈরি করা জরুরি।'

কোচবিহার উত্তর বিধানসভার বিধায়ক সুকুমার রায় জানান, মধুপুরে সেতু নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি। বিষয়টি তিনি বিধানসভায় তুলেছিলেন।

মাকে পিটিয়ে মেরে পুলিশের জালে ছেলে

গৌতম দাস

গাজোল, ২৭ এপ্রিল : জমিদার হয়েও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান। যার ফলে ইংরেজ শাসকের রোষানলে পড়েন দাস সরকার পরিবারের তিন ভাই। মহেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ এবং ভূপেন্দ্রনাথ। বিভিন্ন সময় তাঁরা বন্দি ছিলেন জেলে। বংশের সকলেই ছিলেন প্রজাবৎসল। আর সেই পরিবারের এক সন্তান মাকে পিটিয়ে মেরে পুলিশের হাজতে। ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এলাকায়।

গাজোলের আলালে ওই হত্যাকাণ্ডে পড়শিরা হতবাক। মা সংগীতা দাস সরকারকে নৃশংস হত্যায় জড়িত ছেলে অভিষেক। অভিযোগ পাওয়ার পর ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে গাজোল থানার পুলিশ। আপাতত আদালতের নির্দেশে সে পুলিশি হেপাজতে। আগামীকাল তাকে আবার আদালতে তোলা হবে। পরিবারের সকলেই চাইছেন ওই জঘন্য ঘটনার জন্যে কঠিনতম সাজা হোক অভিষেকের।

অভিষেকের কাকা পীযূষ দাস সরকারের বক্তব্য, 'দাদা অমরজ্যোতির একমাত্র ছেলে অভিষেক। বছর ১৪ আগে তিনি মারা যান। তারপর বৌদি সংগীতা দাস সরকার ছেলেকে নিয়ে থাকতেন। উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল অভিষেক। প্রায় প্রতিদিনই মদ্যপান করত। সেইসঙ্গে ছিল বেহিসাবি জীবনযাপন। দাদা বেঁচে থাকতে তাঁর উপরেও অত্যাচার করত। দাদার মৃত্যুর পর মায়ের উপর চলতে থাকে অত্যাচার। তার আরও সংযোজন, গত বছর প্রায় ২৮ লাখ টাকায় জমি বিক্রি করেছিল বৌদি। তা থেকে প্রায় ২৫ লাখ টাকা নিয়েছিল অভিষেক। সেই টাকাও নানাভাবে উড়িয়ে দেয়।'

পীযূষের আরও অভিযোগ, 'ছেলের অত্যাচারের ভয়ে বৌদি পালিয়ে বেড়াত। বিভিন্ন লোকের বাড়িতে আশ্রয় নিত। গত ২২ এপ্রিল সকালে তাঁকে বেধড়ক মারে অভিষেক। হাত-পা ভেঙে দেয়। প্রচণ্ড রক্তপাত হয়। প্রমাণ লোপাটের জন্য সেই রক্ত ধুয়ে ফেলে। এরপর কয়েকজনের সহযোগিতা নিয়ে মালদা মেডিকেলে মাকে ভর্তি করে। আমার সেজো ভাই দিবাকরকে ফোন করে অভিষেক বলেছিল মায়ের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। মালদা মেডিকেল কলেজ থেকে বৌদিকে রেফার করা হয় কলকাতায়। বৌদিকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় করছিলাম। সেই সময় খবর আসে বৌদি মারা গেছে। অভিষেক যে ধরনের জঘন্য অপরাধ করেছে, তার উপযুক্ত শাস্তি পাক।'

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিষেককে। আদালতের নির্দেশে পুলিশি হেপাজতে রয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। ঘটনার কথা স্বীকার করেছে অভিযুক্ত।

কাজ শেষে ঘরে ফেরার পথে।। *মথুরা চা বাগানে। রবিবার। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়।*

থেকেও নেই কমিউনিটি টয়লেট

পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েত

দেবাশিস দত্ত

পারডুবি, ২৭ এপ্রিল : বহুদিন আগেই এলাকায় কমিউনিটি টয়লেট তৈরি হয়েছিল। তবে তাতে পথচলতি মানুষের কোনও সুবিধা হয়নি। প্রায় বছর চারেক আগে মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের আমতলা এলাকায় সরকারি প্রকল্পে কমিউনিটি টয়লেট গড়ে তোলা হয়। তারপর থেকে এখনও সেটি অবহেলায় তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তৈরির পরেও ব্যবহার করতে না পারায় এলাকার বাসিন্দারা ক্ষোভে ফুঁসছেন। ঘটা করে উদ্বোধন করলেও বাস্তবে সেটি এখনও চালু হয়নি। তাই এদিন স্থানীয় বাসিন্দারা আমতলা এলাকায় তৈরি হওয়া কমিউনিটি টয়লেটটি চালু করার দাবি জানিয়েছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, তালাবন্ধ ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা টয়লেটটি এতদিনে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন বলেন, 'বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে খতিয়ে দেখা হবে।' অন্যদিকে, এলাকার বিডিও অর্ণব মুখোপাধ্যায়ও বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েত নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত হিসেবে গত কয়েক বছরে বেশ কিছু এলাকায় কমিউনিটি টয়লেটের উদ্বোধন করেছিল। নির্মল কোচবিহার আমাদের অঙ্গীকার এই স্লোগানকে সামনে রেখে তারা এই কর্মসূচি নেয়। তবে শৌচাগার থাকা সত্ত্বেও ব্যবহার করতে না পেরে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা, এমনকি পথচলতি মানুষও সমস্যায় পড়েছেন। আগে আমতলা এলাকায় স্থানীয়রা দীর্ঘদিন ধরে একটি শৌচাগার তৈরি করার দাবি তুলেছিলেন।

অবশেষে তাঁদের দাবি মেনে এলাকায় কমিউনিটি টয়লেট তৈরি হয়েছিল বটে কিন্তু এখনও চালু হয়নি। এমনকি সেখানে জলের ব্যবস্থাও রয়েছে। তবু তা মানুষের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয় না। তাই দ্রুত কমিউনিটি টয়লেটটিকে ব্যবহারের যোগ্য করে তোলার দাবি সকলের। এক এলাকাবাসী সত্যরঞ্জন শীল বলেন, 'এলাকায় শৌচাগারটি চালু না থাকায় সমস্যায় পড়তে হয়। ফলে হঠাৎ প্রয়োজন হলে বাড়িতে যেতে হয় নয়তো অনেকে রাস্তাতেই শৌচকর্ম সারেন। তাই তালাবন্ধ শৌচাগার খুলে দিলে সকলেরই সুবিধা হয়।' আরেক বাসিন্দা বিপ্লব দাস জানিয়েছেন যে বিষয়টি প্রশাসনের দেখা উচিত।

আমতলাতে পরিত্যক্ত অবস্থায় কমিউনিটি টয়লেট। -সংবাদচিত্র

কোথাও ধস, কোথাও ভাঙন, বর্ষার আগেই বাড়ছে শঙ্কা

বেহাল কালভার্টে দুর্ভোগ পারডুবিতে

দেবাশিস দত্ত

পারডুবি, ২৭ এপ্রিল : কালভার্টের ওপর বড় বড় গর্ত তৈরি হয়ে গিয়েছে। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর বরাইবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় ওই কালভার্টটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে কালভার্ট দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে বিপাকে পড়ছেন এলাকার বাসিন্দারা। বছরখানেক পরেও সংস্কার না হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয়রা।

উত্তর বরাইবাড়ি থেকে দোলংয়েরকুঠি যাওয়ার রাস্তায় কালভার্টের ওপর মাটি ধসে গিয়ে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। ফলে ব্যাপক সমস্যায় পড়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। প্রায় এক বছর আগে বৃষ্টির সময়ে জলের তোড়ে কালভার্টটির ওপর মাটি সরে গিয়ে মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। অবশ্য বিডিও অর্ণব মুখোপাধ্যায়ও দ্রুত সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ওই কালভার্ট দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হয় এলাকার মানুষকে। অনেকে আবার ঘুরপথে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই ভাঙাচোরা কালভার্ট পেরোতে গিয়ে বেশ কয়েকবার দুর্ঘটনাও ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে কালভার্ট পাকা করার দাবি উঠছে। কালভার্টে বড় বড় গর্ত হয়ে গিয়েছে। ফলে সাইকেল, বাইক নিয়ে যাতায়াত করা যায় না।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রাণবল্লভ বিশ্বাসের কথায়, 'আমাদের গ্রামেই আইটিআই ও স্কুল রয়েছে। পড়ুয়াদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পৌঁছাতেও দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বাধ্য হয়ে ঘুরপথে যেতে হচ্ছে। এমনকি এলাকার কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে অ্যাম্বুল্যান্সও ঢুকতে পারে না গ্রামে।'

উত্তর বরাইবাড়িতে কালভার্টের ওপর তৈরি হওয়া গর্ত দেখাচ্ছেন বাসিন্দারা।

বাড়ছে ক্ষোভ

- ভাঙাচোরা জরাজীর্ণ কালভার্ট
- সংস্কারের দাবিতে সোচ্চার গ্রামবাসীরা
- ঘুরপথে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেতে হচ্ছে পড়ুয়াদের
- দ্রুত সংস্কারের আশ্বাস প্রশাসনের

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য প্রদীপ মণ্ডলও মানছেন সমস্যার কথা। তাঁর কথায়, 'বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ সহ ব্লক প্রশাসনকে একাধিকবার জানিয়েছি। তারপরেও কোনও কাজ হচ্ছে না।' তবে প্রদীপের আশ্বাস, 'যত দ্রুত সম্ভব বাসিন্দাদের দাবিপূরণের চেষ্টা করব।'

স্থানীয় বাসিন্দা মদন মণ্ডলের কথায়, 'কালভার্টটির ওপর বড় বড় গর্ত হওয়ায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যায় পড়ছি। এলাকার অন্যতম সংযোগকারী রাস্তা এটি। ফলে সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।' অবশ্য মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মনের বক্তব্য, 'কালভার্টটি নিয়ে এলাকার মানুষের মধ্যে ক্ষোভ আছে। যত দ্রুত সম্ভব সংস্কারের কাজ শুরু হবে।'

ঝুঁকির যাতায়াত ২৫ তিস্তা পয়স্তিতে

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : কুচলিবাড়ির ২৫ তিস্তা পয়স্তি এলাকা নিয়ে যেন ভ্রূক্ষেপই নেই কারও। গ্রামের একমাত্র রাস্তায় কালভার্টের একাংশ দুই বছর থেকে ভেঙে রয়েছে। তবে তা মেরামতে কোনও উদ্যোগ নেয়নি প্রশাসন বলে অভিযোগ। ঝুঁকি নিয়েই গ্রামের বাসিন্দারা সেখান দিয়ে যাতায়াত করছেন। কালভার্টে বড় বড় গর্তও তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, জমি-হাটবাজারে যাতায়াতের জন্য ওই রাস্তাই ব্যবহার করতে হয়। ভারী গাড়ি যেতে পারে না রাস্তা দিয়ে। ঘুরপথে ফসল নিয়ে যেতে বাড়তি ভাড়া গুনতে হয়। সামনে বর্ষা। তার আগে কালভার্টটি সংস্কার করা না হলে বড়সড়ো বিপদ হতে পারে। কুচলিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিরোলা ওরাওঁয়ের কথায়, 'কালভার্টের কথা বাসিন্দারা জানিয়েছেন। আমরা চেষ্টা করব দ্রুত সংস্কার করার।'

সন্ন্যাসী মন্দির এলাকায় ভাঙা কালভার্টে যাতায়াত করেন বাসিন্দারা।

বছর দুয়েক ধরে প্রধানের স্কুল থেকে তিস্তা বাঁধ পর্যন্ত ওই রাস্তায় সন্ন্যাসী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় একটি কালভার্টের একাংশ ভেঙে গিয়েছে। সবসময় ঘুরপথে যাতায়াত করা সম্ভব নয়। ফলে রাতের অন্ধকারে বাইক বা টোটোয় যাতায়াত করছেন বাসিন্দারা। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

মাঝেমধ্যে ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছেও। এলাকার বাসিন্দা রূপা সরকার বলেন, 'কয়েকদিন আগেই একটি বাইক গর্তে পড়ে যায়। কোনওক্রমে বাইকচালককে বাঁচানো হয়। যারা দ্রুতগতিতে গাড়ি নিয়ে আসবে তাদের বিপদ হতে পারে।'

ওই এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দা চাষাবাদ করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। তবে ভাঙা কালভার্টের জন্য চাষ করতেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে কৃষকদের। এলাকার কৃষক সজেন রায়ের কথায়, 'চাষের জন্য জমিতে ট্র্যাক্টর আনতে হয়। এছাড়া ফসল হাটে নিয়ে যেতেও ট্রাক বা অন্য গাড়ি প্রয়োজন। তবে কালভার্টের যা অবস্থা তাতে কখন পুরোপুরি ভেঙে যাবে বলা যায় না। তাই ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়।' একই কথা বলেন আরেক বাসিন্দা বিশ্বনাথ রায়।

বাসিন্দারা যখন ভাঙা কালভার্ট দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে দিনের পর দিন যাতায়াত করছেন তখন সমস্যার কথা জানেনই না মেখলিগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি নিয়তি সরকার। তিনি বলেন, 'কালভার্টের বেহাল দশার কথা জানা নেই। তবে খোঁজ নিয়ে কীভাবে সংস্কার করা যায় তা দেখা হচ্ছে।'

রেললাইনে তরুণের দেহ

নয়ারহাট, ২৭ এপ্রিল : নিখোঁজ তরুণের দেহ মিলল রেললাইনের পাশে। রবিবার সকালে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ভাঙ্গা মোড়ে রেললাইনের ধারে অমল দেবশর্মা (৩৬) নামে ওই তরুণের দেহ পাওয়া যায়।

মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে বাড়িতে মোবাইল ফোন রেখে তিনি বেরিয়েছিলেন। কিন্তু রাতে আর বাড়ি ফেরেননি। এদিন সকালে রেললাইনের পাশ থেকে তাঁর দেহ পাওয়া যায়। খবর দেওয়া হয় মাথাভাঙ্গা থানায়।

পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ট্রেনের ধাক্কায় অমলের মৃত্যু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে। অমলের বাড়িতে বাবা, মা, স্ত্রী ও দুই পুত্র রয়েছে। আকস্মিক এই ঘটনায় ভেঙে পড়েছেন তাঁরা। তবে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু নাকি আত্মহত্যা, তা নিয়ে ধন্দে রয়েছে পরিবার।

ও মাঝি রে... উত্তর দরিবস ফুলবাড়ির ডুডুয়া নদীতে রবিবার। - শ্রীবাস মণ্ডল

জল চেয়ে ধর্ষণের চেষ্টায় গ্রেপ্তার গাড়িচালক

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৭ এপ্রিল : গত দু'দিন আগে একই এলাকায় এক ঘুমন্ত কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে এক তরুণের বিরুদ্ধে। ভয় কাটতে না কাটতেই সেই শামুকতলা থানা এলাকায় ঘটল যৌন নিগ্রহের ঘটনা। ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে এক তরুণীর উপর যৌন নিগ্রহের অভিযোগ উঠল এক গাড়িচালকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ পেয়েই অভিযুক্ত ওই গাড়িচালককে গ্রেপ্তার করেছে শামুকতলা থানার পুলিশ। শামুকতলা থানা এলাকার কোহিনুর গ্রাম পঞ্চায়েতে শনিবার বিকেলে এই ঘটনাটি ঘটেছে। শনিবার রাতেই লিখিত অভিযোগ জানান ওই তরুণী। রবিবার সকালে অভিযুক্ত গাড়িচালককে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত গাড়িচালকের নাম জাকির হোসেন, বাড়ি শামুকতলা থানা এলাকায়।

তরুণীর অভিযোগ, তিনি বাড়িতে একা ছিলেন। একটি যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। ওই গাড়ির চালক বাড়িতে এসে জল চায়। প্রচণ্ড গরম থাকায় সেই তরুণীও অচেনা কাউকে জল দেওয়ার আগে দ্বিতীয়বার ভাবেননি। জল খাওয়ার পর তরুণীর সঙ্গে গল্প করতে শুরু করে অভিযুক্ত। এর মধ্যে হঠাৎই তরুণীর হাত ধরে টেনে ঘরের ভেতরে নিয়ে বিছানায় ফেলে মুখ চেপে ধর্ষণের চেষ্টা করে। বেশ কিছুক্ষণ সেই চেষ্টা চালিয়ে যায় অভিযুক্ত। এদিকে তরুণীও পালানোর প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কোনওরকমে সেই অভিযুক্তের কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে চিৎকার করেন সেই তরুণী। আওয়াজ পেয়ে প্রতিবেশী এক বধূ ছুটে আসেন। ততক্ষণে অবশ্য অভিযুক্ত গাড়ি নিয়ে দে ছুট! কোনওরকমে নিজেকে সামলে নেন তরুণী। এরপরই শামুকতলা থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ জানান তিনি। অভিযুক্তকে ধরতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি পুলিশকে। রবিবার সকালের মধ্যেই পুলিশ অভিযুক্ত সেই গাড়িচালককে গ্রেপ্তার করে।

শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে বলেন, 'জাকির হোসেন নামে এক গাড়িচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এক তরুণীকে শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টা করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। অভিযুক্তর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা শুরু হয়েছে।'

তরুণীর কথায়, 'বাড়িতে একা ছিলাম। তখনই ওই গাড়িচালক এসে জল চায়। আমি জল দিলে গল্প করতে শুরু করে। এরপর গল্পের ফাঁকে আমার হাত ধরে টেনে ঘরের ভেতরে নিয়ে নিগ্রহ করে। কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচি। অভিযুক্ত গাড়িচালকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

দিন কয়েক আগে সপ্তম শ্রেণির এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে টোটোচালকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় গ্রেপ্তারও করা হয় সেই অভিযুক্তকে। কিন্তু এখনও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত সেই কিশোরী।

পোলো এখনও টিকে রবির হাতে

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২৭ এপ্রিল : একসময় খালবিল, জলাশয় বা পুকুরের কম জলে আট থেকে আশি পোলো বা ঝকা নিয়ে ছোট মাছ ধরতে নামতেন। কিন্তু কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাচ্ছে সেই প্রথা। বিপুল পরিমাণে মাছ ধরার আশায় কেউই আর তেমন পোলো ব্যবহার করেন না। অধিকাংশই হাত বাড়িয়েছেন জালের দিকে। তবে আগের মতো না হলেও, এখনো পোলো দিয়ে মাছ ধরেন কেউ কেউ। সেই পোলো তৈরি করেই বাড়তি উপার্জন করছেন দেওয়ানগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতমুখা এলাকার প্যান্ডেলশিল্পী রবি রায়।

রবির বাড়ি গিয়ে দেখা গেল, তিনি এক মনে দাওয়ায় বসে পোলো তৈরি করে যাচ্ছেন। বললেন, 'আমি সারাবছর প্যান্ডেল তৈরির কাজ করি। অবসর সময়ে পোলো তৈরি করি। একটি বাঁশ দিয়ে তিন থেকে চারটি পোলো তৈরি করা যায়।' তিনি আরও বলেন, একেকটা পোলো তৈরি করতে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। তারপর সেগুলো হলদিবাড়ি বা দেওয়ানগঞ্জ হাটে প্রতি পিস ৩০০-৩৫০ টাকায় বিক্রি করেন। চাহিদা আগের মতো না থাকলেও বছরভর এগুলি বিক্রি হয়। এতে তাঁর বাড়তি আয় হয়।

বাড়ির দাওয়ায় বসে একমনে পোলো বা ঝকা তৈরি করছেন রবি রায়।

স্থানীয় প্রবীণ নরেশ রায় বলেন, 'পুকুরপাড়ে কম জলে পোলো দিয়ে মাছ ধরা হয়। প্রথমে পোলোটিকে জলের ওপর কিছুক্ষণ ধরে রাখা হয়। তারপর তার ভেতর মাছ ঢুকলে সেগুলো ছটফট করতে থাকে। তখন বোঝা যায় মাছ ধরা পড়েছে। এরপর পোলোটিকে কাদামাটির ওপর ভালোভাবে চেপে ধরা হয়, যাতে কিছুতেই ফাঁক দিয়ে মাছ বেরিয়ে যেতে না পারে। এরপর ওপরের খোলা মুখ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে যেমন খুশি মাছগুলো তুলে আনা যায়।'

> আমি সারাবছর প্যান্ডেল তৈরির কাজ করি। অবসর সময়ে পোলো তৈরি করি। পোলোর চাহিদা আগের মতো না থাকলেও বছরভর এগুলি বিক্রি হয়। এতে আমার বাড়তি আয় হয়।
>
> **-রবি রায়,** *প্যান্ডেলশিল্পী*

বাঁশ এবং সুতলি দিয়ে ঝুপড়ির আদলে তৈরি যন্ত্রটিকে আঞ্চলিক ভাষায় পোলো বা ঝকা বলে। পোলোর ওপর দিকটা খোলা রাখা হয়। ছোট ছোট ফাঁকের তলাবিহীন পোলো মাছ শিকারিদের কাছে দারুণ জনপ্রিয়। একেকটি পোলো বা ঝকা যেন শৈল্পিক কারুকার্যের নিদর্শন।

স্থানীয় শিক্ষক গৌরাঙ্গ বিশ্বাসের বক্তব্য, 'গ্রামবাংলায় এককালে পোলো দিয়ে মাছ ধরার দৃশ্য দেখা যেত। মাছ ধরার সেই কাজে যেমন বড়রা অংশ নিতেন, তেমনি খেলার ছলে অংশ নিত কচিকাঁচারাও। কিন্তু পোলো বা ঝকার চাহিদা কমায় শিল্পীরাও এটা তৈরির আগ্রহ হারাচ্ছেন।'

এই কুটিরশিল্প যাতে বিলুপ্তি না হয়, তার জন্য রবির মতো কারিগররা নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আশার কথা, মানুষ এখন অন্যান্য কাজেও পোলো ব্যবহার করছে। মাছ ধরা ছাড়াও মুরগি কিংবা হাঁস রাখার কাজে সেগুলো বাড়িতে রাখছেন অনেকে। এতে এই কাজ চালিয়ে যেতে উৎসাহ পাচ্ছেন রবির মতো শিল্পীরা।

রিজার্ভার-পাইপ আছে, নেই শুধু জল

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল : রিজার্ভার থেকে বাড়ির দূরত্ব মেরেকেটে দশ-বারো হাত। দু'বছর আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে পাইপলাইন বসানো হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত জলের সংযোগ পায়নি ১০-১২টি পরিবার। গ্রীষ্মের শুরুতে তীব্র জলকষ্টে ভুগছে চকচকার পূর্ব দাসপাড়া। বাইরের রাস্তার কল থেকে খাওয়ার জল টেনে নিয়ে আসতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে।

জলের কথা জিজ্ঞাসা করাতে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন চকচকা অঞ্চলের ২৬৮ নম্বর বুথের ফুলতি দাস, সবিতা দাস, শ্যামল দাস, বিশ্বজিৎ রায়রা। ফুলতি বললেন, 'সবাই শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দু'বছর হয়ে গেল, এখনও জল পেলাম না। চোখের সামনে রিজার্ভার রয়েছে। অথচ জল মিলছে না।'

চকচকা পূর্ব দাসপাড়া ছাড়াও কষ্টে আছে দাসপাড়া, পালপাড়া সহ নিউ কোচবিহার ঝিনাইডাঙ্গা, বাবুরহাট ইত্যাদি এলাকা। এই এলাকায় পাইপলাইনও বসেছে, জলের কানেকশনও রয়েছে। কিন্তু সমস্যা আবার অন্য জায়গায়। দাসপাড়ার গৌরী দাস বললেন, 'আগে তাও দিনে তিনবার করে জল পাওয়া যেত। সারাদিনে ৫ ঘণ্টা জল পেতাম আমরা। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে দিনে দু'বার জল পাচ্ছি, তাও আধ ঘণ্টা করে।' এই বিষয়ে জানতে চাইলে ২৬৮ নম্বর বুথের পঞ্চায়েত সদস্য তপতী দত্ত জানালেন, এলাকাজুড়ে একই অবস্থা। ওই পঞ্চায়েতে ২৯টি বুথ রয়েছে। এক হাজার করে ধরলেও প্রায় ৩২ হাজার বাড়ি। সকলেই জলকষ্টে রয়েছে। সমস্যার সমাধানের জন্য চকচকার পঞ্চায়েত প্রধান কমল রায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি দু'মাসের সময় চেয়েছেন বলে জানালেন তপতী।

চকচকায় রিজার্ভার আছে। জল পান না পূর্ব দাসপাড়ার বাসিন্দারা।

জলকষ্ট

- রিজার্ভার রয়েছে, পাইপলাইনও বসানো শেষ
- দু'বছরেও মেলেনি জলের সংযোগ
- স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই এলাকায় পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপির হওয়ায় এই ভোগান্তি
- তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের সাফাই, কাজ ধীরগতিতে হয়েছে

যদিও এসব বিশ্বাস করতে রাজি নন ওই এলাকার ভুক্তভোগীরা। এক স্থানীয় জানালেন, আসলে সবই রাজনীতি। তৃণমূলের জায়গায় এখানে বিজেপি জেতায় এই সমস্যা। কেউ কিছু করছে না।

যদিও বিষয়টি মানতে নারাজ পঞ্চায়েত প্রধান কমল রায়। তাঁর দাবি, 'জলের ব্যাপারে তৃণমূল-বিজেপি দেখি না। জলের জন্য বিডিও অফিস থেকে শুরু করে পিএইচই, সব জায়গাতেই আবেদন করেছি, কাজ চলছে। প্রথমদিকে এখানে কাজ খুবই ধীরগতিতে হওয়ায় এই সমস্যা।' তাঁর সংযোজন, 'আগামী ছয় মাসের আগে জলের কাজ শেষ হবে না বলেই মনে হয়।' পিএইচই'র এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুব্রত ধরকে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। অতিরিক্ত জেলা শাসক সৌমেন দত্ত বললেন, 'বিষয়টি সম্পর্কে আমার ঠিক জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।'

রেললাইন পার করে দুই কিমি দূরে পড়তে যায় খুদেরা

৪ বছর ধরে বন্ধ এসএসকে

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৭ এপ্রিল : শিশুশিক্ষাকেন্দ্রটিতে শিক্ষিকা ছিলেন মাত্র একজন। তিনিও চারবছর আগে অবসর নেন। তারপর থেকে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে শিশুশিক্ষাকেন্দ্র।

ঘটনাটি দিনহাটা শহর লাগোয়া দিনহাটা ভিলেজ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদনি চক কলোনির মাদার টেরেজা শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের। এসএসকেটি তালাবন্ধ থাকায় পড়ুয়াদের ভরসা রেললাইন পার করে দুই কিমি দূরের স্কুল।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, শিশুকেন্দ্রটিতে একজন মাত্র শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি অবসর নেওয়ায় শিশুকেন্দ্রটিতে বন্ধ হয়ে যায়। শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে মিড-ডে মিলের রান্না করার যে সমস্ত জিনিসপত্র ছিল তা সবকিছু অবসরপ্রাপ্ত ওই শিক্ষিকার হাত দিয়ে ব্লক প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এতদিনেও শিশুশিক্ষাকেন্দ্রটি খোলার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে কোনও উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। ফলে এলাকার এসএসকে ছেড়ে খুদে পড়ুয়াদের যেতে হয় প্রায় দুই কিলোমিটার দূরের যোগেশচন্দ্র সাহা হাইস্কুল নয়তো রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠে।

বন্ধ হয়ে রয়েছে শিশুশিক্ষাকেন্দ্র। দিনহাটা ভিলেজ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত।

পড়াশোনা আটকে

- একমাত্র শিক্ষিকা অবসর নিয়েছেন চার বছর আগে
- তারপর থেকে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে চাঁদনি চক কলোনির শিশুশিক্ষাকেন্দ্রটি
- এলাকার খুদে পড়ুয়াদের যেতে হয় ২ কিমি দূরে পড়তে
- পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তায় অভিভাবকরা

শিক্ষিকা অবসর নেওয়ার পর পঞ্চায়েতের তরফে শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের ভেতরে থাকা জিনিসপত্র ব্লক প্রশাসনের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

রোজ এতদূরে যাতায়াতে খুদেদের ওপর ধকলও পড়ছে অনেকটাই। সেইসঙ্গে রেললাইন পার করে যেতে হয় বলে সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তায় থাকতে হয় অভিভাবকদের। পড়ুয়াদের হয়রানি রুখতে শিশুশিক্ষাকেন্দ্রটি পুনরায় চালুর দাবি তুলেছেন। অভিভাবক রমা রায়ের কথায়, 'বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা রেললাইন পার হয়ে পড়তে যায়। স্বাভাবিকভাবে চিন্তা তো হয়। অথচ আমাদের বাড়ির কাছে শিশুশিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। সেটি খুললে আমাদের খুব উপকার হবে।' একই বক্তব্য আরেক স্থানীয় বাসিন্দা তাপস মহন্তরও।

এবিষয়ে দিনহাটা ভিলেজ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রুমা খাসনবিশের প্রতিক্রিয়া, 'একমাত্র শিক্ষিকা অবসর নেওয়ায় শিশুশিক্ষাকেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যাতে আবার নতুন করে কেন্দ্রটি চালু করা যায় তার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ব্লক প্রশাসনের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছি। সেখান থেকে সদুত্তর পেলেই পুনরায় চালু করা যাবে কেন্দ্রটি।'

শিশুশিক্ষাকেন্দ্রটিতে রান্নার কাজ করতেন পপি রায়। তিনি জানালেন, শিশুশিক্ষাকেন্দ্রটিতে রান্না করে তাঁর সংসার চলত। কেন্দ্রটি বন্ধ হওয়ায় তিনি সমস্যায় পড়েছেন। সেইসঙ্গে এলাকার খুদে পড়ুয়াদের ২ কিলোমিটার দূরে যেতে হচ্ছে পড়াশোনা করতে। রাস্তাঘাটের যে ভিড় তাতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যায়।

পঞ্চায়েত প্রধান আশ্বাস তো দিলেন, কিন্তু কবে সেটি খুলবে, জানা নেই কারও।

খোলা তারে দুর্ঘটনার আশঙ্কা

কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল : কোচবিহার শহরে রাস্তার ওপর জায়গায় জায়গায় ব্রডব্যান্ড কেবল খোলা অবস্থায় পড়ে থাকায় পাল্লা দিয়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা ছড়িয়েছে। সমস্যা মেটাতে কারও কোনও উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে জেলা শাসকের সঙ্গে কথা হয়েছে বলে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানিয়েছেন। তাঁর আশ্বাস, 'সমস্যা দ্রুতই মিটে যাবে।'

কোচবিহার শহরজুড়ে বেশ কয়েকটি ব্রডব্যান্ড অপারেটর তার কাজকর্ম চালায়। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের দাবি, তাঁদের কোনও অনুমতি ছাড়াই সংস্থাগুলি পুরসভার বিভিন্ন খুঁটি ব্যবহার করে। এর জেরে পুরসভার রাজস্ব মার খাচ্ছে বলে চেয়ারম্যানের দাবি। বর্তমানে মদনমোহনবাড়ির পামতলা মোড় থেকে সাগরদিঘির দিকে যেতে অনেকটা রাস্তাজুড়ে বর্তমানে ব্রডব্যান্ড কেবল খোলা অবস্থায় পড়ে থাকায় বিপদের আশঙ্কা জোরালো হয়েছে। এ বিষয়ে বিএসএনএলের দিকে অভিযোগের আঙুল উঠলেও দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার সুশান্ত দেব বলেন, 'পামতলা মোড়ে পড়ে থাকা তারগুলো আমাদের নয়।'

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে

তুফানগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বলরামপুর-দিনহাটাগামী রাজ্য সড়কের পাশে থাকা খুঁটিতে ধাক্কা মারে একটি বাইক। ঘটনায় গুরুতর জখম হন দুই তরুণ। রবিবার তুফানগঞ্জ থানার দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের কালজানি ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, জখমরা হলেন, শাহানুর ইসলাম এবং জাহের আলি। তাঁরা দুজনেই অসমের ধুবড়ি জেলার বাসিন্দা। দুজনকেই কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

ব্যবসা বন্ধ

চ্যাংরাবান্ধা, ২৭ এপ্রিল : রবিবার বাংলাদেশে সার্ভারের সমস্যার কারণে চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের বৈদেশিক বাণিজ্য সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বেশ কয়েক ঘণ্টা বন্ধ থাকে। পরবর্তীতে সার্ভার চালু হলে ধীরে ধীরে বাণিজ্য শুরু হয়। এবিষয়ে চ্যাংরাবান্ধা সিঅ্যান্ডএফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহ সম্পাদক তাপস দাশগুপ্ত বলেন, 'এদিন সকাল নয়টা থেকে প্রায় দুপুর একটা পর্যন্ত বাংলাদেশের সার্ভার সমস্যার কারণে বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ ছিল। পরবর্তীতে তা চালু হয়। বাণিজ্য বন্ধ থাকলে ক্ষতি হওয়াটা স্বাভাবিক।'

পাথরের স্তূপে মর্টার শেল

ভোটবাড়ি, ২৭ এপ্রিল : সেনাবাহিনীর মর্টার শেল উদ্ধার হল মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়ির হেলাপাকড়ি মোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে। রবিবার সকালে এলাকার একটি পাথরের স্তূপ থেকে পাথর নিয়ে যাওয়ার সময় মর্টার শেলটি দেখতে পান স্থানীয়রা। এরপর সেখানকার ম্যানেজার বিষয়টি পুলিশ-প্রশাসনকে জানান। এদিকে, খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় হইচই পড়ে যায়। সেটি দেখতে ভিড় জমতে থাকে।

পাথরের বেডের ম্যানেজার ইশক আলি বলেন, 'ওদলাবাড়ি থেকে এই পাথর আনা হয়েছিল। সেখান থেকে হয়তো পাথরের সঙ্গে মর্টার শেলটি চলে এসেছে।' একই কথা বললেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা লক্ষ্মীকান্ত সরকারও। অন্যদিকে, মর্টার শেল উদ্ধারের খবর পেয়ে এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিএসএফ-এর আধিকারিকও। পরে পুলিশ মর্টার শেলটিকে নিয়ে যায়।

মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকার বলেন, 'সিকিমের বন্যায় ভেসে আসা সেনাবাহিনীর মর্টার শেল হতে পারে। আগামীকাল মর্টার শেলটিকে সেনাবাহিনীর আধিকারিকরা নিষ্ক্রিয় করবেন।'

দু'বছর আগে সিকিমে বন্যার কারণে বাঁধ ভেঙে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প ভেসে যায়। সেই সময় সেখান থেকে সেনাবাহিনীর অনেক অস্ত্র ভেসে আসে তিস্তায়। এরপর থেকেই চ্যাংরাবান্ধা সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকা থেকে মিলছে মর্টার শেল।

> সিকিমের বন্যায় ভেসে আসা সেনাবাহিনীর মর্টার শেল হতে পারে। আগামীকাল মর্টার শেলটিকে সেনাবাহিনীর আধিকারিকরা নিষ্ক্রিয় করবেন।
>
> **-মণিভূষণ সরকার** ওসি মেখলিগঞ্জ থানা

উদ্ধার হওয়া মর্টার শেল। হেলাপাকড়ি মোড়।

মান অভিমান।। *বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টে ছবিটি তুলেছেন সাগ্নিক সূত্রধর।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

পুরোহিত সম্মান

নিশিগঞ্জ ও চ্যাংরাবান্ধা, ২৭ এপ্রিল : রবিবার নিশিগঞ্জ মদনমোহন মন্দির প্রাঙ্গণে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে 'পুরোহিত সম্মান' অনুষ্ঠিত হয়। দিঘায় নির্মীয়মাণ জগন্নাথ মন্দিরে ৩০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে জগন্নাথ দেবের মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে। আর সেই মন্দির উদ্বোধনের আগে শাসকদল বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তা সবার সামনে তুলে ধরতে চাইছে। চ্যাংরাবান্ধাতেও এই অনুষ্ঠানটি হয়। চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতে চৌরঙ্গি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির হরি মন্দির প্রাঙ্গণে চ্যাংরাবান্ধা তৃণমূল কংগ্রেস অঞ্চল কমিটির তরফে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ধীরেন্দ্র বর্মন, মেখলিগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হরিদাস বারুই সহ অন্যরা।

ছোট্ট তারা

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের চামটা বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী শ্রীজা বসাক। পড়াশোনায় খুব ভালো। সেইসঙ্গে নাচগানেও প্রশংসা কুড়িয়েছে সে।

নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক নেই দেওয়ানগঞ্জ হাটের

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২৭ এপ্রিল : পর্যাপ্ত নিকাশিনালা নেই। সেই কারণে একদিনের বৃষ্টিতেই জল জমে যাচ্ছে হলদিবাড়ি ব্লকের দেওয়ানগঞ্জ হাটে। কোচবিহারের রাজ আমলের এই প্রাচীন হাটের অবস্থা খুবই শোচনীয়। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, প্রশাসনের তরফে সমস্যা সমাধানে কোনও উচ্চবাচ্য দেখা যায় না। এতেই সমস্যায় পড়েছেন হাটে আসা ক্রেতা থেকে বিক্রেতা, সকলেই।

রবিবার হাটবার ছিল। এদিনের সামান্য বৃষ্টিতেই হাটের রাস্তায় জলকাদা জমে গিয়েছে। এই জলকাদার সঙ্গে সবজির খোসা, বাজারের বর্জ্য মিলিয়ে যেন নরককুণ্ড এই বাজার। কোনও উপায় না দেখে সপ্তাহে দু'দিন এভাবেই দেওয়ানগঞ্জ হাটে চলছে বেচাকেনা। হাটের ব্যবসায়ী অরুণকুমার শা জানান, হাটে জলকাদা জমাটা অনেক বছরের সমস্যা। সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা না থাকার জন্য জমা জল বের হতে পারে না। তাঁর অভিযোগ, 'এই সময় জলকাদা জমে থাকার জন্য হাটে আগের থেকে ক্রেতার সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। অথচ বিষয়গুলো নিয়ে বিন্দুমাত্র নজর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছেন না পঞ্চায়েত সমিতির কর্তারা। তাঁদের একপ্রকার অনীহার কারণে রাজ আমলের প্রাচীন হাটটির এই দশা। দ্রুত পদক্ষেপ না করলে আগামীতে ভোগান্তি আরও বাড়বে।'

হাটের আরেক ব্যবসায়ী দিব্যেন্দু বিশ্বাসের গলায়ও আক্ষেপের সুর স্পষ্ট। তিনি বলেন, 'অনেকবার ক্রেতারাও এই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন। কিন্তু লাভ কিছুই হয়নি। আগামীদিনেও কোনও লাভ হবে কি না, জানা নেই।'

দেওয়ানগঞ্জ বাজার চত্বর জলকাদায় বেহাল।

> এই সময় জলকাদা জমে থাকার জন্য হাটে আগের থেকে ক্রেতার সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। অথচ বিষয়গুলো নিয়ে বিন্দুমাত্র নজর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছেন না পঞ্চায়েত সমিতির কর্তারা। তাঁদের একপ্রকার অনীহার কারণে রাজ আমলের প্রাচীন হাটটির এই দশা।
>
> **- অরুণকুমার শা** *ব্যবসায়ী*

দেওয়ানগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মলয়কান্তি ঘোষ এ বিষয়ে জানালেন, রাজেশের মোড় থেকে উরিয়ার মোড় পর্যন্ত রাস্তাটি প্রায় ২৫ বছর ধরে সংস্কার করা হয় না। এরসঙ্গে সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা না থাকার সমস্যাও রয়েছে। ফলে অল্প বৃষ্টিতেই রাস্তায় তৈরি গর্তে জল জমে থাকছে। হলদিবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি রাহুল প্রামাণিক অবশ্য আশ্বাসের কথা শোনালেন। তাঁর কথায়, 'হাটে জলকাদা জমার বিষয়টি আমি জানি। আগামী বোর্ড মিটিংয়ে হাট সংস্কারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।'

হলদিবাড়ির পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতির আশ্বাস তো মিলল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই অনুযায়ী কাজ হয় কি না, সেটাই দেখার।

উলটে গেল ট্রাক

পারডুবি, ২৭ এপ্রিল : শনিবার রাতে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘুটুরটারি এলাকায় উলটে গেল সিমেন্টবোঝাই একটি ট্রাক।

অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন চালক এবং তাঁর সহকারী। খবর পেয়ে ঘোকসাডাঙ্গা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকটি উদ্ধার করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করে।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে হুঁশিয়ারি উদয়নের

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২৭ এপ্রিল : ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দলের হার হয়েছিল দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে। সামনের বছর ফের বিধানসভা নির্বাচনে আর সেটা হতে দেবেন না। রবিবার সন্ধ্যায় দিনহাটার পাঁচমাথার মোড়ের পথসভা থেকে এভাবেই হুঁশিয়ারি দিলেন উদয়ন গুহ।

এদিন দিনহাটায় ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে পথসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই দলে তাঁর বিরোধী গোষ্ঠীকে নিশানা করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী। ছিলেন তৃণমূলের দিনহাটা-২ ব্লক সভাপতি দীপককুমার ভট্টাচার্য, দিনহাটা শহর ব্লক সভাপতি বিশু ধর, দিনহাটা পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা দে নন্দী।

উদয়নের কথায়, '২০২৬ সালে ফের অন্তর্দ্বন্দ্বের খেলা খেলতে এলে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা তৈরি রয়েছেন।' পরে অবশ্য তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে পহলগামের কথা। ওয়াকফের দিক থেকে নজর ঘোরাতে পহলগামের ঘটনা বলে দাবি তাঁর।

যদিও মন্ত্রীর এই দাবি মানতে নারাজ বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন। তাঁর পালটা দাবি, 'কাশ্মীরের ঘটনাটি দেশবাসী দেখেছেন। সেজন্য উদয়ন গুহ কী বললেন, তাতে কিছু আসে-যায় না।'

মাছের আঁশে নেলপালিশ, ফুড সাপ্লিমেন্ট

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৭ এপ্রিল : বঁটিতে মাছ কুটে আঁশগুলো একটা প্যাকেটে ভরে গিন্নিমা কর্তার হাতে দিয়ে বললেন, 'এইটা আগে ফেলে দিয়ে এসো। যা আঁশটে গন্ধ!' শুনতেই হয় এরকম, তাই না!

তবে এখন থেকে আঁশটে গন্ধ হলেও আর তা ফেলার প্রয়োজন নেই। সেই আঁশ বিক্রি করে লাখপতি হতে পারেন আপনিও।

ফুড সাপ্লিমেন্ট থেকে শুরু করে নেল পেন্ট, এমনকি রকমারি চুমকি তৈরির ক্ষেত্রেও কাঁচামাল হিসেবে কাজে লাগছে মাছের আঁশ। বালুরঘাটের আত্রেয়ী নদীর মাছের আঁশ বিক্রি করেই আয়ের নতুন পথ খুঁজে পেয়েছেন স্থানীয় মৎস্যজীবীরা।

নদীর পাড়েই সার দিয়ে শুকোচ্ছে মাছের আঁশ। তারপরে সেগুলো পাড়ি দিচ্ছে বিদেশের মাটিতে। এরফলে মাছের বাজারও থাকছে পরিষ্কার। আঁশও যে ফেলনা নয়, তা প্রমাণ করছে বালুরঘাটের ধীবর গোষ্ঠী।

আত্রেয়ী নদীর পাড়ে শুকোতে দেওয়া হয়েছে মাছের আঁশ।

কলকাতা থেকে উদ্যোগপতিরা এসে বালুরঘাটের মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে কুইন্টাল-কুইন্টাল মাছের আঁশ কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। যা একাধিক প্রক্রিয়া পার করে বিভিন্ন কাজের জন্য দেশের বাইরে রপ্তানি হচ্ছে।

রবিবার নদীর পাশে শুকোতে দেওয়া মাছের আঁশের যত্ন করতে দেখা গেল মৎস্যজীবী উত্তম সরকারকে। তার মতে, 'এর মাধ্যমে এক বিকল্প কর্মসংস্থান খুঁজে পেয়েছি। এক নতুন আয়ের পথ খুলেছে।'

আত্রেয়ী নদীর মাছের স্বাদ নামকরা। নদীর বড় মাছের আঁশও মৎস্যজীবীদের কর্মসংস্থানের হদিস দিচ্ছে। বর্তমানে নদীর পাড়ের প্রায় পাঁচজন মৎস্যজীবী মাছের আঁশ শুকিয়ে বাড়তি আয় করছেন। নদীর পাশে দেখা যাচ্ছে তাঁরা মূলত রুই ও কাতলা মাছের আঁশ শুকাতে দিচ্ছেন। সারাদিন শুকানোর পরে বিকেল নাগাদ তুলে নিচ্ছেন। এভাবে প্রায় ১০ কুইন্টাল শুকনা আঁশ জমা হলে কলকাতা থেকে উদ্যোগপতিরা এসে তা সংগ্রহ করছেন। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে প্রথমে গুঁড়ো করা হয় আঁশগুলোকে। তারপর পালিশ করা হয় অথবা বিভিন্ন পাউডার লাগিয়ে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। শেষে জাহাজে করে তা পাঠানো হয় বিদেশে। সেখান থেকেই তৈরি হয় ফুড সাপ্লিমেন্ট, নেইল পেন্ট, চুমকি, আরও কত কি! ধীরে ধীরে এই কাজের প্রতি অনেকের আকর্ষণ বাড়ছে। প্রতি কুইন্টাল আঁশের দাম চার হাজার টাকা। কখনও দাম বেড়েও যায়। মৎস্যজীবী শ্যামসুন্দর সরকারের কথায়, 'এর ফলে মাছের বাজারও পরিষ্কার থাকছে, আবার আমাদের বাড়তি আয়ও হচ্ছে।'

পরিবেশকর্মী তুহিনশুভ্র মণ্ডলের নজরে প্রথমে এই বিষয়টি পড়ে। তাঁর মতে, 'মাছের আঁশে কোলাজেন রয়েছে, যা খাদ্য, ওষুধ, কসমেটিক্স শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ব্যাটারি, বৈদ্যুতিক পণ্যতেও কাজে লাগে। আঁশে থাকা হাইড্রোক্সিয়া প্যাটাইট, কাইটিন মূল্যবান উপাদান। এই আঁশ জলজ চাষের পুনর্নবীকরণ যোগ্য উপজাত পদার্থ। কর্মসংস্থানের এই উদ্যোগ দেখে অভিভূত।'

ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে পথসভা। রবিবার দিনহাটায়।

আজ দীঘায় মুখ্যমন্ত্রী

৩০ এপ্রিল দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন। সেজন্য সোমবারই সেখানে পৌঁছে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে ওই এলাকা।

অভিযুক্ত সৎবাবা

মায়ের অনুপস্থিতিতে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল সৎবাবার বিরুদ্ধে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল বারুইপুর থানার পুলিশ। পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে।

স্বামীকে কোপ

পূর্ব বর্ধমানে তৃণমূল কার্যালয়ে স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ মেটাতে ডাকা সালিশি সভায় স্বামীকে ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপালেন স্ত্রী। রক্তাক্ত অবস্থায় স্বামীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা।

চলবে ঝড়-বৃষ্টি

কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে কয়েকদিন চলবে ঝড়বৃষ্টি। ৬টি জেলায় ঘণ্টায় ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের। বুধবার পর্যন্ত সতর্কতা জারি।

সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে ভিন্নমত

শুভেন্দুর দাবি, নিশ্চিহ্ন করা হোক পাকিস্তানকে

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : পহলগাম কাণ্ডে শহিদ শ্রদ্ধাঞ্জলি কর্মসূচি থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফের সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার শুভেন্দু বলেন, 'যেভাবে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে হিন্দু নিধন করা হয়েছে, এর বদলা নিতেই হবে সরকারকে। সমস্ত ভারতবাসী চায় জঙ্গি এবং পাকিস্তান দুটোকেই নিশ্চিহ্ন করে দিক সরকার। পুলওয়ামা কাণ্ডের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে যেভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছিল, এবারেও সেভাবেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে সরকার।'

কাশ্মীর থেকে মুর্শিদাবাদ হিন্দু নিধনের প্রতিবাদে জেহাদি হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে রাজ্যজুড়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে মিছিল করল বিজেপি। সেই কর্মসূচিরই অঙ্গ হিসেবে এদিন কাঁথিতে শুভেন্দু অধিকারী, বহরমপুর শহরে প্রদীপ জ্বালিয়ে মিছিল করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

কাঁথিতে পহলগাম কাণ্ডে ২৬ জন হিন্দু পর্যটক ও মুর্শিদাবাদে সাম্প্রতিক হিংসায় নিহত দুই হিন্দু সহ নাগরিকের জন্য মোট ২৮টি প্রদীপ জ্বালিয়ে মিছিল করেন শুভেন্দু। মিছিল হয় উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার থেকে শুরু করে স্টার থিয়েটার পর্যন্ত। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন তাপস রায়, সজল ঘোষ, তমোঘ্ন ঘোষ সহ উত্তর কলকাতার বিজেপি নেতৃত্ব। দক্ষিণ কলকাতার নাকতলা শিবমন্দির থেকে নেতাজিনগর মোড় পর্যন্ত মিছিল হয় বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ-র নেতৃত্বে। সোনারপুরে মিছিল করেন লকেট।

> পুলওয়ামা কাণ্ডের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে যেভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছিল, এবারেও সেভাবেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে সরকার।
>
> **-শুভেন্দু অধিকারী**

কাশ্মীরের দখল চান অভিষেক

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : পহলগামে পর্যটকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে শুধু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা প্রতীকী হুমকি নয়। পাকিস্তান যে ভাষা বোঝে, সেই ভাষাতেই জবাব দেওয়ার সময় এটা। পাক অধিকৃত কাশ্মীর পুনরুদ্ধার করার এটাই প্রকৃত সময় বলে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এখনও পর্যন্ত পহলগাম হামলার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার কী পদক্ষেপ করেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেও পাক অধিকৃত কাশ্মীর পুনরুদ্ধার করার দাবি কেউ তোলেননি। রবিবার অভিষেক এই দাবি তুলে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করলেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

যদিও অভিষেকের এই বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিজেপি। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য এই দাবি উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরকার কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাকিস্তানকে যা জবাব দেওয়ার তা কেন্দ্রীয় সরকার দেবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই জাতীয় দাবি তুলে সস্তায় প্রচার চাইছেন।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেছেন, 'কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সর্বদলীয় বৈঠকে গিয়ে কংগ্রেসের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোনও পদক্ষেপকে কংগ্রেস যে সমর্থন করবে তা তাঁরা জানিয়েছেন। এর বেশি আমি কিছু বলব না।'

> এখন আর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা প্রতীকী হুমকির সময় নয়। সময় এসেছে, সেই ভাষাতেই জবাব দেওয়ার, যা তারা বোঝে। এখনই সময় পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) পুনরুদ্ধার করার।
>
> **-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

পহলগামে নিহত ২৮ জনের মধ্যে এরাজ্যের ৩ জন রয়েছেন। ওই পরিবারগুলির পাশে রাজ্য সরকার আছে বলে আগেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপের পাশে তিনি রয়েছেন বলে জানিয়ে দিলেও কী পদক্ষেপ করতে হবে তা নিয়ে মমতা স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। কিন্তু এদিন অভিষেক কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'গত কয়েকদিনে আমি সংবাদমাধ্যম ও কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের ভূমিকা দেখছি। পহলগামে ওই নজিরবিহীন জঙ্গি হামলার পিছনে যা যা ত্রুটি আছে, তা খতিয়ে দেখার পরিবর্তে তারা যেন একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের স্বার্থে উপযোগী একটা প্রচার চালাতে বেশি ব্যস্ত। আমাদের এখন এই ধরনের সংকীর্ণ রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। এখন আর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা প্রতীকী হুমকির সময় নয়। সময় এসেছে, সেই ভাষাতেই জবাব দেওয়ার, যা তারা বোঝে। এখনই সময় পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) পুনরুদ্ধার করার। ব্যাস এটাই।'

বাবা বেবি ও... *এসপ্ল্যানেডে রবিবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।*

প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলার শুনানি আজ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : সুপ্রিম কোর্টের রায়ে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল নিয়ে ইতিমধ্যেই সরকারের ঘরে-বাইরে অস্থিরতা চলছেই। তারই মধ্যে সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে প্রাথমিকের ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের মামলার শুনানি হওয়ার কথা। স্বভাবতই আবার ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের মামলায় চরম কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভবত সোমবার এই মামলার শুনানি শুরু হলেও রায় জানা যাবে না। তবুও রবিবার সরকারি মহলের খবর, এ ব্যাপারে সিঁদুরে মেঘ দেখছে রাজ্যের সংশ্লিষ্ট মহল।

৭ এপ্রিল এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিচারপতি সৌমেন সেন ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে এই মামলা থেকে সরে যান। ফলে শুনানি পিছিয়ে যায়। মামলা চলে যায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের কাছে। প্রধান বিচারপতি নতুন করে শুনানির তারিখ সোমবার ঘোষণা করেছেন। এইজন্য নতুন বেঞ্চও গঠন করে দিয়েছেন তিনি। মামলার শুনানি হবে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চে।

গত ২০১৪ সালের টেট-এর ভিত্তিতে ২০১৬ সালের রাজ্যের বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগও হয়। আর সেই নিয়োগ নিয়েই ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। শুরু হয় মামলা। ২০২৩ সালের মে মাসে কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (বর্তমানে বিজেপি সাংসদ) ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন। আর সেই রায়ের বিরুদ্ধেই ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করে রাজ্য। তারই শুনানি এদিন হওয়ার কথা। আর তাই নিয়েই রাজ্যের শিক্ষামহলে নতুন করে উদ্বেগ, আশঙ্কা, চরম কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে অতিসম্প্রতি রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমনিতেই বিপাকে পড়েছে রাজ্য সরকার, শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসি। হাইকোর্টে ডিভিশন বেঞ্চের শুনানির পর মামলার ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে, তা নিয়ে সরকারি মহলে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই সংক্রান্ত আরও একটি মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৪২ হাজার নিয়োগের প্যানেল প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের আপিলের পর স্থগিতাদেশ পেয়েছে। এই একই মামলা নিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ কোন পথে যায় সেদিকে দৃষ্টি রয়েছে রাজ্যের শিক্ষামহলে।

নবান্নে সরকারের শীর্ষ আধিকারিকদের একাংশের আশঙ্কা, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চও যদি প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের রায়কে মান্যতা দেয়, তাহলে সরকারকে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। যদিও তা হলে সরকার নিঃসন্দেহে আবার এই বাতিল মামলা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে বলেই মনে করছেন তাঁরা।

বহিষ্কৃত হয়েই বিস্ফোরক বংশগোপাল

বিজেপির সঙ্গে হাত দলের একাংশের

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : দলীয় নেতাদের একাংশের বিরুদ্ধে বিজেপির সঙ্গে সমঝোতার অভিযোগ তুললেন সিপিএমের প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরী। দলের মহিলা নেত্রীর উদ্দেশে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগে আসানসোলের প্রাক্তন সাংসদকে বহিষ্কৃত করেছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। তারপরেই রবিবার তিনি দাবি করেন, 'দলেরই একাংশ আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে। ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর তৃণমূল আমাকে হয়তো গালিগালাজ করেছে, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত করেনি। যতটা চক্রান্ত আমার দল আমার বিরুদ্ধে করেছে।'

এদিন দলীয় শৃঙ্খলা নিয়েও প্রশ্ন তুলে তাঁর অভিযোগ, এক তরুণ নেতার কার্যকলাপ দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে, সেক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেয়নি দল। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বংশগোপাল। তার সংযোজন, 'পার্টির তদন্তে আস্থা রেখেছিলাম। আর আমাকে দল থেকে বহিষ্কারের খবর আমি জানতে পারলাম না। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে জানতে হল। তাহলে দলীয় শৃঙ্খলা কোথায়? কলকাতা থেকে এই জেলায় যাঁরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন, তাঁদের সঙ্গে বিজেপির তলে তলে আঁতাত রয়েছে।' তিনি অন্যদলে যোগ দেবেন কি না, সেই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন,'তৃণমূল, সিপিআই, নকশাল সবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো। আপাতত সমাজের কাজ করে যাব।'

এদিকে, অভিযোগকারিণী ওই মহিলা 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'উনি যা মন্তব্য করছেন তা দুর্ভাগ্যজনক। আসলে আমাদের দলে সকলে খারাপ নন। বংশগোপালের মতো কয়েকজন রয়েছেন।'

নির্বিঘ্নে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : রবিবার নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা। ১ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী এদিন ওএমআর শিট মারফত পরীক্ষায় বসলেন। সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত প্রথম পত্রের পরীক্ষা ও দুপুর ২টো থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা হয়। রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের তরফে সারাদিনের যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

পরীক্ষাকেন্দ্রের ভিতরে ও বাইরে ছিল কঠোর পুলিশি নিরাপত্তা। পরীক্ষায় ই-চিটিং রুখতে 'রেডিওফ্রিকোয়েন্সি ডিটেক্টর' ব্যবহার করার পাশাপাশি পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে পরীক্ষার্থীদের পেনও দেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য শিয়ালদা ডিভিশন এবং হাওড়া বিভাগের সকল ইএমইউ ট্রেন রবিবার বিকাল ৪টে পর্যন্ত চালানো হয়েছে। পথে বাড়তি সমস্যা সমাধানের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সরকারি বাসের সংখ্যাও এদিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়। গরমে যাতে পরীক্ষার্থীরা অসুস্থ না হয়ে পড়ে, সেই কথা মাথায় রেখেই রাজ্যের একাধিক রাস্তায় ঠান্ডা জলের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

বীরভূমে দলীয় বৈঠকে সাংসদ শতাব্দী রায় ও অনুব্রত মণ্ডল। রবিবার। -সংবাদচিত্র

সোমবার ব্রাত্যর সঙ্গে বৈঠক নিয়ে অনিশ্চয়তা

কালীঘাট অভিযানের ঘোষণা 'অযোগ্য'দের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : রবিবাসরীয় সকাল। ঘড়িতে তখন প্রায় ৮টা। আগেই ঘোষিত হওয়া রবিবারের কালীঘাট অভিযান কর্মসূচি তখন স্থগিত করলেন 'অযোগ্য' চাকরিহারারা। তার পরিবর্তে সোমবার এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিলেন। হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত কেন? উত্তরে 'ইউনাইটেড টিচিং অ্যান্ড নন টিচিং ফোরাম'-এর সদস্যরা বলেন, 'রাজ্যের একাধিক প্রান্ত থেকে চাকরিপ্রার্থীরা আসবেন। অতি কম সময়ে কালীঘাট অভিযান আয়োজন করা মুশকিল বলেই আমরা সোমবার এই অভিযানের পরিকল্পনা নিয়েছি।' এই কর্মসূচির জন্যই রবিবার রাত থেকে 'অযোগ্য' চাকরিহারাদের জমায়েত শুরু হয়েছে এসএসসি ভবনের সামনে। মঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁরা দুপুর সাড়ে ১২টায় দক্ষিণ কলকাতার হাজরা মোড় থেকে কালীঘাটের উদ্দেশে পদযাত্রা করবেন। সেই সংক্রান্ত চিঠি তাঁরা ইতিমধ্যেই পুলিশ আধিকারিকদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে তাঁদের সোমবারের বৈঠক আদৌ হবে কি না, সেই নিয়ে রবিবার রাত পর্যন্ত অনিশ্চয়তায় রয়েছেন অযোগ্য চাকরিহারারা।

'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬' আইনজীবীদের সঙ্গে রিভিউ পিটিশনের প্রক্রিয়া নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেছে রবিবার। মঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, তাদের প্রতিনিধিদল দিল্লিতে আইনজীবীদের সঙ্গে রিভিউ পিটিশন এবং ওকালতনামা স্বাক্ষরের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়েছে। মানবাধিকার বিষয়ক আইনজীবীদের পরামর্শও তারা নিয়েছে। মঞ্চ জানায়, 'স্বতন্ত্রভাবে যদি কেউ রিভিউ পিটিশন করতে চান তাতে মঞ্চ বাধা দেবে না। তবে পিটিশনারদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াবেন না। যাঁরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজস্ব রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা ছড়াচ্ছেন, তাঁদেরকে আমাদের একতা না ভাঙার অনুরোধ করছি।' মঞ্চের মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধিদল এদিন নিজেদের মধ্যে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে বৈঠক করে। জেলাভিত্তিক ক্ষেত্রে ও কলকাতায় শীঘ্রই ওকালতনামা স্বাক্ষর করা শুরু হবে মঞ্চের তরফে । প্রতিটি জেলায় 'যোগ্য' শিক্ষকদের দফায় দফায় বৈঠক চলছে। বেশিরভাগ 'যোগ্য' শিক্ষকই সোমবার থেকে স্কুলে ফিরছেন।

অবশ্য শিক্ষাকর্মীদের ভাতা প্রদানের ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। প্রশ্ন তুলেছেন, 'কোন অধিকারে টাকা দেওয়া হবে শিক্ষাকর্মীদের? টাকাটা আসবে কোথা থেকে? ৩০-৩৫ বছর বয়সে বেশিরভাগ জনই চাকরি পেয়েছেন। অবসরের বয়স পর্যন্ত ভাতা দেওয়া হবে নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন থাকবেন ততদিন ভাতা দেওয়া হবে?' শিক্ষকদের ভাতা কেন দেওয়ার কথা ঘোষণা হয়নি সেই নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছেন দিলীপ।

বিতানের বাড়িতে এনআইএ

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশ অনুসারে পহলগামে জঙ্গি হামলার তদন্তভার নিয়েছে এনআইএ। তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের পাশাপাশি নিহতদের বাড়িতে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ চেয়ে নিচ্ছেন তদন্তকারীরা। রবিবার বৈষ্ণবঘাটার বাসিন্দা নিহত বিতান অধিকারীর বাড়িতে যায় এনআইএ-র তিন সদস্যের দল। তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এই ঘটনার তদন্তে আইজি পদমর্যাদার অফিসারের নেতৃত্বে বিশেষ দল গঠন করেছে এনআইএ। তাদের কাছে প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে পাওয়া বিবরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই নিহতদের সঙ্গে ঘটনার সময় যে পরিজনেরা ছিলেন, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। এদিন বিতানের স্ত্রীর থেকে জঙ্গিহানার সময় ঠিক কী কী ঘটেছিল তার বিবরণ জানতে চাওয়া হয়। তাঁর স্ত্রীর বয়ানও রেকর্ড করা হয়।

শনিবারই এনআইএ-র টিম বাংলায় নিহত পর্যটকদের বাড়িতে যাওয়া শুরু করে। বেহালার বাসিন্দা নিহত সমীর গুহর বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁদের বয়ান রেকর্ড করা হয়। লালবাজারেও খানিকক্ষণের জন্য যায় এনআইএ-র টিম। এদিন বিতানের বাড়িতে পৌঁছেছেন তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, পুরুলিয়ায় ঝালদায় নিহত মণীশ রঞ্জনের বাড়িতেও যাবেন তদন্তকারীরা।

কসবায় সিপিএমের বৈঠকে কামড়াকামড়ি

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : দলীয় শৃঙ্খলাই যেখানে বামপন্থী দলের মূল আদর্শ, সেখানে নেতা-নেত্রীদের কার্যকলাপে ক্রমাগত বিড়ম্বনা বাড়ছে সিপিএমে। রক্তারক্তিতে শেষ হয়েছে কসবায় সিপিএমের এরিয়া কমিটির দলীয় বৈঠক। কারও মাথা ফেটেছে, কারও হাতে সেলাই পড়েছে, আবার কারও কপালে ব্যান্ডেজ পর্যন্ত বাঁধতে হয়েছে। এমনকি জেলা নেতৃত্বকে স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্বের অশালীন মন্তব্যও শুনতে হয়েছে। এভাবেই কসবায় ৯১ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএমের এরিয়া কমিটির দপ্তরে বৈঠক মাঝপথে ভঙ্গ হয়। মেঝেতে ছড়িয়ে থাকে লাল রক্ত ও ভাঙা জিনিসপত্র। দলের ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতিতেও নেতাদের আকচাআকচিতে ক্ষুব্ধ দলের শীর্ষ নেতারা। ইতিমধ্যেই কসবার ঘটনায় অবগত সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব। বিষয়টি নিয়ে জেলা কমিটির কাছে বিস্তারিতভাবে জানানো হচ্ছে।

শনিবার রাতে ওই এলাকায় সিপিএমের এরিয়া কমিটির দপ্তরে বৈঠক চলছিল। সেই সময় দু'পক্ষের মধ্যে বচসা গড়ায় কামড়াকামড়ি পর্যন্ত। আহত হন একাধিক নেতা-কর্মী। এর আগেও কসবায় এরিয়া কমিটির বৈঠকে অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। তাতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এক সিপিএম নেতা। সেবার ২০ দিন তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি রাখতে হয়েছিল। জানা গিয়েছে, এবার তাঁকে কামড়ানো হয়েছে। বিষয়টি অবশ্য সিপিএমে নতুন নয়। মাস কয়েক আগেই টালিগঞ্জ এরিয়া কমিটির সম্মেলনে তরুণ সদস্যদের মধ্যে মারামারি হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় জেলা সম্মেলনে নতুন জেলা কমিটি ঘোষণার পর মতপার্থক্যে একদল নেতা-কর্মীদের কমিটি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে। এর আগে হুগলি জেলার সম্মেলনে বিবাদের সময় সিপিএম নেতা নির্মল মুখোপাধ্যায়ের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হয়। ফলে দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠেছে, দল ক্ষমতায় থাকাকালীন নেতৃত্ব নিয়ে বিবাদ দেখা যেত। কিন্তু এখন তুচ্ছ বিষয়ে মতপার্থক্য তৈরি হচ্ছে নেতা-কর্মীদের মধ্যে। দলীয় লাইনচ্যুত হচ্ছেন তাঁরা। যা রীতিমতো বিড়ম্বনার কারণ হয়ে উঠছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের। জানা গিয়েছে বিষয়টি ইতিমধ্যেই জেলা কমিটির কাছে জানানো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আমি বিষয়টি সম্পর্কে জানি না।' এই বিষয়ে কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কল্লোল মজুমদারের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

দীঘার আমন্ত্রণপত্র নিয়ে শুভেন্দুর চিঠি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : দিঘায় নবনির্মিত জগন্নাথধামের উদ্বোধনের আগেই বিতর্ক উসকে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ৩০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ায় জগন্নাথধাম তথা মন্দিরের বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান। প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার কথা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সরকারিভাবে বিরোধী দলনেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেই আমন্ত্রণকে ঘিরেই বিতর্কের সূত্রপাত।

রাজ্য সরকারের তরফে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই আমন্ত্রণপত্রটি বিরোধী দলনেতাকে পাঠিয়েছেন মন্দির নির্মাণের দায়িত্বে থাকা পশ্চিমবঙ্গ হাউসিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের (হিডকো) ভাইস চেয়ারম্যান হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। এই আমন্ত্রণপত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে চিঠি লিখেছেন শুভেন্দু। একই সঙ্গে সমাজমাধ্যমেও সেই চিঠির প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। চিঠিতে দ্বিবেদীর কাছে শুভেন্দুর প্রশ্ন, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দিঘায় জগন্নাথধাম সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্বোধন, নাকি জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হচ্ছে? হিডকোকে দিঘায় যে নির্মাণের বরাত দিয়েছিল রাজ্য সরকার, সেই সরকারি নথিতে এই নির্মাণকে জগন্নাথধাম সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত ছিল। অথচ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে যে আমন্ত্রণপত্র সরকারিভাবে পাঠানো হয়েছে সেখানে কেবলমাত্র 'জগন্নাথধাম' কথাটি উল্লেখ রয়েছে। এই বিষয়টিকেই নির্দেশ করে এদিন শুভেন্দু রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে বলেন, 'এই সরকার মিথ্যাবাদীর সরকার। সরকারি নথিতে জগন্নাথধাম সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসেবে উল্লিখিত থাকলেও আমন্ত্রণপত্রে কৌশলে সংস্কৃতি কেন্দ্র কথাটি উল্লেখ করা হয়নি।'

পরিবারের পাশে বিএসএফ

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : পাকিস্তানি রেঞ্জার্সের হাতে আটক হওয়ার পর ৪ দিন কেটে গিয়েছে। তিনবার পাকিস্তানি রেঞ্জার্সের সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করেছে বিএসএফ। কিন্তু বিএসএফ জওয়ান হুগলির রিষড়ার বাসিন্দা পূর্ণমকুমার সাউ এখনও ছাড়া পাননি। পাকিস্তানি রেঞ্জার্সের হাত থেকে তিনি কবে ছাড়া পাবেন, তা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। রবিবারই বিএসএফের সাউথ বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের পদস্থ কর্তারা রিষড়ায় পূর্ণমকুমার সাউয়ের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। বিএসএফ এই পরিবারের পাশে রয়েছে বলে তাঁদের জানায় তারা।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩৮ সংখ্যা, সোমবার, ১৪ বৈশাখ ১৪৩২

সংকট ও কর্তব্য

জঙ্গি হামলায় পহলগামে ২৬ পর্যটক এবং এক টাট্টুওয়ালার মৃত্যু কাশ্মীর তথা ভারতের ইতিহাসে আরও একটি কালো দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। পহলগামকে ভারতের 'মিনি সুইৎজারল্যান্ড' বলার যুক্তিসংগত কারণ আছে। নিহতদের মধ্যে সদ্যবিবাহিত এক তরুণ ছিলেন, যিনি ভিসা না পাওয়ায় ইউরোপে না গিয়ে মধুচন্দ্রিমা করতে পহলগামে গিয়েছিলেন। সেখানেই মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে তাঁর।

নিহতের তালিকায় রয়েছেন আমাদের রাজ্যের তিনজন। কলমা পড়তে পারছে কি না, সেই পরীক্ষা নিয়ে বেছে বেছে পুরুষদের গুলি করে হত্যা করেছে জঙ্গিরা। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স ভারতে থাকাকালীন ঘটল এই হামলা। দিনদুপুরে সেনা পোশাকে পাঁচ-ছ'টা লোক হত্যালীলা চালিয়ে বৈসরণের সবুজ গালিচাকে রক্তাক্ত করে দিয়ে গেল। তারা পাহাড়, জঙ্গল পেরিয়ে হেঁটে হেঁটে এল, আবার অপারেশন সেরে নির্বিকার ফিরে গেল।

এখন নিরপেক্ষ তদন্তে রাজি বলে বিবৃতি দিলেও সন্দেহের তির কিন্তু পাকিস্তানের দিকেই। প্রশ্ন উঠেছে, প্রতিরক্ষা খাতে ফি বছর কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হয়, এত জওয়ান-কমান্ডো নিয়োগ হয়, তাহলে প্রয়োজনের সময়ে কেন তার ফল মেলে না? কেনই বা ঘটনার মুহূর্তে একজন জওয়ানকেও সেখানে দেখা যায়নি? দু-এক মিনিটে পুরো গণহত্যাপর্ব সাঙ্গ হয়েছে- এমন তো নয়।

অথচ এখন কড়াকড়ির দরুন পহলগাম সহ গোটা কাশ্মীরে নিরাপত্তার ঘেরাটোপ টপকে মাছি গলার উপায় নেই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা পহলগাম ঘুরে এসেছেন। বিহারের এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পহলগাম কাণ্ডের প্রেক্ষাপটে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছেন। দিল্লি, মুম্বই সহ ভারতের বেশ কিছু শহরে এখন চূড়ান্ত সতর্কতা। দেশজুড়ে নজরদারি।

কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হল, বিভিন্ন রাজ্যে কাশ্মীরি পড়ুয়াদের কলেজ ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। মারধর করা হচ্ছে কাশ্মীরি শ্রমিকদের। অন্যদিকে, সীমান্তে তৎপরতা বাড়ছে সেনার। ভারত-পাকিস্তানের প্রায় সবরকম সম্পর্ক আপাতত ছিন্ন। এমাসেই ভারত ছাড়তে বলা হয়েছে পাকিস্তানিদের। দুই দেশই পরস্পরের বিরুদ্ধে একের পর এক ব্যবস্থা নিয়ে যাচ্ছে। ভারত সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করেছে। পাকিস্তান সিমলা সহ সব দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্থগিত রাখার হুমকি দিয়েছে।

রাস্তাঘাটে সর্বত্র আলোচনা এখন একটিই- যুদ্ধ কী লাগছে! যেন যুদ্ধ লাগাতে পারলেই সব সমাধান হয়ে যাবে। এর আগেও যতবার জম্মু-কাশ্মীরে বড়সড়ো জঙ্গিহানা হয়েছে, ততবার যুদ্ধের জিগির তোলা হয়েছে। ২০০০ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের ভারত সফরের প্রাক্কালে অনন্তনাগে জঙ্গিহানায় ৩৬ শিখের মৃত্যু, ২০১৬-য় পাঠানকোট বিমানঘাঁটিতে জঙ্গিহানা ও ২০১৯ সালে পুলওয়ামায় সিআরপিএফের কনভয়ে ভয়াবহ হামলার সময়েও পালটা আক্রমণের দাবি উঠেছিল।

পাকিস্তান থেকে জঙ্গিরা এসে হামলা চালালেই বদলার প্রসঙ্গ ওঠে। এটাও ঘটনা যে, একবার প্রত্যাঘাত করতে পাকিস্তানে ঢুকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালিয়েছে ভারতীয় বাহিনী। এবার হামলায় জড়িত ৯ জঙ্গির বাড়ি ইতিমধ্যে ধ্বংস করে দিয়েছেন জওয়ানরা। আসলে কার্গিল যুদ্ধ হোক বা ২৬/১১-র মুম্বই হানা, পাকিস্তান নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে বারবার। সুতরাং পাকিস্তানকে উপযুক্ত জবাব দেওয়া অবশ্যই জরুরি।

এ রকম পরিস্থিতিতে বিরোধীরা সরকারের পাশে থাকে। মনে রাখতে হবে, এই মুহূর্তে আরেক প্রতিবেশী বাংলাদেশও তীব্র ভারতবিরোধী। একদিকে ঢাকার বিরোধিতা, অন্যদিকে ইসলামাবাদের উপদ্রব। সারাক্ষণ যদি দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে সামলাতে হয়, তাহলে ভারতের নিজস্ব উন্নয়ন, বিজ্ঞান গবেষণা, মহাকাশ অভিযান কখন হবে? এই উপমহাদেশে বড় দেশ হিসেবে ভারতের দায়দায়িত্ব বেশি।

পহলগামের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসংঘ দুই দেশকেই সংযম দেখাতে বলেছে। দু'পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে চেয়েছে ইরান। তাই পাকিস্তানকে চাপে রাখার পাশাপাশি ভারতকে কূটনৈতিক বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা দেখাতে হবে। দেশের সংকটের মুহূর্তে এটা মাথায় রাখতে হবে মোদি-শা'দের।

অমৃতধারা

আমরা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ি, তখন স্থান-কাল-পাত্র, নাম-রূপ- কিছুই থাকে না, কিন্তু আমরা থাকি। ঘুমের মধ্যেও কিন্তু আমরা থাকি। সেই অবস্থায় আমরা একাকার হই। একাকার রূপটাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। অহংকার যখন সরে যাবে, তুমি একই দেখবে-শুধু ভগবানকে দেখবে, আর কিছুই দেখবে না। শুধু তিনি, তাঁরই প্রকাশ। সমুদ্র, ঢেউ, ফেনা, বুদ্বুদ-সবকিছুই জল। একটা জলকেই নানারূপে দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় জল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তেমনি আমাদের স্বপ্নটাও জ্ঞান। সুষুপ্তি-ওটাও জ্ঞান। জাগ্রত-ওটাও জ্ঞান। তার মানে ভগবান। সবই ঈশ্বর। এই তিনটি অবস্থাতেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁরই স্বরূপ, তাঁরই আকার। নিরাকারই যেন আকারিত। তিনিই এইরূপে প্রকাশিত।

-ভগবান

বনের বাইরে, মানুষের মাঝে কেন বন্যপ্রাণী

ইদানীং গ্রাম-শহরে আসছে হাতি, বাইসন, লেপার্ড ও ভালুক। হাতি ঢুকল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কেন এমন হচ্ছে?

বিমল দেবনাথ

একদিন সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে ছিলাম শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের উলটো দিকে পাকা নালার পাশে। একটা দাঁড়াশ সাপ বেরিয়ে মানুষের পায়ের ফাঁকে ফাঁকে দক্ষিণে চলে গেল। কেউ দেখল না।

হল্লা করলে হুড়োহুড়িতে জখম হত মানুষ। মারা যেতে পারত সাপটা। অধৈর্য ও অজ্ঞ মানুষের জন্য বন্যপ্রাণ ও মানুষের মধ্যে সংঘাত হয়। কিন্তু সাপটা কেন এল জনবহুল এলাকায়? ইকোলজির ভাষায় কারণ হতে পারে 'নিস'। 'নিস'-এর যথার্থ বাংলা তর্জমা করা কঠিন। বন্যপ্রাণীদের বন থেকে বেরিয়ে আসার পেছনে আছে হ্যাবিট্যাট, নিস, হোমরেঞ্জ ও ইকোলজির গূঢ় তত্ত্ব। ইকোলজি, ইকোসিস্টেম এখন আর অবোধ্য নয়। হ্যাবিট্যাট হল কোনও প্রাণীর আবাসস্থল বা ঠিকানা। হোমরেঞ্জ বলতে বোঝায় আবাসস্থলের চৌহদ্দি। জিনগত বৈশিষ্ট্য ও যাপনের প্রয়োজনে প্রাণীদের আবাসস্থলের চৌহদ্দি ছোট-বড় হয়। বাস্তুতন্ত্রে 'নিস' অতীব সূক্ষ্ম বিষয়।

ধরা যাক শিলিগুড়ির মতো একটা বন লাগোয়া শহরে হঠাৎ শঙ্খচূড় সাপের উপদ্রব বেড়ে গেল। পিছনে থাকতে পারে শঙ্খচূড় সাপের 'নিস'-এর হেরফের। শঙ্খচূড় শুধু সাপ খায়। বনে সাপের সংখ্যা কমে গেলে শঙ্খচূড়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব বেড়ে যায়। বিজিতরা বাঁচার জন্য ছোটে এদিক-ওদিক। কে মরতে চায় সুন্দর ভুবনে? ঢুকছে শহর, গ্রামগঞ্জের বাড়িতে। আর একটা হতে পারে শহরে বাড়বাড়ন্ত জঞ্জাল, আবর্জনার জন্য বেড়ে গিয়েছে ইঁদুরের সংখ্যা। গন্ধ পেয়ে বনের সর্পকুল আস্তানা গেড়েছে শহরে। সাপের খোঁজে শঙ্খচূড় ঢুকছে শহরে। এভাবেই গ্রাম বা শহরের খুব কাছাকাছি চলে আসছে হাতি, বাইসন, লেপার্ড বা ভালুক। ক'দিন আগে কী হইচই হয়ে গেল একটি হাতির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকে পড়া নিয়ে।

একটা বনে নানা ধরনের বন্যপ্রাণী বসবাস করতে পারে। বাসস্থান এক হলেও প্রত্যেক প্রজাতির 'নিস' আলাদা। তৃণভোজী, মাংসাশীদের খাদ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাখিরা পোকা ও গাছের ফল খায়। কেউ বাচ্চা প্রসব করে, কেউ ডিম পাড়ে। কেউ ডিম পাড়ে গাছের কোটরে, কেউ মাটিতে। প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যেক প্রজাতির সম্পর্ক ভিন্ন, পেশা আলাদা। বাসস্থান একটা প্রজাতির ঠিকানা হলে, নিস হল তার পেশা। একটা আবাসস্থলে একই নিস প্রজাতির প্রাণী বেশি সংখ্যায় থাকলে প্রতিযোগিতা বা অন্তর্দ্বন্দ্ব বেশি হয়। বন্যপ্রাণীরা সন্ধান করতে থাকে নতুন বাসযোগ্য বনভূমির। আবাসস্থল সুঠাম থাকলে প্রাণী হোমরেঞ্জের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। মানুষের মতো প্রতিটা প্রাণী নিজের হোমরেঞ্জকে সুরক্ষা দিতে চেষ্টা করে। যার যত বড় হোমরেঞ্জ তার তত বেশি সমস্যা। সব থেকে বেশি সমস্যা পাখিদের। পাখিদের বলা হয় বনের স্বাস্থ্য-সূচক। যত ভালো বন তত বেশি পাখি।

বর্তমানে স্থলজ বন্যপ্রাণীদের মধ্যে ইউরেশিয়ান লিংক্স-এর হোমরেঞ্জ সর্ববৃহৎ। এটা একটা মাঝারি আকারের বন্য বিড়াল। মর্দা বিড়ালের হোমরেঞ্জ প্রায় ২৬০০ বর্গ কিলোমিটার, মহিলার ১৪০০ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরবঙ্গের হাতিদের হোমরেঞ্জ কম নয়। মাদি হাতিরা দল নিয়ে প্রায় ৫৮০ বর্গকিলোমিটার এলাকা দখলে রাখে। মর্দা হাতিরা দখলে রাখে প্রায় ৩০০ বর্গকিলোমিটার। উত্তরবঙ্গে হাতির মুক্তাঞ্চল ছিল প্রায় ৩০০০ বর্গকিমি বন। বর্তমানে খণ্ডিত বনগুলোর মোট এলাকা প্রায় ১৯০০ বর্গকিমি। বাদবাকি বিখণ্ডিত বনের মাঝে চা বাগান, কৃষিজমি ও বসতি।

উত্তরবঙ্গের হাতিদের হোমরেঞ্জ কম নয়। মাদি হাতিরা দল নিয়ে প্রায় ৫৮০ বর্গকিলোমিটার এলাকা দখলে রাখে। মর্দা হাতিরা দখলে রাখে প্রায় ৩০০ বর্গকিলোমিটার। উত্তরবঙ্গে হাতির মুক্তাঞ্চল ছিল প্রায় ৩০০০ বর্গকিমি বন। বর্তমানে খণ্ডিত বনগুলোর মোট এলাকা প্রায় ১৯০০ বর্গকিমি। বাদবাকি বিখণ্ডিত বনের মাঝে চা বাগান, কৃষিজমি ও বসতি।

উত্তরবঙ্গে চা বাগান স্থাপনের আগে এই এলাকা ছিল অখণ্ড বনভূমি। চা বাগান স্থাপনের পরে গড়ে ওঠে নতুন নতুন বসতি। পতিত জমি যা ছিল হাতিদের উঠোন সেগুলো হয়ে গিয়েছে আবাদি জমি। উন্নয়ন হাতিদের পথ টুকরো টুকরো করে দিলেও সেসব থেকে যায় তাদের স্মৃতিতে। বংশের পর বংশ সেই স্মৃতি ধরে হাতিরা হোমরেঞ্জের মধ্যে হাঁটে। এই পথকে বলা হয় 'করিডর'। উত্তরবঙ্গে হাতিদের মোট করিডর ছিল ৫৯টা। ৪৭টা করিডরের মালিক চা বাগান ও রায়ত। ২৬টা করিডরে বসবাস করে মানুষ। করিডরের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৭০ কিলোমিটার। মানুষ বসবাস করে প্রায় ৫৮ কিলোমিটারের ওপর এবং প্রায় ৭ কিলোমিটারের ওপরে আছে মিলিটারি ক্যাম্প।

করিডরগুলো বাস্তুতন্ত্র অনুসারে স্বীকৃত হলেও, নেই কোনও আইনি বৈধতা। হাতির রাস্তার মালিক হাতি নয়। স্বাভাবিকভাবে করিডর ব্যবস্থাপনার ওপরে বন দপ্তরের কোনও আইনি অধিকার নেই। জমির মালিকের ইচ্ছায় করিডরে গড়ে উঠছে নতুন নতুন বসতি, ঘরবাড়ি, উঁচু বাঁধ, রাস্তা ইত্যাদি। মানুষের জন্য ফোর লেন, সিক্স লেন সড়ক হচ্ছে, ব্রডগেজ রেললাইন বসছে কিন্তু 'ন্যাশনাল হেরিটেজ অ্যানিমাল'- হাতির করিডরের আইনি বৈধতার দাবি শোনা যায় না।

আইনি বৈধতা না থাকলে, শুধু মাত্র বাস্তুতান্ত্রিকভাবে করিডর চিহ্নিত করে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত কমানো যাবে না। হাঁটতে গিয়ে হাতি মরছে রেল ইঞ্জিনের ধাক্কা খেয়ে, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ও বিষ খেয়ে। হাতির মুখোমুখি হয়ে মানুষ মরছে নিজের ঘরে, রাস্তায়। মৃত্যুর কারণ শুধু উন্নয়ন নয়, উন্নয়নকামীদের সদিচ্ছার অভাব। মানুষ এখনও বোঝাপড়ার মাধ্যমে সহাবস্থানে সচেতন হয়ে ওঠেনি। একটা দাঁড়াশ সাপ শত শত মানুষের পায়ের চাপ থেকে বেঁচে যেতে পারে কিন্তু একটা মানুষ বন্যপ্রাণীর মুখোমুখি হলে নিজের জীবন বিপন্ন করে তোলে নিজের ভুলে। বন্যপ্রাণীরা প্রকৃতির সুশৃঙ্খল সন্তান। হোমরেঞ্জ ছেড়ে বাইরে যায় না। মানুষই তাদের বাসভূমি দখল করে বসে আছে।

এটা বোঝার জন্য ইতিহাসবিদ হতে হয় না। নিজের এলাকার অতীত খুঁজলেই বোঝা যায়। রবি ঠাকুর বলেছিলেন, 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর...' আমরা পারিনি। বরং গুরুত্ব কমানো হয়েছে বনের। বন্ধ হয়েছে বনে ঢোকার প্রবেশমূল্য। উঠে গিয়েছে স্থানীয় মানুষের হস্তশিল্প গ্রহণ ও লোকসংস্কৃতি উপভোগের বাধ্যতা। কাজ হারিয়ে দরিদ্র মানুষ আবার সরাসরি নির্ভর হচ্ছে বনজের ওপর। নষ্ট হচ্ছে বনের বাস্তুতন্ত্র। উত্যক্ত বন্যপ্রাণী চলে আসছে লোকালয়ে।

সামঞ্জস্যহীন উন্নয়নও সীমিত করছে বন্যপ্রাণীদের হোমরেঞ্জ, হ্যাবিট্যাট। নষ্ট হচ্ছে নিস, বাস্তুতন্ত্র। উন্নয়নের জন্য প্রকৃতির যে ক্ষতি হয় সেটার কিছুটা পূরণ করার কথা বলা থাকে প্রকল্পে। ক্ষতিপূরণের কাজগুলো ক্ষতিগ্রস্ত বন্যপ্রাণীর কথা ভেবে প্রয়োগ হচ্ছে কি না, সেটা কতটা খুঁটিয়ে দেখা হয় জানে না আমজনতা। নিকোবরে যে আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দর স্থাপনের কাজ চলছে তার জন্য গ্যালাথিয়া জাতীয় উদ্যানের একটা অংশের তকমা ছিনিয়ে নিয়ে লক্ষ লক্ষ গাছ কাটা হবে। ক্ষতিপূরণ হিসাবে গাছ লাগানো হবে হরিয়ানাতে! রামের ক্ষতিপূরণ পাবে শ্যাম। কী করা যাবে! 'জায়েন্ট লেদারব্যাক টার্টল', 'নিকোবর মেগাপড'-এর মতো অনেক বন্যপ্রাণী তো মানুষের ভাষায় দাবি জানাতে পারে না। শুধু নিকোবর সমুদ্রবন্দর স্থাপন প্রকল্প নয়, খোঁজ নিলে দেখা যাবে প্রায় সব প্রকল্পের পেছনে একই ঘটনা।

উত্তরবঙ্গে চা বাগান নিয়েও চলছে আজব প্রকল্প। ইকোট্যুরিজমের নামে ভেসে আসছে 'রিয়েল এস্টেট' ব্যবসার কথা। চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি হস্তান্তর করার আগে ভাবা হচ্ছে কি হাতির করিডরের বিষয়? করিডর নষ্ট হলে হাতিরা নতুন নতুন করিডর বের করে নেবে। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত কর্মচারীর অভাবে বনভূমি, বন ও বন্যপ্রাণকে সঠিক সুরক্ষা দিতে পারছে না বন দপ্তর। এই সবকিছুর মধ্যে আছে ছোট-বড় সব বন্যপ্রাণীর নিজ ভূমিতে পরবাসের যন্ত্রণার কারণ। বন্যপ্রাণীরা আছে নিজের জায়গায়, আমরাই ওদের জায়গা দখল করে আছি। কথাটা উপলব্ধি করে বন্যপ্রাণীদের প্রতি সহিষ্ণু হলে মঙ্গল সবার।

(লেখক প্রাক্তন বনকর্তা। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯৮২

অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিকের জন্ম আজকের দিনে।

২০২১

আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক অনীশ দেব।

আলোচিত

এবার শুধু সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নয়। যে ভাষা ওরা জানে, সেই ভাষাতেই পাকিস্তানিদের জবাব দিতে হবে। এখন সময় এসেছে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর পুনর্দখল করার। গত ক'দিন ধরে মূলধারার গণমাধ্যম ও কেন্দ্রের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে মনে হচ্ছে, পহলগামে হামলার গভীর তদন্তের পরিবর্তে তারা একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের স্বার্থে প্রচারে বেশি মনোযোগী।

- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

পহলগাম নিয়ে যখন দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে যুদ্ধং দেহি পরিস্থিতি, তখনও রিলের ভূত পিছু ছাড়ছে না কিছু মানুষের। এক কাশ্মীরি মহিলা গাছের মগডালে উঠেছেন। সেখানে দাঁড়িয়ে বলিউডের বিখ্যাত 'ঝাল্লা ওয়াল্লা' গানে কোমর দুলিয়ে নাচছেন।

ভাইরাল/২

বিয়েতে কনের সাজে নববধূর দেখা মেলাই স্বাভাবিক। অথচ অনুষ্ঠানে ডাইনোসরের বেশে ঢুকলেন বধূ। বর হাসতে হাসতে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। নাচতেও দেখা যায় তাঁদের। সেই খোলস থেকে বেরিয়ে আসেন বধূ। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন জনমত

অব্যবস্থা কলকাতা স্টেশনে

আমি প্রায় নিয়মিত জলপাইগুড়ি-কলকাতা যাতায়াত করে থাকি। কলকাতা স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে বসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। ২ থেকে ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মেও বসার ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় কম। ৪ ও ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মের এসকালেটার ৯০ শতাংশ সময় বিকল থাকে। লিফট নেই। ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে কোনও লিফট বা চলমান সিঁড়ি নেই। বয়স্ক মানুষের পক্ষে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ২, ৩, ৪, ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার জন্য চলমান সিঁড়ি ও লিফটের ব্যবস্থা করা জরুরি।

আরজি করের দিক থেকে স্টেশনে আসার জন্য অটো বা টোটো সার্ভিস নেই। ফলে প্রায় এক কিমি পথ হেঁটে এসে ট্রেন ধরতে হয়। শিয়ালদা বা হাওড়ায় সে অসুবিধে নেই। কলকাতা স্টেশন থেকে বিভিন্ন জনপ্রিয় রুটে বাস চালানোর ব্যবস্থা নেই, যা খুবই জরুরি।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিলে উত্তরবঙ্গের মানুষের উপকার হবে।

বিদ্যুৎ রায়, নিউটাউনপাড়া, জলপাইগুড়ি।

ফেরত চাই ভারতীয় কৃষককে

১৬ এপ্রিল সীমান্ত সংলগ্ন নাগর সিংমারি গ্রামে কর্মরত বিএসএফ জওয়ানের গুলিতে মৃত্যু হয় এক বাংলাদেশি পাচারকারীর। এই ঘটনার জেরে আধ ঘণ্টার মধ্যে উকিল বর্মন নামে এক ভারতীয় কৃষককে অপহরণ করে নিয়ে যায় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। পরবর্তীতে তাঁকে বিজিবি উদ্ধার করে হাতিবান্ধা থানায় তুলে দেয়। পুলিশ ফেরত না পাঠিয়ে অনুপ্রবেশকারী আরোপ লাগিয়ে লালমণিরহাট আদালতে পাঠায় অপহৃত কৃষককে।

অপহৃত কৃষকের প্রতি বাংলাদেশ পুলিশের এই কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাই। এই ঘটনার পর বেশ কয়েকদিন পেরিয়ে গেলেও নির্দোষ অপহৃত কৃষককে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়নি। ভারতীয় নাগরিক তথা ওই কৃষককে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শুভঙ্কর শর্মা, বামনপাড়া, শীতলকুচি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

জামানিতে শুধু ছিল না দাউদের ইছামতী

জার্মানিতে কার্যত সবার অজান্তেই প্রয়াত হলেন নির্বাসিত কবি দাউদ হায়দার। যিনি ৫১ বছর ফিরতে পারেননি বাংলাদেশে।

আলপনা ঘোষ

নির্বাসিত বাংলাদেশি কবি, বন্ধু দাউদ হায়দারের বার্লিনে প্রয়াণের খবর শুনে মনে পড়ে গেল তাঁর 'তোমার কথা' কবিতার সেই স্মরণীয় লাইনগুলো।

'মাঝে মাঝে মনে হয়/ অসীম শূন্যের ভেতর উড়ে যাই।/ মেঘের মতন ভেসে ভেসে, একবার/ বাংলাদেশ ঘুরে আসি/ মনে হয়, মনুমেন্টের চূড়ায় উঠে/ চিৎকার ক'রে বলি;/ আকাশ ফাটিয়ে বলি-/ দ্যাখো সীমান্তে ওই পাশে আমার ঘর/এইখানে আমি একা, ভিনদেশি'।

১৯৮৩ সালে রচিত 'তোমার কথা' কবিতায় মাতৃভূমির জন্য নির্বাসিত কবি দাউদের যে যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে, সেই বেদনার অন্ত ঘটল অবশেষে স্বজনহীন ভিনদেশের মাটিতে।

পাঁচ দশকেরও বেশি সময় আগে দাউদ সেই যে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন, আর কোনও দিন ফিরে যাননি ভূমি মায়ের কোলে। শুধু মাত্র একটি কবিতা লেখার অপরাধে বিতাড়িত হয়েছিলেন তিনি স্বভূমি থেকে। সেটা ১৯৭৪ সাল। আমৃত্যু নির্বাসনে কাটিয়েছেন। যতদিন কিংবদন্তি সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় জীবিত ছিলেন, কলকাতায় এলে তাঁর জন্য অবারিতদ্বার ছিল কবির আলয়ে। পুত্র জ্ঞানে স্নেহ করতেন তিনি এই নির্বাসিত তরুণ কবিকে।

১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের নির্দেশে দাউদকে তুলে দেওয়া হয়েছিল একটি কলকাতাগামী উড়োজাহাজে। কবির নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল মুজিব সরকার। ১৯৭৬ সালে দাউদ পাসপোর্ট নবীকরণের জন্য কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে জমা দিলে এরশাদ সরকার পাসপোর্ট ফেরত দেওয়ার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পাসপোর্ট ছাড়া কোনও দেশই দাউদকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে।

কবির এই দুঃসময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন নোবেল বিজয়ী জার্মান কবি গুন্টার গ্রাস। তিনি জার্মান সরকারের উচ্চপর্যায়ে কথা বলে নির্বাসিত কবির রাজনৈতিক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেন। রাষ্ট্রসংঘের অনুমতিপত্রই হল তখন কবির দেশান্তরে ঢোকার ছাড়পত্র। জার্মানি যাওয়ার পর থেকে বেশ কিছুদিন তিনি রেডিও চ্যানেল 'ডয়েচে ভেলে'র একজন প্রভাবশালী সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন।

দাউদের সঙ্গে আমার পরিচয় আমার সাংবাদিক স্বামী শংকর ঘোষের সুবাদে। শংকর তখন যে কাগজের সম্পাদক, সেখানে দাউদ বার্লিন থেকে প্রায়শই লিখতেন। কলকাতায় এলে বাঁধাধরা ছিল আমাদের বাড়িতে আসা। ভারী স্নেহ করতেন শংকর অনুজ এই প্রবাসী কবিকে। কত গল্প, কত কবিতা পাঠ হত সে সব দিনে।

২০০৯ সালে যেদিন শংকর চলে গেলেন চিরতরে, তার পরদিন রাতে দাউদ এসে হাজির আমাদের বাড়িতে। সেদিনই বার্লিন থেকে কলকাতায় ফিরেছেন দাউদ। খবরের কাগজেই পেয়েছিলেন দুঃসংবাদ। তাই এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। শংকরের কথা বলতে গিয়ে দেখেছিলাম, দাউদের চোখ ভর্তি জল।

দাউদ দৈনিক সংবাদের সাহিত্য পাতার সম্পাদক ছিলেন সত্তর দশকের শুরুতে। ১৯৭৩ সালে লন্ডন সোসাইটি ফর পোয়েট্রি দাউদ হায়দারের একটি কবিতাকে 'বেস্ট পোয়েম অফ এশিয়া' স্বীকৃতি দিয়েছিল।

জার্মানিতে কী নেই? সব ছিল। শুধু ছিল না দাউদের ইছামতী নদী। দেশে ফেরার জন্য শিশুর মতো চোখের জল ফেলেছেন তিনি সকলের অন্তরালে। আজ সে সবের অবসান ঘটল। যেখানেই থাকুন, শান্তিতে থাকুন কবি দাউদ হায়দার।

(লেখক সাংবাদিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২৬

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। মদের আড্ডা বা দোকান ৪। বুদ্ধিমান, সমঝদার ৫। বাঙালিদের প্রধান খাদ্য ৭। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে খাদ্য বিতরণ ৮। উত্তরীয় বা ওড়না ৯। থিয়েটারের কিংবদন্তি অভিনেত্রী ছিলেন, বালুরঘাটের মেয়ে ১১। আইনজীবীর সাহায্য প্রার্থী ১৩। ওজন করার কাঁটা ১৪। বাইবেলে ইশহাকের স্ত্রী ১৫। রুপোলি ফসল বলে পরিচিত।

উপর-নীচ : ১। দরজা, কপাট ২। দৃষ্টি, লক্ষ্য রাখা ৩। মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত কথা ৬। প্রকৃতির মধ্যে যে অন্ধকার বিদ্যমান ৯। যে প্রাণী ঘাস খায় ১০। পদার্থে সবচেয়ে ছোট অংশ ১১। বিভিন্নভাবে খাওয়া হয় এই দানাশস্য ১২। লঙ্কার রাজা রাবণ।

সমাধান ■ ৪১২৫

পাশাপাশি : ১। নবোদ্যম ৩। উনুন ৫। নয়ানজুলি ৭। মকুব ৯। খামতি ১১। বটঠাকুর ১৪। কয়েদি ১৫। সমাহার।

উপর-নীচ : ১। নরোত্তম ২। মলিন ৩। উজান ৪। নকলি ৬। জুলুম ৮। কুক্কুট ১০। তিরস্কার ১১। বলক ১২। ঠানদি ১৩। রইস।

বিন্দুবিসর্গ

ঘরে ঢুকে সমাজকর্মীকে খুন করল জঙ্গিরা

পহলগাম হত্যার তদন্তে এনআইএ

শ্রীনগর, ২৭ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলার তদন্তে নামল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি (এনআইএ)। রবিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে এই সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করা হয়েছে। সূত্রের খবর, মঙ্গলবারের হামলার পরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলেন এনআইএ আধিকারিকরা। তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করছিলেন তাঁরা। তদন্তের দায়িত্ব পাওয়ার পর এদিন এনআইএ-র এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মামলা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। একজন আইজি, ডিআইজি ও এসপির নেতৃত্বে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তদন্ত চালাবেন এনআইএ আধিকারিকরা।

পহলগামে জঙ্গিরা নিরীহ পর্যটকদের খুন করার পর কাশ্মীরিদের বড় অংশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। উপত্যকার নানা জায়গায় জঙ্গিদের কঠিন শাস্তির দাবিতে মিছিল হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রথমে দায় স্বীকার করলেও পরে নিজেদের অবস্থান থেকে পিছিয়ে এসেছে জঙ্গিগোষ্ঠী দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ)। লস্কর-ই-তৈবার শাখা সংগঠন টিআরএফ মঙ্গলবারের হামলার জন্য উলটে ভারতকেই দায়ী করেছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, এই পরিস্থিতিতে এনআইএকে দায়িত্ব দিয়ে পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদের মুখোশ খুলে দিতে চাইছে কেন্দ্র।

বিশেষ সূত্রে খবর, পাইনের জঙ্গল ও খাড়া পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে ২২ ঘণ্টা হেঁটে পহলগামের বৈসরণ উপত্যকায় পৌঁছেছিল জঙ্গিরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছোতে বিশেষ ধরনের মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করেছিল তারা। দলে সম্ভবত ৫ জন সদস্য ছিল। তাদের মধ্যে ৩ জন পাকিস্তানের নাগরিক। ২ জন স্থানীয়। হামলা চালানোর সময় তারা ২টি মোবাইল ছিনতাই করে।

একনজরে

- ২২ ঘণ্টা হেঁটে পহলগামের বৈসরণে পৌঁছেছিল জঙ্গিরা
- বিশেষ ধরনের মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করেছিল তারা
- রবিবার পর্যন্ত ভাঙা হয়েছে ৯ জঙ্গির বাড়ি
- জঙ্গি আদিলকে আত্মসমর্পণের আবেদন মায়ের
- সন্ত্রাসবাদীদের নিশানায় সমাজকর্মী

তার মধ্যে একটি মোবাইল নিয়েছে এক পর্যটকের কাছ থেকে। অপর মোবাইলটি একজন স্থানীয় বাসিন্দার।

পহলগাম তদন্তে গতি আসার সঙ্গে উপত্যকায় যৌথ বাহিনীর অভিযানও তীব্রতর হচ্ছে। চলছে চিরুনি তল্লাশি। একের পর এক জঙ্গির বাড়ি আইইডি বা বুলজোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। রবিবার পর্যন্ত ভাঙা হয়েছে ৯ জঙ্গির বাড়ি। তাদের মধ্যে রয়েছে আদিল ঠোকার ও আসিফ নামে পহলগামে হামলাকারী দলের দুই জঙ্গির বাড়িও। মাথার ছাদ হারালেও ছেলের কাজকে সমর্থন করতে পারেননি আদিলের মা শাহজাদা। তিনি বলেন, '২০১৮'র ২৯ এপ্রিলের পর থেকে আদিলের সঙ্গে আমাদের কোনও যোগাযোগ নেই। বদগামে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে বলে ও বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। তারপর থেকে ফোন বন্ধ। তিনদিন পরে আমরা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করি।' আদিলের কাছে তাঁর কাতর আর্জি, 'তুমি আত্মসমর্পণ করো। আমাদের এবার অন্তত শান্তিতে থাকতে দাও।'

জঙ্গিদের সাহায্য করার অভিযোগে ১৫ জন কাশ্মীরি 'ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কার'কে চিহ্নিত করা হয়েছে। জঙ্গি-খোচর সন্দেহে প্রায় ২০০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। সেনা-পুলিশের সক্রিয়তার মধ্যেই উপত্যকায় নিজেদের উপস্থিতি জানান দেওয়ার চেষ্টা করছে জঙ্গিরা। শনিবার গভীর রাতে বাড়িতে ঢুকে এক গ্রামবাসীকে গুলি করে মেরেছে তারা। নিহতের নাম রসুল মাগরে। কান্দিখাস এলাকার বাসিন্দা সমাজকর্মী মাগরেকে কেন জঙ্গিরা খুন করল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। রবিবারও নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলওসি) যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনা। টানা গোলাগুলিতে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলওসি সংলগ্ন গ্রামগুলিতে।

মোদি-শরিফের সঙ্গে কথা ইরানের প্রেসিডেন্টের

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ২৭ এপ্রিল : পহলগাম ইস্যুতে ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের চরম টানাপোড়েনের মধ্যেই তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার সম্ভাবনা ক্রমশ পেকে উঠছে। সেই তালিকায় রাশিয়া, চিনের মতো বড় শক্তির পাশাপাশি ইরানের নামও উঠে আসছে। ইসলামাবাদ এই ব্যাপারে রাজি থাকলেও সেই মধ্যস্থতায় নয়াদিল্লি কতটা সাড়া দেবে তা নিয়ে চরম ধোঁয়াশা রয়েছে। রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করে জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা জানান ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেস্কিয়ান। পহলগামে নিহতদের প্রতি গভীর শোকপ্রকাশও করেন তিনি।

কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, জঙ্গি হামলায় দোষী এবং মদতদাতাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের কথা ইরানের প্রেসিডেন্টকে সাফ জানিয়ে দেন মোদি। বন্দর আব্বাসে বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহতদের প্রতি শোকপ্রকাশ করেন মোদি। দুই রাষ্ট্রনেতাই সাফ জানিয়ে দেন, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একচুল পিছু হটা হবে না। মোদির সঙ্গে কথা বলার খানিকটা পরেই ইরানের প্রেসিডেন্টকে ফোন করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। সেই ফোনালাপে ভারতের তরফে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে সরব হন তিনি। শরিফ তাঁকে বলেন, জলকে অস্ত্রে পরিণত করে ফেলেছে ভারত। যা পাকিস্তানের পক্ষে কোনওভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। একইসঙ্গে পাকিস্তানও যে সন্ত্রাসবাদের শিকার সেই কথাও ইরানের প্রেসিডেন্টকে জানিয়ে দেন শরিফ।

ইরানের পাশাপাশি রাশিয়া এবং চিনকে পহলগামের ঘটনায় মধ্যস্থতাকারীকে হিসেবে জড়াতে চায় ইসলামাবাদ। রুশ সংবাদমাধ্যমের কাছে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ বলেন, 'আমি মনে করি, রাশিয়া বা চিন অথবা কোনও পশ্চিমী শক্তি এই সংকটকালে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। ভারত ও মোদি সত্যি বলছে কিনা সেটাও তদন্ত করতে পারে তারা।' পহলগামের ঘটনায় পাকিস্তানের আদৌ হাত রয়েছে কিনা সেই সম্পর্কে কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই বলেও দাবি করেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কা, নিহত ৯

ভ্যাঙ্কুভার, ২৭ এপ্রিল : ফিলিপিন্সের জাতীয় উৎসব চলার মাঝে রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে একটি চারচাকা হুড়মুড় করে ঢুকে পিষে দিল বহু মানুষকে। প্রাণ হারিয়েছেন ৯ জন। আহত অনেকেই। মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তেও পারে। শনিবার রাতে কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ভ্যাঙ্কুভারের রাস্তায় এই কাণ্ড ঘটিয়েছে একটি কালো রঙের এসইউভি। হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। এই ঘটনা জঙ্গিহানা নাকি দুর্ঘটনা তাও জানা যায়নি।

ভ্যাঙ্কুভার পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, রাস্তায় ছড়ানো-ছিটোনো অবস্থায় পড়ে রয়েছে একাধিক মৃতদেহ। পুলিশকে উদ্ধৃত করে ভ্যাঙ্কুভারের মেয়র কেন সিম বলেছেন, 'অনেকে মারা গিয়েছেন। আহতও হয়েছেন অনেকে। আমরা মর্মাহত। ব্যথিত। ফিলিপিনো সম্প্রদায়ের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।'

ফিলিপিনোদের জাতীয় বীর দাতু লাপুর স্মরণে স্থানীয় ফিলিপিনো সম্প্রদায় প্রতি বছর এই সময় উৎসবের আয়োজন করে। শনিবার সকাল থেকে শুরু হয়েছিল উৎসব।

অমৃতসরের কাছে ওয়াঘা-আটারি সীমান্তে পাকিস্তানিদের ভিড়। দেশে ফিরে যাচ্ছেন তাঁরা। রবিবার। -পিটিআই

আটারি-ওয়াঘা সীমান্তে ভিড়, ভাঙছে পরিবার

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : সরকারি হিসাব বলছে গত ৪৮ ঘণ্টায় পঞ্জাব সীমান্তে আটারি-ওয়াঘা চেকপোস্ট দিয়ে ২৭২ জন পাকিস্তানি নাগরিক ভারত থেকে দেশে ফিরে গিয়েছেন। অন্যদিকে পাকিস্তান থেকে ভারতে ফিরেছেন ৬২৯ জন ভারতীয়। তাঁদের মধ্যে ১৩ জন কূটনীতিক।

পহলগাম হামলার পর ভারত-পাক সম্পর্ক তলানিতে। দুই দেশই একে অন্যের নাগরিকদের দ্রুত ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তার জেরে ভিড় জমেছে আটারি-ওয়াঘা সীমান্তে। আর এতে চরম সমস্যায় পড়েছে বেশ কয়েকটি পরিবার। কোথাও স্বামী-স্ত্রী, আবার কোথাও মা-সন্তানদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে। সাধারণ পাকিস্তানিদের অনেকেই চিকিৎসার জন্য ভারতে এসেছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ চিকিৎসা অসমাপ্ত রেখে দেশে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন। একাধিক পাকিস্তানিকে কেঁদে ফেলেছেন।

আবার যে দম্পতিদের একজন অন্য দেশের নাগরিক তাঁরাও পড়েছেন সংকটে। যেসব পাকিস্তানি পাসপোর্টধারী বিয়ের সূত্রে এদেশে রয়েছেন তাঁদের পাকিস্তানে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে পাকিস্তানবাসী ভারতীয়দের ক্ষেত্রেও। মাসখানেক আগে ভারতীয় মায়ের সঙ্গে পাকিস্তান থেকে দিল্লিতে মামারবাড়ি এসেছিল ১১ বছরের জৈনব এবং বছর ৮-এর জানিশ। বাবা পাকিস্তানি হওয়ায় জৈনব ও জানিশ জন্মসূত্রে সেদেশের নাগরিক। ভারত পাক নাগরিকদের ভিসা বাতিল করায় জৈনব ও জানিশ পাকিস্তানে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। যাওয়ার সময় ডুকরে কাঁদতে দেখা গিয়েছে দুই শিশুকে। কাঁদতে কাঁদতে জানিশ বলেছে, 'মাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না।' জৈনবের প্রশ্ন, 'মাকে ছেড়ে আমরা কী করে থাকব?' উত্তর মেলেনি।

৫৫ বছর বয়সি ওড়িশার সারদা কুকরেজার সমস্যা বোধহয় আরও জটিল। আদতে পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশের বাসিন্দা সারদা ১৯৮৭-তে ভারতে চলে এসেছিলেন। বিয়ে করেছেন ওড়িশার এক ব্যক্তিকে। ভারতে ৩৮ বছর কাটিয়ে দিলেও এখনও তাঁর পাকিস্তানি পাসপোর্ট রয়ে গিয়েছে। যদিও সারদার দাবি, এদেশের আধার কার্ড রয়েছে তাঁর। ভোটও নাকি দিয়েছেন। পহলগাম হামলার জেরে সেই সারদাকে পাকিস্তানে ফেরত যাওয়ার নির্দেশ জারি করেছে বোলাঙ্গির জেলাপ্রশাসন। স্বামী, ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনি নিয়ে সংসার করা সারদার আর্তি, 'অনেক বছর আগে পাকিস্তান ছেড়ে চলে এসেছি। ওখানে আমার কেউ নেই। এত বছরে পাকিস্তানে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। এখন আমাকে সেদেশে ফেরত পাঠালে কোথায় যাব?' প্রশাসনের দরজায় দরজায় হত্যে দিচ্ছে তাঁর পরিবার।

ক্যামেরাবন্দি... রবিবার মুম্বইয়ের বাইকুলা চিড়িয়াখানায় পর্যটকরা।

ফেরত পাঠাতে তৎপর কেন্দ্র

দিল্লি-মহারাষ্ট্রে হদিস ১০ হাজার পাকিস্তানির

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : পহলগাম হামলার জেরে বৈধ ভিসা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানিদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে কেন্দ্র। এর পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা পাকিস্তানি নাগরিকদের চিহ্নিত করে দ্রুত ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁর ওই নির্দেশ পাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে তৎপরতা। প্রতিটি রাজ্যে খুঁজে খুঁজে বের করা হচ্ছে পাকিস্তানি নাগরিকদের। এর মধ্যেই গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, দিল্লি ও মহারাষ্ট্র মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করছে। দুই জায়গাতেই প্রায় ৫০০০ করে পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করছে। মহারাষ্ট্রের তথ্য অনুযায়ী, শুধুমাত্র নাগপুরেই রয়েছে ২৪৫৮ জন পাকিস্তানি।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে দিল্লিতে প্রায় ৫০০০ পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করছেন। কেউ মেডিকেল ভিসায়, কেউ ট্যুরিস্ট, কেউ বা লং টার্ম ভিসায় ভারতে রয়েছেন। গোয়েন্দাদের প্রস্তুত করা তালিকা ইতিমধ্যেই দিল্লি পুলিশ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিদেশি আঞ্চলিক নিবন্ধন দপ্তরের (এফআরআরও) তালিকাটি দিল্লি পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে পাঠানো হয়েছে, যা পরে বিভিন্ন জেলার পুলিশের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে যাচাই ও শনাক্তকরণের জন্য। বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে মধ্য ও উত্তর-পূর্ব দিল্লির জেলাগুলিতে। ওই স্থানগুলিতে পাকিস্তানি নাগরিকদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। ইতিমধ্যেই দিল্লি পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও আইবি-র আধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই নাগরিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের এবং দ্রুত তাদের দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করার জন্য। একাধিক পাকিস্তানি নাগরিক ইতিমধ্যেই দিল্লি ছেড়ে চলে গিয়েছেন বলে খবর। একটি হিসেব বলছে, দিল্লির মজনু কা টিলা এলাকায় প্রায় ৯০০ এবং সিগনেচার ব্রিজের কাছে ৬০০-৭০০ জন পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট জানিয়েছে, সময়সীমা পেরিয়ে গেলে যাঁরা থাকবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে

> কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে দিল্লিতে প্রায় ৫০০০ পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করছেন। কেউ মেডিকেল ভিসায়, কেউ ট্যুরিস্ট, কেউ বা লং টার্ম ভিসায় ভারতে রয়েছেন। গোয়েন্দাদের প্রস্তুত করা তালিকা ইতিমধ্যেই দিল্লি পুলিশ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে লং টার্ম ভিসাধারী পাকিস্তানি নাগরিকদের ভবিষ্যৎ কী হবে? নিয়ম অনুযায়ী, বিবাহ সূত্রে পাকিস্তান থেকে ভারতে আসা নাগরিকদের প্রথমে পাঁচ বছরের জন্য লং টার্ম ভিসা (এলটিভি) প্রদান করা হয়। এরপর নির্দিষ্ট সময় অন্তর এক বা দুই বছরের জন্য সেই ভিসার নবীকরণ করা হয়। অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, ভারতে স্থায়ী হওয়ার পর তারা তাদের পাকিস্তানি পাসপোর্ট জমা দিয়েছেন। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে নাগরিকত্ব পরিবর্তন না হওয়ায় খাতায়-কলমে তারা এখনও পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবেই বিবেচিত। এখন প্রশ্ন হল, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের অবস্থান কতটা নিরাপদ? ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়ায় কি তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হবে, নাকি বিবাহ সূত্রে আসা এবং দীর্ঘদিন ভারতে বসবাসের কারণে তাদের জন্য আলাদা কোনও নীতি গৃহীত হবে?

ভারত-বিরোধী মন্তব্যে ধৃত ১৯ : পহলগামের বৈসরনে পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেশবিরোধী মন্তব্যে গ্রেপ্তার হলেন ১৯ জন। তাঁদের মধ্যে ১৪ জন অসমের। চারজন ত্রিপুরার ও একজন মেঘালয়ের বাসিন্দা। ধৃতদের মধ্যে বিধায়ক, সাংবাদিক, আইনজীবী, প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী রয়েছেন।

বৃহস্পতিবার অসমের এআইইউডিএফ-র বিধায়ক আমিনুল ইসলামকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনি বলেছেন, '২০১৯-এর পুলওয়ামার মতো পহলগামের ঘটনা সরকারি চক্রান্ত।' তাঁকে পুলিশি হেপাজতে পাঠানো হয়েছে। অসম থেকে ধৃতের মধ্যে রয়েছেন সাংবাদিক মহম্মদ জাবির হুসেন, অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার শিক্ষার্থী মহম্মদ বাহাউদ্দিন, আইনজীবী মহম্মদ জাভেদ মজুমদার প্রমুখ। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছেন, 'প্রয়োজনে ধৃতদের ওপর জাতীয় সুরক্ষা আইন প্রয়োগ করা হবে।'

ত্রিপুরা থেকে ধৃত চারজনের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সজল চক্রবর্তী রয়েছেন। মেঘালয় থেকে ধৃত সাইমন শিল্লার ভারত বিরোধী মন্তব্য গুয়াহাটির একটি নিউজ চ্যানেলে সম্প্রচারিত হয়েছে।

দাবি সিবালের

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনায় সংসদের বিশেষ অধিবেশনের দাবি জানালেন রাজ্যসভার নির্দল সাংসদ কপিল সিবাল। রবিবার তিনি বলেন, 'আমি ২৫ এপ্রিল বলেছিলাম এই শোকের পরিস্থিতিতে দেশ যে ঐক্যবদ্ধ আছে সেটা বোঝাতে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হোক। আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলকে আর্জি জানাচ্ছি, তারা যেন সরকারকে মে মাসে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকার জন্য আবেদন জানায়।' পাকিস্তানের ওপর কূটনৈতিক চাপ বাড়াতে বিভিন্ন দেশে শাসক ও বিরোধী সদস্যদের নিয়ে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানোর আর্জিও জানিয়েছেন সিবাল। অন্যদিকে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর নিশানা করেছেন পিপিপি চেয়ারপার্সন বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারিকে। সিন্ধু নিয়ে ভারতীয়দের রক্ত বইবে বলে যে হুমকি তিনি দিয়েছেন তার জবাবে থারুর বলেন, 'পাকিস্তান যদি কিছু করে তাহলে জবাব পাওয়ার জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি রক্ত বয় তাহলে আমাদের তুলনায় ওঁদের তরফেই বেশিরভাগ রক্ত বইবে।'

বন্দর-শহরে বিস্ফোরণে মৃত বেড়ে ২৮

তেহরান, ২৭ এপ্রিল : ইরানের বৃহত্তম বাণিজ্যিক বন্দর শাহিদ রাজাইতে শনিবারের বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৮। আহত হয়েছেন ৭৫০ জন। আগুন নেভাতে হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়েছে। প্রবল বাতাসের কারণে কর্মীরা আগুন নেভাতে বেগ পেয়েছেন। বাতাসের দাপটে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। অকুস্থল থেকে ২০ কিলোমিটার দূরের সরকারি কার্যালয় ও স্কুল চত্বরে ধোঁয়া ঢুকে পড়ায় সেগুলি বন্ধ রাখা হয়েছে। ৫০ কিলোমিটার দূর থেকেও শোনা গিয়েছে বিস্ফোরণের আওয়াজ। আগুন লাগার কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ইরানের রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশন একটি সূত্র উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, বিপজ্জনক ও রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণের ডিপো থেকে আগুনের সূত্রপাত। এক প্রথমসারির মার্কিন সংবাদমাধ্যম ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কোরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তির সূত্র উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, বিস্ফোরণের পিছনে রয়েছে সোডিয়াম পারক্লোরেট, যা ক্ষেপণাস্ত্রে কঠিন জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১০

ভোপাল, ২৭ এপ্রিল : মধ্যপ্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ১০ জনের। রবিবার বিকেলে মন্দসৌর জেলার কাছারিয়া গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের সঙ্গে উদ্ধারকার্যে নেমেছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ১৩ জন যাত্রী সমেত একটি গাড়ির উল্টোদিক থেকে আসা বাইকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

৫১ বছর নির্বাসনে থেকে বার্লিনেই প্রয়াত কবি দাউদ

বার্লিন, ২৭ এপ্রিল : তাঁর কলম থেকেই বেরিয়েছিল 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ' কবিতা। ঝলসে উঠেছিল, 'কালো সূর্যের কালো জ্যোৎস্নায়, কালো বন্যায়', যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে কবির বিরুদ্ধে মামলা হয়। আটক হন। পরে মুক্তি পান। বাংলাদেশের সেই বর্ণময় কবি, লেখক ও সাংবাদিক দাউদ হায়দার আর নেই। চিরকুমার দাউদের মৃত্যু হয়েছে জার্মানিতে। বয়স হয়েছিল ৭৩। শনিবার বাংলাদেশের সময় অনুযায়ী রাত ১টা ৩০ মিনিটে বার্লিনের এক বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্রে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন।

দাউদ হায়দারের মৃত্যুর কথা জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণসংযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও তাঁর ভাইঝি শাওন্তী হায়দার। বেশ কিছুদিন থেকে শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন কবি। গত ডিসেম্বরে সিঁড়িতে পড়ে যান। মাথায় আঘাত লাগে। হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি হওয়ার পর বাড়িতে ফিরলেও আর সুস্থ জীবনে ফিরতে পারেননি দাউদ হায়দার।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পাবনায় জন্ম দাউদ হায়দারের। তিনি একাধারে কবি। অন্যদিকে লেখক, সাংবাদিকও। তাঁর কবিতা 'কালো সূর্যের কালো জ্যোৎস্নায়...' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৪-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি দৈনিক সংবাদ পত্রিকায়। এই কবিতার মধ্যে দিয়ে তিনি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছেন, এমন অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বাংলাদেশজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়। ১১ মার্চ গ্রেপ্তার হন। ২০ মে মুক্তি পেলেও কবিকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকার। পরের দিন একেবারে শূন্য হাতে বাংলাদেশে বিমানের একটি উড়ানে কলকাতায় চলে আসেন।

দাউদ এক জায়গায় লিখেছেন, ঢাকা থেকে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন মাত্র ৬০ পয়সা নিয়ে। সঙ্গে ছিল দুটি কবিতার বই, একজোড়া শার্ট, প্যান্ট, চটি ও টুথ ব্রাশ। গুন্টার গ্রাস যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে কল্লোলিনী চষেছিলেন দাউদ। তারপরেই চলে যান জার্মানি। সব এখন অতীত।

বাংলাদেশের কবি দাউদ হায়দার। -ফাইল ছবি

বাংলাদেশকেও জল বন্ধের হুঁশিয়ারি

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : পহলগামের ঘটনার জবাবে পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে দিয়েছে মোদি সরকার। এই নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে টানাপোড়েনের মধ্যেই এবার বাংলাদেশকে জল দেওয়া বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। ১৯৯৬ সালে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে হওয়া গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তি ভুলে ভরা বলে অভিযোগ করেন তিনি। গোড্ডার সাংসদ বলেন, 'গঙ্গার জল দেওয়া নিয়ে দুই দেশের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল, তা ভুল ছিল। ১৯৯৬ সালে কংগ্রেস সরকারের ভুল ছিল ওই চুক্তি।' তাঁর বিষোদগার, 'আমরা আর কতদিন সাপদের জল দিয়ে যাব? এবার ওদের মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে।'

পশ্চিমবঙ্গের আপত্তিতে তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি এখনও আটকে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে নিশিকান্ত বলেন, 'বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বারবার বলেছেন, বাংলাদেশকে আমরা যেন জল না দিই। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিস্তা জলচুক্তির বিরোধিতা করেছেন। বাংলাদেশ যতদিন পর্যন্ত না সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে সাহায্য করা বন্ধ করছে, ততদিন ওদের জল দেওয়া বন্ধ রাখা উচিত আমাদের।'

> বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে লস্কর-ই-তৈবার নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ রুখতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তকে আরও সুরক্ষিত করা প্রয়োজন। গঙ্গার জল দেওয়া নিয়ে দুই দেশের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল, তা ভুল ছিল।
>
> **নিশিকান্ত দুবে**

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে বলেও অভিযোগ করেছেন বিজেপির এই বিতর্কিত সাংসদ। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে লস্কর-ই-তৈবার নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ রুখতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তকে আরও সুরক্ষিত করা প্রয়োজন।'

ইউনূস জমানায় বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন এবং ভারতবিদ্বেষের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও তা বন্ধ হয়নি। ঢাকার তরফে পহলগাম হামলার নিন্দা করা হয়েছে ঠিকই, তবে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠতা যেভাবে বেড়েছে, তাতে উদ্বিগ্ন নয়াদিল্লি। পশ্চিম সীমান্তের পাশাপাশি পূর্ব সীমান্তের সুরক্ষা পরিস্থিতিও কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম বড় মাথাব্যথা। এই অবস্থায় বাংলাদেশকে জল দেওয়া বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিয়ে নিশিকান্ত দুবে নয়াদিল্লি-ঢাকা সম্পর্কে তিক্ততা আরও বাড়িয়ে তুললেন বলে মনে করা হচ্ছে।

সুস্থ থাকুন

বড়দেরও ভ্যাকসিন প্রয়োজন

শিশুদের ক্ষেত্রে সচেতনতা অনেকটা বাড়লেও প্রাপ্তবয়স্কদের ভ্যাকসিন দেওয়ার বিষয়ে আমরা এখনও ততটা সচেতন নই। অথচ সময়মতো ভ্যাকসিন দেওয়ার মাধ্যমে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদেরও অনেক রোগব্যাধি থেকে রক্ষা করা সম্ভব। এরকমই কিছু ভ্যাকসিন নিয়ে লিখেছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ শ্রেয়সী সেন**

তখন ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ, ব্রিটেনে গুটিবসন্ত মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। সেইবার মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশের বেশি মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেই সময় ডাঃ এডওয়ার্ড জেনার লক্ষ করেছিলেন, গোপালকরা যাঁরা একবার গোবসন্ত অর্থাৎ কাউপক্সে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের কিন্তু আর গুটিবসন্ত অর্থাৎ স্মলপক্স হচ্ছে না।

গোবসন্ত তুলনায় কম বিপজ্জনক রোগ। ডা জেনার পরিকল্পনা করে কয়েকজন সুস্থ ব্যক্তির শরীরে অল্প পরিমাণে গোবসন্তের জীবাণু প্রবেশ করালেন। সত্যিই তাঁদের মধ্যে গুটিবসন্ত রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠল। এভাবেই তৈরি হল মানবসভ্যতার ইতিহাসের প্রথম সফল প্রতিরোধক ভ্যাকসিন।

তারপর কেটে গিয়েছে দুই শতাব্দীর বেশি সময়। ১৯৮০ সালে টিকাকরণের মাধ্যমে স্মলপক্স পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়ে গিয়েছে। ভ্যাকসিনের মাধ্যমে পোলিও ভাইরাসও দু'-একটি দেশ বাদে সারা পৃথিবী থেকেই অবলুপ্তির পথে। বর্তমানে আমাদের দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় শিশুদের মোট ১২টি প্রাণঘাতী রোগের প্রতিষেধক দেওয়া হচ্ছে। এরমধ্যে রয়েছে যক্ষা, ডিপথিরিয়া, হুপিং কাশি, টিটেনাস, হেপাটাইটিস-বি, হিমোফাইলাস-ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি, হাম, রোটাভাইরাস, মাম্পস, জাপানিজ এনসেফ্যালাইটিস, পোলিও এবং নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন। প্রতি বছর ২.৯ কোটি গর্ভবতী মহিলা ও ২.৬৭ কোটি নবজাতক এই টিকাকরণ কর্মসূচির আওতায় আসছে।

যাইহোক, প্রাপ্তবয়স্করা যেসব টিকা নিতে পারেন তার মধ্যে রয়েছে -

ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা

৬০ বছরের ঊর্ধ্বে সকলেরই বছরে একবার এই ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস প্রতি বছরই কিছু না কিছু জিনগত চরিত্র পরিবর্তন করে, তাই প্রতি বছরই নতুন করে ভ্যাকসিন আসে। এই ভ্যাকসিন নেওয়ার সময় সাম্প্রতিকতম ভ্যাকসিনটিই নিতে হবে।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই এই ভ্যাকসিন পরোক্ষভাবে এইসব রোগের থেকেও সুরক্ষা দেয়।

নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন (পিসিভি/পিপিএসভি)

এই ভ্যাকসিন শিশু ও বয়স্কদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের সার্বিক টিকাকরণ কর্মসূচিতে এই ভ্যাকসিন অন্তর্গত হলেও বয়স্কদের ক্ষেত্রে এই টিকা সরকারিভাবে উপলব্ধ নয়। ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে সবারই যদি সম্ভব হয় এই ভ্যাকসিন নেওয়া দরকার।

বর্তমানে এই ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ দেওয়া হয়। প্রথম বছর PCV13-এর একটি ডোজ এবং এক বছর পরে 23Valent ভ্যাকসিনের একটি ডোজ।

হেপাটাইটিস-বি ভ্যাকসিন

হেপাটাইটিস-বি'এর জীবাণু শুধু জন্ডিসের জন্য দায়ী নয়, দীর্ঘস্থায়ীভাবে লিভারের ক্ষতি করে, লিভার সিরোসিস এবং লিভার ক্যানসারের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। যাঁরা ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তারি বা নার্সিংয়ের ছাত্রছাত্রী, ল্যাবরেটরি বা ব্লাড ব্যাংকে যাঁরা কর্মরত, সবার এই ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত।

এই ভ্যাকসিনের তিনটি ডোজ

প্রথম ডোজের এক মাস পরে দ্বিতীয় ডোজ নিতে হবে, আর ছয় মাস পরে তৃতীয় ডোজ। যাঁরা উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছেন তাঁদের এই ভ্যাকসিন দেওয়ার আগে HbsAg পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন। এই পরীক্ষা করে বোঝা যায় তাঁরা ইতিমধ্যেই হেপাটাইটিস-বি'তে আক্রান্ত কি না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, সব মানুষের এই পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া আবশ্যক নয়।

চিকেনপক্স বা ভ্যারিসেলা ভ্যাকসিন

যেসব প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি জীবনে কখনও চিকেনপক্সে আক্রান্ত হননি বা ছোটবেলায় এর টিকা নেননি, তাঁরা এই ভ্যাকসিন নিতে পারেন। এর দুটি ডোজ। এই দুই ডোজের মধ্যে অন্ততপক্ষে ২৮ দিনের ব্যবধান রাখতে হবে।

চিকেনপক্সে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে যদি কেউ এই ভ্যাকসিন নিয়ে নেন, তাহলে তাঁর এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়।

এমএমআর (মাম্পস-মিজেলস-রুবেলা) টিকা

এই ভ্যাকসিন তিনটি রোগ থেকে রক্ষা করে – হাম, মাম্পস এবং জার্মান মিজলস (রুবেলা)। এই ভ্যাকসিন সব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই নিতে পারেন, যদি শৈশবে এই টিকা না পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রেও দুটি ডোজ অন্তত ২৮ দিনের ব্যবধানে নিতে হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে এই ভ্যাকসিন দেওয়া থাকলে সন্তানদের মধ্যে কনজেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। গর্ভস্থ শিশু রুবেলায় আক্রান্ত হলে শিশুটির চোখ, কান ও হার্টের বিভিন্ন জন্মগত ত্রুটি থাকে।

সার্ভিকাল ক্যানসার ভ্যাকসিন

বর্তমানে অনেক কন্যাসন্তানের অভিভাবকরা এই ভ্যাকসিন সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। প্রতি বছর ভারতে গড়ে ১ লক্ষ ২৫ হাজার মহিলা সার্ভিকাল ক্যানসারে আক্রান্ত হন এবং ক্যানসারে মৃত্যুর সংখ্যা হিসেবে এটি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

৯ থেকে ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত এই টিকা নেওয়া যায়। ১৫ বছরের আগে নিলে দুটি ডোজ এবং তার বেশি বয়সে নিলে তিনটি ডোজ লাগে। আমরা মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দিলেও এটি পুরুষদেরও কিছু কিছু ক্যানসার প্রতিরোধ করতে পারে।

টাইফয়েড ভ্যাকসিন

এই ভ্যাকসিন প্রধানত বড়দের ক্ষেত্রে ট্রাভেলর্স ভ্যাকসিন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কুম্ভমেলা, গঙ্গাসাগরমেলা প্রভৃতি যেসব জায়গায় প্রচুর জনসমাগম হয়, সেখানে যাওয়ার আগে ডাক্তারবাবুর পরামর্শমতো এই ভ্যাকসিন নিতে পারেন।

এছাড়া আরও কিছু ভ্যাকসিন প্রাপ্তবয়স্কদের দেওয়া যায়। যেমন, মেনিনগোকক্কাল ভ্যাকসিন, হারপিস-জস্টার ভ্যাকসিন, কলেরা, জলাতঙ্কের টিকা, টিডিএপি ভ্যাকসিন প্রভৃতি বিশেষ পরিস্থিতিতে দেওয়া হয়।

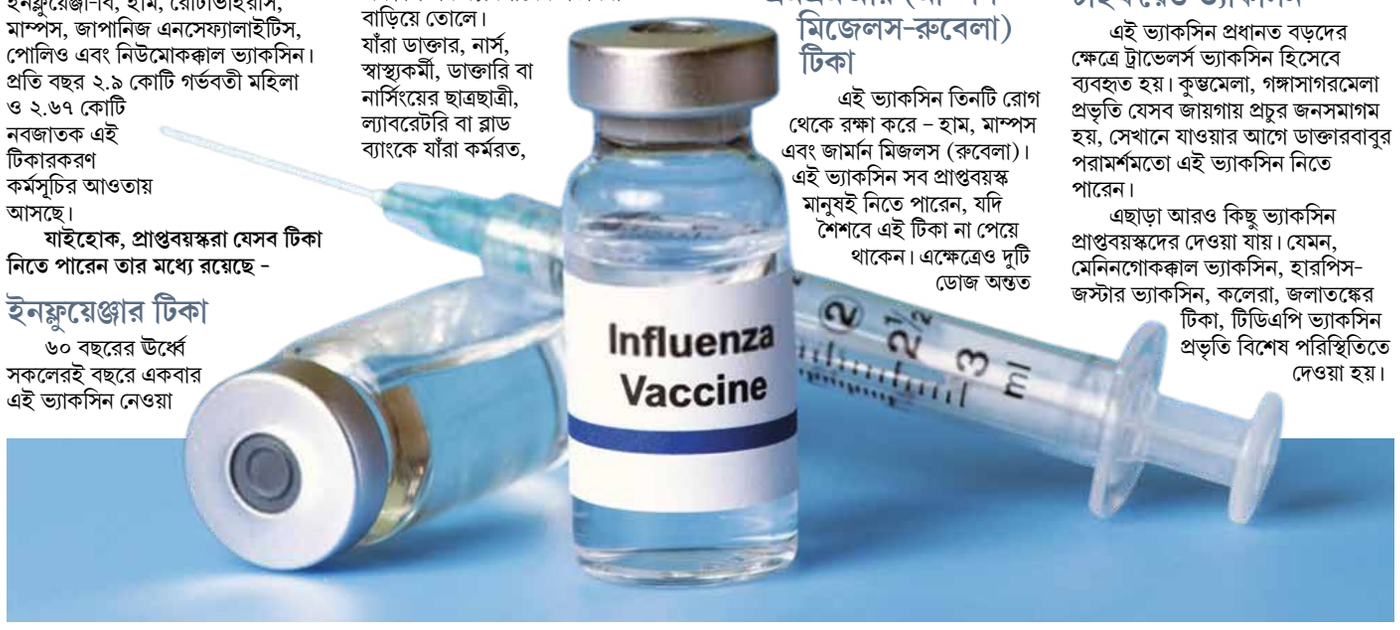

গরমে হাতের চামড়া ওঠার সমস্যা

আমাদের ত্বকের বাইরের দিককার সূক্ষ্ম স্তর প্রতি ২৮ দিন পরপরই বদলে যায়। অর্থাৎ আমাদের সবারই চামড়া ওঠে ২৮ দিন অন্তর। তবে তা এতটাই সূক্ষ্মভাবে যে আমরা বুঝতে পারি না। তবে বিভিন্ন কারণে কখনও চামড়া ওঠার হার স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায়।

গরমে রোদের তীব্রতা ও জলশূন্যতার প্রভাবে ত্বক শুষ্ক হতে পারে। চামড়া উঠতে পারে। তাছাড়া অতিরিক্ত ঘামের কারণে রোমকূপ বন্ধ হয়ে ত্বকের স্বাভাবিকতা ব্যাহত হতে পারে। এই কারণেও চামড়া ওঠার হার বেড়ে যেতে পারে। তাছাড়া জুতো-মোজার ভেতরে অনেকেরই পায়ের তালু ঘামে। কারও বাঁ হাতের তালু খুব ঘামে। গরমের সময় হাত-পায়ের তালুর চামড়াও উঠতে পারে অতিরিক্ত।

স্যানিটাইজার ব্যবহার করলে চামড়া উঠতে পারে বেশি। পারফিউম বা বডি স্প্রে ব্যবহারের পরোক্ষ প্রভাবেও এমনটা হতে পারে। স্নানের জলে জীবাণুরোধী রাসায়নিক দ্রব্য যোগ করা হলেও এ ধরনের সমস্যা হতে পারে। সোরিয়াসিস, কন্ট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস ও এগজিমা আক্রান্তদেরও চামড়া ওঠার সমস্যা দেখা দেয়।

প্রতিকারের উপায়

ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করবেন অবশ্যই। এমন ময়েশ্চারাইজার বেছে নিন, যা মাখার পর চিটচিটে হবে না। সেরামাইডযুক্ত ময়েশ্চারাইজার ভালো। ভিটামিন-ই সমৃদ্ধ ময়েশ্চারাইজার বেছে নিতে পারেন।

পর্যাপ্ত জল খাবেন। ত্বকের সুরক্ষায় ভিটামিন এ, ভিটামিন সি ও ভিটামিন ই-সমৃদ্ধ খাবার প্রয়োজন। সবুজ শাকসবজি, তাজা ফলমূল, নানা ধরনের বাদাম, বীজ প্রভৃতি পুষ্টিকর খাবার খাবেন।

প্রতিবার হাত পরিষ্কার করার পর হ্যান্ড ক্রিম লাগিয়ে নেওয়া আবশ্যক। ঘাম হলে মুছে ফেলুন। ত্বক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন।

এসব বিষয় মেনে চলার পরেও সমস্যা না মিটলে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের হাওয়ায়ও ত্বক শুষ্ক হয়ে বেশি বেশি চামড়া উঠতে পারে। তার ওপর শীতকাল চলে গেলে অনেকেই ময়েশ্চাইরাইজার ব্যবহার করেন না। তাই ত্বকের শুষ্কতা ও চামড়া ওঠার সমস্যা হতেই পারে।

অতিরিক্ত চামড়া ওঠার অন্য কারণ

বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া হলে কিংবা ভিটামিন ই-সমৃদ্ধ খাবার

গরমে বেল কেন খাবেন

গরমে শরীর ঠান্ডা রাখতে বেলের শরবত বেশ উপকারী। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পাকা বেলে আছে মেথানল নামের একটি উপাদান, যা ব্লাড সুগার কমাতে দারুণ কাজ দেয়। এছাড়া অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল উপাদান, ভিটামিন-এ, সি সহ প্রচুর খনিজ উপাদান রয়েছে। প্রচণ্ড গরমে এক গ্লাস বেলের শরবত শরীরকে ঠান্ডা ও মনকে চাঙ্গা করতে পারে।

খাওয়ার উপকারিতা

- বেল কোষ্ঠকাঠিন্য কমায়, নিয়মিত খেলে পেট পরিষ্কার থাকে
- আলসারের ওষুধ হিসেবে বেলের জুড়ি মেলা ভার
- বেলের শরবত শরীরকে হাইড্রেটেড রাখার পাশাপাশি অ্যাসিডিটির ঝুঁকি কমায়
- নিয়মিত বেল খেলে মুক্তি পাবেন আরথ্রাইটিসের সমস্যা থেকে
- এনার্জি বাড়াতে বেল কার্যকরী। ১০০ গ্রাম বেল ১৪০ ক্যালোরি এনার্জি দেয়
- রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে বেল
- বেলে মেথানল নামে একটি উপাদান রয়েছে, যা রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক রাখে
- ত্বকে কোলাজেন গঠনে সহায়তা করে বেলের শরবত। ফলে ত্বক অকাল বার্ধক্য থেকে সুরক্ষিত থাকে

ছোট্ট তারা

ঋতম্ভরা বিশ্বাস কোচবিহারের সেন্ট মেরিজ হাইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। ছবি আঁকায় তার পুরস্কার রয়েছে। গান করতে এবং নাচতেও ভালোবাসে।

হেরিটেজের তকমা পাওয়া কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা মাঠে দু'দিক দখল করে গজিয়ে উঠেছে মন্দির। গত ২২ এপ্রিল উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর অবশেষে টনক নড়ল প্রশাসনের। আগে এই দখলদারি সরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রশাসনের তরফে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। রবিবার শুরু হয় অবৈধ দখলদারির বিরুদ্ধে অভিযান।

প্রশাসন নড়ছে

কোচবিহার জেলা প্রশাসনের দখল উচ্ছেদ অভিযান অপর্ণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়।

চায়ের কাপে যুদ্ধ

পহলগামে জঙ্গি হামলার পর থেকে দেশজুড়ে একটা যুদ্ধের আবহ তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক বোঝাপড়া শুরু করেছে দিল্লি, অপরদিকে চলছে সেনাবাহিনীর মহড়া। এনিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও চর্চা শুরু হয়েছে। বৈশাখের তাপের সঙ্গে যুদ্ধের গরম হাওয়া টের পাওয়া যাচ্ছে দিনহাটার চায়ের দোকানেও, আলোকপাত করলেন প্রসেনজিৎ সাহা।

দিনহাটায় চায়ের ঠেকে যুদ্ধ নিয়ে চর্চা। (নীচে) পহলগাম কাণ্ডের প্রতিবাদ কোচবিহারে।

> যুদ্ধ করে সুরাহা হবে না বলেই আমার মনে হয়। কেননা যুদ্ধের ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে ও সমাজে এর ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে।
> - শঙ্খনাদ আচার্য

> এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের সব দিক ভেবেই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। নয়তো আমাদের মতো মধ্যবিত্তদের বিপাকে পড়তে হতে পারে।
> - রাকেশ দেবনাথ

> করোনার কারণে আমরা এমনিতেই পিছিয়ে রয়েছি। তার ওপর যদি যুদ্ধ বাধে তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অনিশ্চয়তায় পড়বে।
> - অন্বেষা চৌধুরী

দিনহাটা, ২৭ এপ্রিল : রবিবার ছুটির দিনে ঝুড়িপাড়ার মোড়ে এক চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলেন জনাকয়েক তরুণ। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে নানা বিষয়ে আলোচনা করছিলেন তাঁরা। তবে সেই আলোচনায় সবচাইতে গুরুত্ব পায় কাশ্মীরের পহলগামে পর্যটকদের উপর সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ঘটনা। সেইসঙ্গে অনেকে এমন মত প্রকাশ করেন যে, এই ঘটনায় মদতদাতা পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষা দিতে ভারতের উচিত পাকিস্তানে আক্রমণ চালিয়ে জঙ্গিদের শায়েস্তা করা। আবার অনেকে মন্তব্য করেন, যুদ্ধ হলে ভারত ফের পিছিয়ে যেতে পারে, যার প্রভাব পড়তে পারে মধ্যবিত্তদের ওপর। আসলে পহলগামের নিরীহ পর্যটকদের ওপর এই হানার পর থেকে সোশ্যাল মিডিয়া তো বটেই পাড়ায় পাড়ায় চায়ে পে চর্চার অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কথা। আর যুদ্ধের আবহে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামে যে প্রভাব পড়তে পারে তার চিন্তায় আগাম বুক দুরুদুরু করছে মধ্যবিত্তের।

শিক্ষক শঙ্খনাদ আচার্যের কথায়, 'মুখে মুখে আমরা অনেক কিছুই বলে দিচ্ছি, তবে কার্যক্ষেত্রে অনেক ভেবেচিন্তে তা প্রয়োগ করতে হয়। আর সেটাই ভাবছেন আমাদের দেশের রাষ্ট্রনেতারা। কেননা সরাসরি যুদ্ধ কোনও সমস্যার সমাধান নয়। ইতিমধ্যে ঘটে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ তার বড় একটা উদাহরণ আমাদের কাছে।' তাঁর মতে, 'তবে চতুর্থ সামরিক শক্তি হিসেবে আমরা অবশ্যই জঙ্গিদের যোগ্য জবাব দেব কিন্তু তার জন্য সরাসরি যুদ্ধ করে কোনও সুরাহা হবে না বলেই আমার মনে হয়। কেননা যুদ্ধের ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে ও সমাজে এর ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে। তাই সঠিক কূটনীতির মাধ্যমেই এর জবাব দেওয়া উচিত।'

কাপড় ব্যবসায়ী রাকেশ দেবনাথের কথায়, 'এমনিতেই গ্যাস থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ক্রমে ঊর্ধ্বমুখী। সেখানে যুদ্ধের পরিস্থিতি হলে সেই বাজারদর যে আরও বাড়বে এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।' তিনি বলেন, 'ঠান্ডা ঘরে বসে হাতে মোবাইল নিয়ে অনেককিছুই লিখে দেওয়া যায়। তবে আদতে এই ধরনের পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রকে সব দিক ভেবেই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। নয়তো আমাদের মতো মধ্যবিত্ত মানুষকে বিপাকে পড়তে হতে পারে।'

অন্যদিকে, কলেজ পড়ুয়া অন্বেষা চৌধুরীর কথায়, 'করোনার কারণে আমরা এমনিতেই পিছিয়ে রয়েছি। তার ওপর যদি যুদ্ধ বাঁধে তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিঃসন্দেহে এক অনিশ্চয়তার মধ্য ঠেলে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না।' তিনিও উদাহরণ দিয়ে বলেন, 'গত কয়েক বছর থেকে চলা একাধিক যুদ্ধ এবং অতীতে ঘটে যাওয়া যুদ্ধ তারই সাক্ষ্য বহন করে।'

অধ্যাপক জয়দীপ সরকারের কথায়, 'ইসলামি সন্ত্রাসবাদের পক্ষে পাকিস্তানের মদত বন্ধ করতেই হবে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ বিকল্প। এটা মানা ঠিক নয়। রাশিয়া-ইউক্রেন দুই অসম শক্তিধর দেশের যুদ্ধ আমরা দেখছি, দীর্ঘদিন হয়ে গেল, তবু অমীমাংসিত। তাই যুদ্ধ দিয়েই সব মীমাংসা হয়ে যাবে দু'দিনে, এটা নাও হতে পারে। বরং বিরাট চাপ পড়তে পারে দেশের অর্থনীতিতে, এমনিতেই বেকারি, মন্দা আমাদের গ্রাস করে আছে। সবচেয়ে ভালো দ্বিপাক্ষিক আলোচনা, কূটনৈতিক ব্যবস্থা।'

সকলেই জানেন ভারতের পারমাণবিক শক্তি আছে। পাকিস্তানেরও পারমাণবিক শক্তি আছে। তাই কেউ কেউ এমনও বলছেন, যুদ্ধ-যুদ্ধ কথা হতে পারে, হাওয়া গরম করা হতে পারে কিন্তু যুদ্ধ হবে না। তবে কূটনৈতিক যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং সেটা চলবেও।

সাইকেল-বাইক সংঘর্ষে মৃত্যু

দিনহাটা, ২৭ এপ্রিল : সাইকেল ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল এক সাইকেল আরোহীর। দুর্ঘটনার পর সাইকেল আরোহী কৃষ্ণকান্ত বর্মনকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাইকচালক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দিনহাটা থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটার ওকরাবাড়ির সাহাপাড়া এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, 'এদিন সকালে সাইকেল নিয়ে কৃষ্ণকান্ত বাড়ি থেকে বাজারের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। সেই সময় সাহাপাড়া এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাইকের সঙ্গে তাঁর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। আর এরপরেই সাইকেল নিয়ে ছিটকে পড়ে যান তিনি। দুর্ঘটনার পরই ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরাই কৃষ্ণকান্ত ও বাইকচালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

পুরোহিতদের সম্মান

তুফানগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : ৩০ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন করবেন। এজন্য শনিবার তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে তুফানগঞ্জের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির হলঘরে পুরোহিতদের সম্মানিত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের শহর ব্লক সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ধর, পুরসভার চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ঈশোর, ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন সহ অন্য কাউন্সিলাররা। ইন্দ্রজিৎ জানান, এদিন মোট ৩৫ জন পুরোহিতকে সম্মানিত করা হয়েছে।

রাজবাড়ি পার্কের সামনের লোহার গ্রিল হেলে পড়েছে। - জয়দেব দাস

সাধারণ সভা

কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল : কোচবিহারের ঠাকুর পঞ্চানন ভবন হলে বেঙ্গল প্রভিনসিয়াল ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিবিইএ) উত্তরবঙ্গ শাখার ডাকে শনিবার একটি সাধারণ সভা হয়। ব্যাংক কর্মচারীদের চাকরির শর্তাবলি তৈরি, রিজার্ভ ব্যাংকের সার্কুলার মোতাবেক ন্যূনতম পাঁচ হাজার টাকা মাসিক বেতন, প্রতি লেনদেনে এক শতাংশ কমিশন প্রদান, স্বাস্থ্যবিমা চালু, সমস্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মী, ব্যাংক কর্মচারীদের স্থায়ী পদে নিয়োগ করা ইত্যাদি দাবি নিয়ে আলোচনা হয়। রাজেন নাগর, সঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়, তপন ভট্টাচার্য প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অগ্নিকাণ্ড

কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল : কোচবিহার শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের যন্ত্রাংশে আগুন লেগে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। শনিবার বিকেলে ভবানীগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এলাকার লালদিঘির পাড়ে ঘটনাটি ঘটে। দমকল এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। প্রত্যক্ষদর্শী সমর ভৌমিক বলেন, 'হঠাৎই আগুন দেখে আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। দমকল ও বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা খুব দ্রুত এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেছেন।'

আবৃত্তি উৎসব

কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল : আবৃত্তি পরিষদের উদ্যোগে শনিবার কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে 'আবৃত্তি উৎসব-২০২৫' শীর্ষক বার্ষিক আবৃত্তি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। উৎসবে বিভিন্ন আবৃত্তিকার এবং কবি অংশ নেন। অনুষ্ঠানে পরিষদের অধ্যক্ষ শিলাদিত্য রায় উপস্থিত ছিলেন।

বস্ত্র বিতরণ

কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল : 'ঠিকানা'র দুঃস্থ, অসহায় আবাসিকদের মধ্যে নতুন বস্ত্র বিতরণ করলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। শনিবার তিনি ২০ জন আবাসিকের মধ্যে এই বস্ত্র বিতরণ করেন। নতুন বস্ত্র হাতে পেয়ে খুশি আবাসিকরা।

প্রতিবাদ

কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল : কোচবিহারের রেলগুমটি মসজিদ কমিটি ও স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে শনিবার সন্ধ্যায় কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গিহানার ঘটনার প্রতিবাদ জানানো হল। নিহতদের শ্রদ্ধা জানাতে মোমবাতি জ্বালানো হয়। অন্যদিকে, রাজেন তেপথি এলাকার বাণীতীর্থ ক্লাবের তরফেও নিহতদের শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(রবিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	৩
এ নেগেটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	২
বি নেগেটিভ	-	৪
এবি পজিটিভ	-	২
এবি নেগেটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	২
ও নেগেটিভ	-	১

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	২
বি নেগেটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	৪
ও নেগেটিভ	-	০

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	২
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	০

আবর্জনায় ভরেছে কোচবিহারের লাইফলাইন

মরাতোর্ষার বেহাল অবস্থা। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল : কোথাও প্লাস্টিক ভর্তি করে ফেলে রাখা হয়েছে ওষুধের বাক্স। কোথাও আবার স্তূপাকারে ফেলে রাখা হয়েছে কাগজের থালা, গ্লাস, মদের বোতল, থার্মোকল সহ গৃহস্থালি এবং দোকানের বিভিন্ন আবর্জনা। আর এতেই দূষিত হচ্ছে কোচবিহারের অন্যতম লাইফলাইন তোর্ষা নদী। নদীটি নামেই তোর্ষা কিন্তু নাব্যতা হারিয়ে আপাতত তা মরাতোর্ষা নামে পরিচিতি পেয়েছে।

শহতলির রাজাবাজার, শুনশুনিবাজার, আইটিআই কলেজ সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল নদীটির এই পরিস্থিতি। সাফাইয়ের অভাবে নদীর চর ভরে গিয়েছে জঙ্গল এবং আবর্জনায়। এর জন্য অবশ্য কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাবকেই দায়ী করেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি সকলেই। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে নদীর বাস্তুতন্ত্র এবং জীববৈচিত্র্য নষ্ট হবার আশঙ্কা করছেন সকলেই। দীর্ঘদিন ধরে নদীটির এই পরিস্থিতির পরও কেন প্রশাসন বা কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিচ্ছে না, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

বিষয়টি নিয়ে সেচ দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বোদিরুদ্দিন শেখ বলেন, 'এই নদীতে অনৈতিকভাবে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। যা একেবারেই উচিত নয়। নদীটি সংস্কারের জন্য আমরা ইতিমধ্যেই একটি প্রস্তাবনা হাতে নিয়েছি। প্রস্তাবটি গৃহীত হলে নদীটির সংস্কারের কাজ শুরু হবে।'

মূল তোর্ষা নদীটি তিব্বত, চিন, ভুটান ও ভারতের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। এরপর তা পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে মারুগঞ্জ, তুফানগঞ্জ হয়ে বাংলাদেশে গিয়ে মিশেছে। কোচবিহার শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে মরাতোর্ষা নদী। ২০১৮ সালে বাঁধের ওপর রাস্তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তৎকালীন সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁধের রাস্তায় যানবাহনের চাপ কম থাকায় প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যায় বহু মানুষ হাঁটেন। কিন্তু নদীর পাড়ে আবর্জনা জমে থাকায় দুর্গন্ধে তাঁরা সমস্যায় পড়েন। মরাতোর্ষা নদীর দূষণ নিয়ে ক্ষুব্ধ পরিবেশপ্রেমীরাও। এ বিষয়ে ন্যাস গ্রুপের সম্পাদক অরূপ গুহ বলেন, 'মরাতোর্ষা জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। এটা কোচবিহার শহর ও শহরতলির অমূল্য সম্পদ। এটি পরিষ্কার করা হলে কোচবিহারের পক্ষেই তা মঙ্গলের। তা না হলে দিঘিটির বাস্তুতন্ত্রে প্রভাব পড়বে।'

জেনকিন্সের ভূগোল শিক্ষক হীরক দাম ক্ষোভের সুরেই বললেন, 'নদীতে আবর্জনা ফেলা বারণ, বিষয়টি সকলে জানা সত্ত্বেও এই কাজ হচ্ছে। এবিষয়ে সকলের সচেতন হওয়া উচিত। পাশাপাশি প্রশাসনের উচিত নদীটি সংস্কার করা।'

উত্তরবঙ্গের প্রখ্যাত নিউরো সার্জেন
ডাঃ মলয় চক্রবর্তী
MS, M.Ch, (নিউরো সার্জারি)
ডাঃ ময়ঙ্ক চক্রবর্তী
MS, M.Ch, (নিউরো সার্জারি)
আগামী ৩০শে এপ্রিল, ২০২৫ বুধবার মাথাভাঙ্গা অপু মেডিকেলে বসছেন
সময় ঃ সকাল ১১টা হইতে
যোগাযোগ ঃ অপু মেডিকেল
মাথাভাঙ্গা, ফোন ঃ 94343-37789, 03583-255100

উত্তরের ৬ জেলায় ১৯২ সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৭ এপ্রিল : গত কয়েক বছর ধরেই ধাপে ধাপে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীতকরণের কাজ চলছে। এতে গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দারা নানা বাড়তি সুযোগসুবিধার আওতায় আসছেন। এবার চলতি আর্থিক বর্ষে উত্তরবঙ্গের ৬ জেলার ১৯২টি গ্রামীণ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রকে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীত করার প্রশাসনিক অনুমোদন মিলল। গোটা রাজ্যের ২০ জেলা মিলিয়ে সংখ্যাটি ৭৪৪। এজন্য প্রতিটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র পিছু বরাদ্দ করা হয়েছে ৭ লক্ষ টাকা।

অর্থাৎ গোটা রাজ্যের সবক'টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র মিলিয়ে বরাদ্দের পরিমাণ ৫২ কোটি ৮ লক্ষ টাকা।

এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে ২৪টি, দক্ষিণ দিনাজপুরে ২টি, জিটিএ-তে ৩টি, জলপাইগুড়িতে ৭টি, মালদায় ৯২টি ও উত্তর দিনাজপুরে ৬৪টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত হবে।

বরাদ্দকৃত টাকা দিয়ে কী কী কাজ করতে হবে সেটাও স্বাস্থ্য দপ্তরের জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন শাখার তরফে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির মেরামতি, ইউপিএস-রেফ্রিজারেটরের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ, সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির দায়িত্বে থাকা কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের (সিএইচও) বসার কেবিন, টিউবওয়েল ও জলের পাম্প সহ নানা কাজ হবে বলে জানা গিয়েছে।

এছাড়া, সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি থেকে অন্তঃসত্ত্বা, প্রসূতিদের পরিচর্যা, শিশুদের টিকাকরণ, নানা রোগের প্রতিষেধক প্রদানের মতো নিয়মিত পরিষেবা তো রয়েইছে। বাড়তি হিসেবে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থাও চলছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। এর ফলে গ্রামীণ এলাকার রোগীরা তাঁদের বাড়ির আশপাশের সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে অনলাইনে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ নিতে পারবেন।

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে টেলিমেডিসিন পরিষেবা। -ফাইল চিত্র

উন্নীতকরণের তালিকায়

- কোচবিহারে ২৪টি
- দক্ষিণ দিনাজপুরে ২টি
- জিটিএ-তে ৩টি
- জলপাইগুড়িতে ৭টি
- মালদায় ৯২টি
- উত্তর দিনাজপুরে ৬৪টি

জলপাইগুড়ি জেলার মোট ৩৮৪টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে বেশিরভাগ আগেই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এবার যে ৭টিকে নতুন করে বেছে নেওয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে নাগরাকাটা ব্লকের ৫টি ও রাজগঞ্জ ব্লকের ২টি। মালদার কালিয়াচক এক নম্বর ব্লকে ১৭টি, দুই নম্বর ব্লকে ১৩টি, তিন নম্বর ব্লকে ১৭টি, মালদা (পুরাতন) ব্লকে ৬টি, মানিকচক ব্লকে ১২টি, রতুয়া এক নম্বর ব্লকে ১৬টি, রতুয়া দুই নম্বর ব্লকে ১১টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীতকরণের তালিকায় রয়েছে।

এছাড়া, কোচবিহার মেখলিগঞ্জ ব্লকে ৫টি, সিতাইয়ে ৫, শীতলকুচিতে ২, তুফানগঞ্জ এক নম্বর ব্লকে ১১টি ও দুই নম্বর ব্লকে ১টি রয়েছে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন ব্লকে ২টি, জিটিএ এলাকার সুকনায় ১টি, রংলি রংলিয়টে ২টি, উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরে ৯টি, হেমতাবাদে ১টি, ইসলামপুরে ১৭টি, ইটাহারে ১২টি, কালিয়াগঞ্জে ১টি, করণদিঘি ব্লকের ২৪টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রও সংস্কার করা হবে।

অল বেঙ্গল প্যারামেডিক্স অ্যান্ড মেডিকেল টেকনলজিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, 'সত্যিই প্রশংসনীয় কাজ। তবে পরিষেবার মান আরও উন্নত করতে নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে।'

দু'বছর ধরে বিচারের আশায় বর্মন পরিবার

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : যেন চোখের পলকে দুবছর অতিক্রান্ত। ২০২৩ সালের এই দিনের অভিশপ্ত রাতেই পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন নিরাপরাধ মৃত্যুঞ্জয়। আজও সেই মৃত্যুর বিচার চেয়ে আদালতের দিকে তাকিয়ে আছেন মৃত্যুঞ্জয়ের বৃদ্ধ বাবা-মা এবং স্ত্রী। স্বামীকে হারিয়ে দুই বছর পরেও গৌরীর কানে সেদিনের গুলির আওয়াজ বাজে। চকোলেটের বায়না আর করে না মৃত্যুঞ্জয়ের ছোট ছেলে। রাধিকাপুর অঞ্চলের চাঁদগাঁওয়ের বর্মন পরিবারের চোখের জল আজ শুকিয়ে গিয়েছে। কিন্তু, মৃত্যুঞ্জয়কে এভাবে হারানোর ক্ষত এখনও শুকায়নি তাঁর পরিজনদের কাছে।

রবিবার সকালে বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে মৃত্যুঞ্জয়ের সমাধিস্থলে তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় একটি যজ্ঞের আয়োজন করেন মৃত্যুঞ্জয়ের বাবা রবীন্দ্রনাথ বর্মন। যন্ত্রণাভরা গলায় বৃদ্ধের অভিব্যক্তি, 'ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্তের নাম দিয়ে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছিল জেলা পুলিশ সুপারের কাছে। কই অভিযুক্ত তো গ্রেপ্তার হল না। মামলার গতিপ্রকৃতি ঠাওর করতে পারছি না। তবে কি ছেলেটা আমার বিচার পাবে না?'

এই মুহূর্তে বিধানসভার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর চেষ্টায় বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার কক্ষে অস্থায়ী কর্মী হিসাবে কাজ করছেন মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রী গৌরী। তবে, ছেলের লেখাপড়ার জন্য শিলিগুড়িতে থাকেন তিনি। ক্লেশভরা কণ্ঠে জানালেন, 'সবই ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দিয়েছি। বিচার উনি করবেন।'এদিন শান্তিযজ্ঞ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল। তাঁর বক্তব্য, 'আমার একটাই চেষ্টা থাকবে যাতে, মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবার সঠিক বিচার পায়।' উল্লেখ্য, দুবছর আগে এক নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে উত্তাল হয়ে ওঠে কালিয়াগঞ্জ। সেসময় পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ জনতা কালিয়াগঞ্জ থানায় ভাঙচুর চালায়। অগ্নিসংযোগ করে। একাধিক পুলিশ জনতার মারের শিকার হন। তারপর ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ ধরপাকড় শুরু করে। সেসময় গভীর রাতে পুলিশি অভিযানে গ্রামের ছেলে মৃত্যুঞ্জয় বর্মনকে গুলি করার অভিযোগ ওঠে তৎকালীন কালিয়াগঞ্জ থানায় কর্তব্যরত এক পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিচারের আশায় এখনও দিন গুনছে বর্মন পরিবার।

পর্যটক উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : লাচেনে আটকে পড়া পর্যটকদের রবিবার উদ্ধার করা হল। এদিন গুরুদোংমার, ডোংখা পাস হয়ে পর্যটকদের পৌঁছে দেওয়া হয় চুংথাংয়ে। সেখান থেকে সাংকালান হয়ে মংগন পৌঁছায় পর্যটকদের ১২৮টি ছোট গাড়ি। মংগন জেলা প্রশাসনের তরফে প্রায় ছ'শো পর্যটককে এদিন গ্যাংটক পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার প্রবল বর্ষণের জেরে চুংথাং-লাচুং এবং চুংথাং-লাচেন সড়কের বেশ কয়েকটি জায়গায় ধস নামে। পাশাপাশি কিছু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। যার জেরে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। লাচেন এবং লাচুং মিলিয়ে প্রায় দেড় হাজার পর্যটক আটকে পড়েন। শেষ পর্যন্ত উত্তর সিকিমে বেড়াতে যাওয়া সমস্ত পর্যটককে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে সিকিম প্রশাসন। এদিকে, এখনও সড়কের পরিস্থিতি অনুকূল নয়। তাই পারমিট ইস্যু বন্ধ রাখা হয়েছে। সিকিমের পর্যটনমন্ত্রী টিটি ভুটিয়া জানান, 'রাস্তার মেরামত শেষ হলে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে। তার পর পারমিট ইস্যুর বিষয়টি নিয়ে ভাবা হবে।'

'অযোগ্য' মানতে নারাজ ছয় শিক্ষক

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল : সম্প্রতি জেলা শিক্ষা দপ্তরগুলিতে এসএসসির পাঠানো যোগ্য শিক্ষক তালিকায় তাঁদের নাম নেই। যদিও তাঁদেরই একাংশ শিক্ষকদের দাবি, তাঁরা যোগ্য। রবিবার কোচবিহার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে তাঁদের হতাশার কথা জানান সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা।

গোটা রাজ্যে ৩৩ জনের মধ্যে কোচবিহারে এমন ছয়জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। তাঁদের আরও দাবি, সিবিআই তদন্তের পর ২০২২ সালে কলকাতা হাইকোর্ট শিক্ষকদের চাকরি বাতিলের যে অর্ডার দিয়েছিল, সেই তালিকায় তাঁরা ছিলেন না। কিন্তু সম্প্রতি এসএসসির যোগ্য শিক্ষকের তালিকা দেখে তারা হতাশ হয়ে পড়েছেন।

তাঁদের দাবি অবিলম্বে তাঁদেরকে যোগ্য শিক্ষক হিসেবে স্কুলে চাকরি করার অধিকার দিতে হবে।রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে তাঁরা দাবি করেছেন যে, প্রাক্তন রাজ্য শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর চাকরি নিয়ে গণ্ডগোলের পর গোটা চাকরির বিষয়টি নিয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট।

তাতে দেখা গিয়েছে ২০১৬ সালের প্যানেলে নবম ও দশম শ্রেণির মোট ১১,৪২৫ জন শিক্ষক রয়েছেন। এরপর সিবিআই তদন্ত করে দেখে এর মধ্যে ৯৫২ জনের নম্বরে গরমিল রয়েছে।

অর্থাৎ এসএসসি তাঁদের যে নম্বর দিয়েছে, সেই নম্বরের সঙ্গে সিবিআই তদন্তের পর দু-চার নম্বর করে কমবেশি হয়েছে। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে কোচবিহারের ঘোকসাডাঙ্গার সিঙ্গিজানির বাসিন্দা তথা বিদ্যাশ্রম দিব্যজ্যোতি বিদ্যানিকেতন উচ্চবিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষিকা রমা বর্মন বলেন, 'আমরা এতদিন চাকরি করছিলাম। কিন্তু এখন এসএসসি-র পাঠানো যোগ্য তালিকায় আমাদের নাম নেই। এতে আমরা সমস্যায় পড়েছি।'

মার্কশিট নিয়ে চাকরিহারারা।

সাংবাদিক বৈঠকে এই ৩৩ জনের তালিকায় থাকা কোচবিহারের দেওচড়াইয়ের বাসিন্দা তথা বড়মরিচা দেলওয়ার হোসেন হাইস্কুলের জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক সঞ্জীব বর্মা বলেন, 'এসএসসির দেওয়া নম্বর অনুযায়ী আমি লিখিত পরীক্ষায় ২৯ ও অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশনে ৩১ অর্থাৎ মোট ৬০ নম্বর পেয়েছিলাম। পরে অবশ্য সিবিআই তদন্তের পর লিখিত পরীক্ষায় আমার ২ নম্বর কমে সর্বমোট ৫৮ নম্বর হয়।

জীবনবিজ্ঞানের তপশিলি পুরুষ ক্যান্ডিডেট হিসেবে আমার কাট অফ মার্কের প্রয়োজন ছিল ৫৭ নম্বরের। ফলে সিবিআই তদন্তের পরেও আমার তার থেকে ১ নম্বর বেশি ছিল। তাই আমাদের চাকরি ছিল। ফলে আমাদের দাবি যোগ্য শিক্ষক হিসেবে আমাদের পুনরায় স্কুলে গিয়ে চাকরি করার অধিকার দেওয়া হোক।'

বার্তা মোদির

প্রথম পাতার পর

পাকিস্তানের হুমকির জবাবে ভারত আরব সাগরে ভারতীয় নৌসেনা ব্রহ্মোস অ্যান্টি শিপ এবং অ্যান্টি সারফেস মিসাইল উৎক্ষেপণের মহড়া চালিয়েছে। নৌসেনা যে কোনও সময়, যে কোনও স্থানে, যে কোনওভাবে দেশের সামুদ্রিক স্বার্থ সুরক্ষা করতে প্রস্তুত বলে ঘোষণাও করেছে। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি পহলগামে গিয়ে ঐক্যের বার্তা দিয়ে এসেছিলেন। মোদির গলাতেও রবিবার শোনা গিয়েছে ঐক্যের কথা।

তিনি বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দেশের ১৪০ কোটি মানুষের ঐক্য আমাদের সবথেকে বড় শক্তি। এই একতা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নির্ণায়ক লড়াইয়ে আমাদের আধার। আমাদের উচিত, সংকল্পবদ্ধভাবে দেশের সামনে আসা এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া। আমাদের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রদর্শন করা উচিত।'

প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, 'কাশ্মীরে যখন শান্তি ফিরছিল, স্কুল-কলেজে পড়াশোনার ছন্দ ফিরছিল, নির্মাণকাজে গতি আসছিল, গণতন্ত্র মজবুত হচ্ছিল, পর্যটকের সংখ্যায় রেকর্ড হচ্ছিল, মানুষের আয় বাড়ছিল, তরুণদের নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছিল, তখন দেশের শত্রুদের সেটা ভালো লাগেনি। জঙ্গি ও তাদের মদতদাতারা চায় কাশ্মীর যেন আবার ধ্বংস হয়। তাই এত বড় চক্রান্তকে বাস্তবে রূপ দেওয়া হয়েছে।'

বিশ্বের সমর্থন ভারতের দিকে থাকার ইঙ্গিত দিয়ে মোদি বলেন, 'ভারতের মানুষের মধ্যে যে আক্রোশ রয়েছে, সেটা সারাবিশ্বেই রয়েছে। এই হামলার পর দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক নেতারা আমাকে ফোন করে, চিঠি লিখে এই জঘন্য হামলার নিন্দা করেছেন।'

আর্থমুভার

প্রথম পাতার পর

এদিন রাসমেলার মাঠের পাশাপাশি ওই ফুটপাথটিও দখলমুক্ত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে জেনকিন্স স্কুলের সামনে যেসব খাবারের ঠেলা ছিল সেগুলোকেও সরিয়ে দেওয়া হয়। কুণাল আরও বলেন, 'জেলা শাসকের নির্দেশ রয়েছে সরকারি জমিতে কোনওরকম নির্মাণ করা যাবে না। সাধারণ মানুষের কোনওরকম অসুবিধে না হয় সেভাবে ব্যবসা করতে হবে। আর প্রতিদিন ব্যবসা শেষ হওয়ার পরে মালপত্র কিছুই রাস্তায় রেখে যাওয়া যাবে না।'

রাসমেলা মাঠের ভেতরের যে পুরোনো মন্দিরটি রয়েছে, সেই মন্দিরের কমিটিকে দু'দিন সময় দেওয়া হয়েছে। এই সময়সীমার মধ্যে নির্মাণ সরিয়ে না নিলে ওটাও ভেঙে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন কুণাল। সরকারি জমিতেই যে মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে, সেকথা মেনে নিয়েছেন মন্দির কমিটির তরফে বাপ্পা সরকার। তাঁরা নোটিশ পাওয়ার পর মন্দিরটি রক্ষা করার চেষ্টা করছেন বলে জানিয়েছেন।

ওয়াকফ জমির অর্ধেকেই দখল

দখলকারীদের সহজ টার্গেট যেন জলপাইগুড়ি জেলায় ওয়াকফ এস্টেটের জমি। কোথাও বাড়িঘর গড়ে উঠেছে, কোথাও চাষাবাদ চলছে। কোথাও আবার বিঘার পর বিঘা জমিতে চা বাগান। দখলমুক্তির উদ্যোগ যে নেওয়া হচ্ছে না, তা নয়। তবে সেই উদ্যোগ কি যথেষ্ট? খতিয়ে দেখল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ প্রথম কিস্তি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : ওয়াকফ আইন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশে কিছুটা স্বস্তি মিলেছে ঠিকই। কিন্তু জেলায় জেলায় ওয়াকফ এস্টেটের নামে থাকা জমি বছরের পর বছর ধরে বেদখল হয়ে রয়েছে। খোদ জলপাইগুড়ি জেলাতেই সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের মোট ৮৩৩ একর জমি থাকার কথা। তার মধ্যে এখনও প্রায় ৪০০ একর জমি দখলমুক্ত করা যায়নি।

প্রশাসন যে সমস্যার কথা জানে না, তা নয়। সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের উত্তরাধিকারী সূত্রে যাঁদের অধীনে জমিগুলি রয়েছে, তাঁদের মোতোয়ালি বলা হয়। এই জমি দখল নিয়ে রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের কাছে মুন্সি মহম্মদ সোনাউল্লার পরিবারের তরফে এবং সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের মোতোয়ালিদের পক্ষ থেকেও লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি ওয়াকফ বোর্ড ও জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের করা এক সমীক্ষা থেকেই শহর এলাকায় ১৫ একর ওয়াকফ এস্টেটের জমি দখলের তথ্য উঠে এসেছে। তাসত্ত্বেও জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিনের দাবি, জেলায় কোথাও কোনও ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ এলে তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ওয়াকফ বোর্ডের জমিতে কী কী হয়েছে? কোথাও শপিং মল বা মার্কেট কমপ্লেক্স হয়েছে। সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের জমিতে বড় ও ক্ষুদ্র চা বাগান গড়ে উঠেছে। পড়ে থাকা ফাঁকা জমিতে ফ্ল্যাট সহ অন্য নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। জমি দখল করে কোথাও খেলার মাঠ গড়ে উঠেছে। বহু মানুষ সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের অনাবাদি জমিতে দীর্ঘবছর ধরে চাষাবাদ করে নিজেরাই ভোগদখল করছেন।

সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজার, এমজি রোড, পুরোনো পুলিশলাইন, শিল্পসমিতিপাড়া, দেশবন্ধুপাড়া, কদমতলা বাস টার্মিনাস এলাকায় প্রচুর জমি দখল হয়ে গিয়েছে। সেখানে বিভিন্ন নির্মাণকাজ করা হয়েছে। শহরতলির পাহাড়পুরের চৌরঙ্গি এলাকা, জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে যেখানে, তার কাছাকাছি জমিও বেদখল হয়ে রয়েছে।

> দেশভাগের সুযোগ নিয়ে ওয়াকফ এস্টেটের জমি অনেকে হাতিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে ওয়াকফ এস্টেটের জমি হস্তান্তর করা যায় না। অনেক তথ্য ও নথি নষ্ট করেও দখলকারীরা পার পাবেন না।
>
> লুৎফর রহমান

সরকারি বিভিন্ন অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যন্ত গড়ে উঠেছে সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের জমি দখল করে। মোহিতনগর এলাকায় ওয়াকফ এস্টেটের ৫০০ বিঘা জমি দখল করে রমরমিয়ে চলছে চা বাগান। সবচেয়ে বেশি জমি দখল হয়ে গিয়েছে পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এখানকার চৌরঙ্গি এলাকা, প্রধানপাড়ায় এস্টেটের জমিতে চাষাবাদ চলছে, বাড়িঘর পর্যন্ত বানানো হয়েছে।

মালবাজারে তো ১৪০০ বিঘা জমি দখল করে বড় চা বাগান বানানো হয়েছিল। যারমধ্যে ৭০০ বিঘারও বেশি জমি পুনরুদ্ধার করেছে বোর্ড ও সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেট।

বর্তমানে লুৎফর রহমান ও মুস্তাফিজুর রহমান এই দুজন সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের মোতোয়ালি। ১৯২৬ সালে সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেট গঠন করা হয়। লুৎফরের অভিযোগ, 'দেশভাগের সুযোগ নিয়ে ওয়াকফ এস্টেটের জমি অনেকে হাতিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে ওয়াকফ এস্টেটের জমি হস্তান্তর করা যায় না। অনেক তথ্য ও নথি নষ্ট করেও দখলকারীরা পার পাবেন না।'

মোতোয়ালি লুৎফর আরও বলেন, 'সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের জমি পুনরুদ্ধার করে আমাদের ভোগদখল করার ইচ্ছা নেই। আমাদের পরিকল্পনা হল, সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের অধীনে জমি পুনরুদ্ধার করে সেখানে জনকল্যাণমূলক কাজ করা হোক। সেখানে হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করা হোক। অবশ্যই সেখানে গরিব মানুষকে প্রাধান্য দিতে হবে পরিষেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে।'রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড একমাত্র সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের জমির পূর্ণাঙ্গ হিসেব ঘোষণা করেছে। সেই প্রসঙ্গ টেনে আরেক মোতোয়ালি মুস্তাফিজুর বলেন, 'জমি পুনরুদ্ধার করার ব্যাপারে ওয়াকফ বোর্ড ও জেলা প্রশাসনের ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।'

সিন্ধু চুক্তি স্থগিতে বন্যা

প্রথম পাতার পর

তারা বাণিজ্য বন্ধ করায় সেই আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানে জীবনদায়ী ওষুধের প্রবল ঘাটতি দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ওষুধ সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন পাক আধিকারিকরা।

বিকল্প হিসাবে কানাডা, চিন ও ইউরোপ থেকে ইসলামাবাদ ওষুধ আমদানির পরিকল্পনা করলেও এর ফলে ওষুধের দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পাকিস্তানের ওষুধ সংস্থাগুলিই এজন্য উদ্বিগ্ন। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের অস্বস্তি আরও বেড়েছে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের রাজধানী মুজফফরাবাদে বন্যা পরিস্থিতি জটিল হওয়ায়। বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে ঝিলমের জল। হাত্তিয়ান বালি এলাকায় তাই লাল সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন।

স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ আসিফকে উদ্ধৃত করে পাক সংবাদমাধ্যম খবর দিয়েছে, মুজফফরাবাদ থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে হাত্তিয়ান বালিতে ঝিলমের গা ঘেঁষে গড়ে ওঠা একাধিক গ্রামে রবিবার ভোর থেকে দ্রুত বাড়তে থাকে ঝিলমের জলস্তর। গ্রামের মসজিদ থেকে মাইকে বাসিন্দাদের সতর্ক করার পর কার্যত এক কাপড়ে তাঁরা গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। আসিফের কথায়, 'আমাদের আগে কিছু জানানো হয়নি। ঘর থেকে কিছু বের করতে পারিনি। সব ভেসে গিয়েছে।'

গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান অ্যাগ্রিকালচার রিসার্চের গবেষক ঘাশারিব শওকত বলেন, 'ভারতের পদক্ষেপের ফলে এমন অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, যা হওয়া উচিত ছিল না। অথচ এই মুহূর্তে আমাদের কোনও বিকল্প নেই। সিন্ধু চুক্তির আওতায় থাকা নদীগুলির ওপর শুধু পাকিস্তানের কৃষি নয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও কোটি কোটি মানুষের জীবন নির্ভর করছে।' ১৯৬০ সালে বিশ্ব ব্যাংকের মধ্যস্থতায় সিন্ধু জল চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এমন সমস্যা আর হয়নি।স্বাভাবিকভাবে আতঙ্ক ছড়িয়েছে পাকিস্তানে। দেশের অর্থনীতিবিদ ভাকার আহমেদের মতে, ভারতের সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিতের প্রভাবকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করেনি পাকিস্তান। বন্যার সময় সিন্ধুতে জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার মতো পরিকাঠামো এখনও ভারত তৈরি করতে পারেনি। কিন্তু চুক্তি না থাকায় ভবিষ্যতে ভারত সিন্ধুতে বাঁধ দিলে পাকিস্তানের কৃষি ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে। ব্যাহত হবে বিদ্যুৎ উৎপাদনও। সিন্ধু ও পঞ্জাবের শহরগুলিতে পানীয় জলের সংকট দেখা দেবে।

এখন গোডাউন

প্রথম পাতার পর

সহ অন্য সামগ্রী জমিয়ে রাখা আছে। হাসপাতালের ওই এলাকায় ডায়ালিসিস, সিটি স্ক্যান করাতে আসেন রোগীরা। কিন্তু প্রতীক্ষালয়টি বন্ধ হয়ে পড়ে থাকায় রোগী ও তাঁদের পরিজনরা বসার জায়গা পর্যন্ত পান না। তবে মেডিকেল কর্তৃপক্ষের দাবি, পরিকাঠামোগত বিভিন্ন কাজ চলছে। বৈদ্যুতিকরণের কাজও হচ্ছে। সেই কাজগুলি হয়ে গেলেই প্রতীক্ষালয়টি দ্রুত খোলার ব্যবস্থা করা হবে। এমএসভিপি সৌরদীপ রায়ের বক্তব্য, 'প্রতীক্ষালয় নিয়ে যাতে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।'

প্রতিবাদ মিছিল

চ্যাংরাবান্ধা, ২৭ এপ্রিল : কাশ্মীরের পহলগামে আততায়ী হানায় ভারতীয়দের মৃত্যুর প্রতিবাদে রবিবার বিকেলে চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের সকল শ্রমিক ইউনিয়ন মিলে জাতীয় পতাকা নিয়ে একটি প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করে। মিছিলটি চ্যাংরাবান্ধা বাজার বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে ভিআইপি মোড় পরিক্রমা করে বাসস্ট্যান্ডে ফিরে আসে।

মোষ পাচারে ২ ভাই ধৃত

প্রথম পাতার পর

সংকোশ সেতুতে সশস্ত্র বাহিনীর কড়া নজরদারি রয়েছে। তা সত্ত্বেও পাচার চলছেই।

উত্তরপ্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা থেকে মোষগুলো উত্তর দিনাজপুরের পাঞ্জিপাড়া হয়ে শিলিগুড়ি, ধূপগুড়ি, বানারহাট ঘুরে আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ায় ঢুকছে। সেখানে ৩১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে হাসিমারা হয়ে বারবিশা এলাকায় আসছে। তারপর পাচারকারীদের সবুজ সংকেত মিললেই তা নামানো হচ্ছে অসম সীমানা ঘেঁষা বারবিশা লাগোয়া নিরাপদ এলাকায়। এরপর রাতের অন্ধকারে মোষগুলোকে হাঁটাপথে ভল্কা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ধরে নিয়ে যাওয়া হয় সংকোশ নদী লাগোয়া বাঘমারা এলাকায়। হাঁটাপথেই নদী পেরিয়ে অসমে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের সহিষ্ণুতাই

প্রথম পাতার পর

বিচার ব্যবস্থা- কত ধরনের রক্ষাকবচ কোনওকিছুই হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সমষ্টিগত হানাহানি বন্ধ করাতে পারেনি। এটা এক নিষ্ঠুর সত্য। ২০০৩ সালে প্রকাশিত পল ব্রাসের লেখা 'দ্য প্রোডাকশন অফ হিন্দু-মুসলিম ভায়োলেন্স ইন কনটেম্পোরারি ইন্ডিয়া' এবং ২০০৪ সালে প্রকাশিত আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার-এর অসামান্য লেখা– 'স্বাধীনতার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা : একটি বিস্তৃত বিবরণ'; দুটো বইয়ের ছত্রে ছত্রে দাঙ্গার করুণ কাহিনী ফুটে উঠেছে। বইগুলি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে আমাদের অসহায়তাকে বারবার মনে করিয়ে দেয়।

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, হানাহানি ও সাম্প্রদায়িক বিভেদের সহিংসতার আবহে সামগ্রিকভাবে গোটা উত্তরবঙ্গ এক ব্যতিক্রমী ধারা নিয়ে সময়ের স্রোতে এগিয়ে চলেছে। এক অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিষয়টিকে ভারতবর্ষের প্রচলিত ধারার সঙ্গে যেন মেলানো যায় না। ৫০০ বছর ধরে চলা স্বাধীন কোচবিহার রাজ-শাসনের সময় সেইভাবে কোথাও হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ইতিহাস চোখে দূরবিন দিয়ে দেখতে হবে। ২০১৭ থেকে ২০২১-এর মধ্যে দেশজুড়ে যেখানে ২৯০০টি দাঙ্গার ঘটনা পুলিশের খাতায় নথিভুক্ত হয়েছে, সেখানে উত্তরবঙ্গের অবদান বলতে গেলে শূন্য।

বিভিন্ন সময়ের বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা বাদ দিলে দেশের অন্যান্য স্থানের মতো উত্তরবঙ্গের মাটিতে দাঙ্গা থাবা বসাতে পারেনি। নৃতাত্ত্বিক ও জাতিগত বিশিষ্টতা নিয়ে উত্তরবঙ্গে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন সংগঠিত হলেও তার মধ্যে 'ধর্ম' মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়নি। ধর্ম নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে মাতামাতি, উন্মাদনা, আবেগ থাকলেও এর প্রকাশের মধ্যে এখন পর্যন্ত এই অঞ্চলজুড়ে সেই ধরনের মৌল উগ্রতা নজরে আসেনি। রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিবাদ পর্যায়েও উত্তরবঙ্গ সেই অনুপাতে শান্তই ছিল।

ঠিক কী কারণে উত্তরবঙ্গজুড়ে এই সহিষ্ণুতা, তার প্রকৃত সামাজিক কারণ সম্পর্কে সমাজবিদরাই প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করতে পারবেন। তবে উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস, ধর্মীয় ঐতিহ্য, পরম্পরার মধ্যে আবহমানকাল ধরে এক বহুত্ববাদের চর্চা বিরাজমান যা ভারতের অন্যস্থানে বলতে গেলে নেই। গোটা উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সজুড়ে মিশ্র সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি এখনও নজরে পড়ে।

যারজন্য এই অঞ্চলে এখনও প্রবলভাবে ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটেনি। যুগের পর যুগ ধরে এই অঞ্চলের হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন নানা সম্প্রদায়ের মানুষজন অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বসবাস করছেন। মাঝে মাঝে রাজনীতির সুড়সুড়ি দিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত না করলে উত্তরবঙ্গের এই সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থান যে কোনও দেশের কাছে দৃষ্টান্ত হতে পারে।

ইংরেজ শাসনকালে পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্স জুড়ে চা বাগানের বিস্তার এবং সেই সূত্রে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের এখানে বসবাস, তার মধ্য দিয়ে যে জীবনশৈলী এখানে সুদীর্ঘকাল ধরে গড়ে উঠেছে তার শিকড় অনেক গভীরে। ধর্ম ও তার থেকে সৃষ্ট আবেগ এই সম্প্রীতির বন্ধনটাকে নষ্ট করতে পারেনি। যে ধরনের সমষ্টিগত চিন্তা-চেতনা সকলের অজান্তেই এই ভৌগোলিক এলাকায় গড়ে উঠেছে, সেই বোধ উত্তরের সমাজজীবনে ধর্মকে রক্তক্ষয় করতে বাধা দিয়েছে। উত্তরবঙ্গের লাখো লাখো জনজাতি তথা মূল নিবাসীর প্রকৃতির মাঝে ঈশ্বর খোঁজা ও তাঁর সহজ-সরল উপাসনা পদ্ধতি এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, সবকিছু মিলিয়ে এক অদ্ভুত সমন্বয়বাদী ঐকতান সৃষ্টি করেছে। যার আবহ এখনও সক্রিয় বলে ধর্মের নামে এখানে রক্তক্ষরণ কম। ঘৃণা, বিভেদ, ধর্মীয় হিংসা, উগ্রতা এখানে কম।

এই কম থাকাটাই সাম্প্রদায়িক এবং ধর্মীয় হানাহানিকে বারবার রুখে দিয়েছে। উত্তরবঙ্গের সমাজের প্রচ্ছন্ন এই ঐক্যের বাতাবরণকে ভেঙে ফেলবার চক্রান্ত যে হচ্ছে না, তা বলা যাবে না। তবে তিস্তা-তোর্ষা, কালজানি, মহানন্দা, রায়ডাক, জলঢাকা, কুলিক, আত্রেয়ী পারের অসংখ্য সাধারণ মানুষের আবহমানকাল ধরে লালিত সহিষ্ণুতা বিভেদের আগুনকে রুখবেই রুখবে।

খুনে জেরবার উত্তরবঙ্গ

প্রথম পাতার পর

জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'গত দু'বছরে নথিভুক্ত পকসো মামলার মধ্যে ১৫টি মামলায় অভিযুক্তদের সাজা দিয়েছে আদালত।

পুলিশ যথাসময়ে দ্রুততার সঙ্গে সমস্ত তদন্ত রিপোর্ট আদালতে পেশ করেছে। এই বছর কয়েকমাসে একটি ডাকাতি ও চারটি খুনের ঘটনার তদন্ত দ্রুত শেষ করে আদালতে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট ও তথ্যপ্রমাণ জমা দিয়েছে পুলিশ। সময়মতো আদালত সাজাও ঘোষণা করেছে।

তবে পকসো মামলা কেন বাড়ছে, কীভাবে মানুষকে সচেতন করা যায় তা নিয়ে আমরা প্রশাসনের সঙ্গে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছি।'

উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার মধ্যে সাধারণ ও রাজনৈতিক খুনের ঘটনার নমুনা সবচেয়ে বেশি আসছে মালদা ও কোচবিহার থেকে। এই দুটি জেলাতেই জনবিন্যাস মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে পুলিশ ও প্রশাসনের। পুলিশের এক পদস্থ অফিসার জানান, সর্বত্র সামাজিক অবক্ষয় ক্রমাগত বাড়ছে। নমনীয়তা ও সহনশীলতার মতো বিষয়গুলি হারিয়ে যাচ্ছে। বাড়ছে হিংসা, পারিবারিক বিবাদ।

সামাজিক মাধ্যমের পোস্টে সাধারণ মানুষের বড় অংশ প্রভাবিত হচ্ছে। শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতন বাড়ছে। শুধুমাত্র অভিযুক্তকে সাজা দিলেই সামাজিক অবক্ষয় আটকানো যাবে না। প্রয়োজন সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধে বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার।

জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক সুদীপ ভদ্র বলেন, 'পকসো মামলা উদ্বেগজনকভাবেই সর্বত্র বাড়ছে। এটার অন্যতম কারণ অবশ্যই সামাজিক অবক্ষয়। ৫-৭ বছরের শিশুর সঙ্গে বয়স্ক যারা যৌন নিপীড়নের মতো অপরাধমূলক কাজ করছে তারা বিকৃত মানসিকতার। সোশ্যাল মিডিয়ায় খারাপ কিছু দেখে অনেক বয়স্ক লোকও প্রভাবিত হচ্ছে। এমন ঘটনা যাতে না বাড়ে তার জন্য আমরাও প্রচার করছি।'

পিচ বুঝি না বলে দেয় যুযিভাই প্রিয়াংশ

সুনীল নারায়ণ, হর্ষিত রানাদের দারুণভাবে সামলে নজর কেড়েছেন প্রিয়াংশ আর্য।

সম্পদ প্রভসিমরান, একসুর যুবি-রিকির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : অর্শদীপ সিং, শুভমান গিল, অভিষেক শর্মার পর কি প্রভসিমরান সিং? পাঞ্জাব থেকে ভারতীয় দলে কি পা রাখা আরও এক তারকা? শনিবাসরীয় ইডেন গার্ডেন্সে সেই প্রতিশ্রুতিই যেন রেখে গেলেন পাঞ্জাব কিংসের ওপেনিং ব্যাটার প্রভসিমরান।

অতীতে শুভমান, অভিষেককে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যুবরাজ সিং। বলেছিলেন, দুইজনেই ভারতীয় দলে খেলবেন। সেই যুবরাজের মুখে প্রভসিমরানকে নিয়ে প্রশস্তি। একই সুরে দাবি, ভারতীয় ক্রিকেটের সম্পদ হয়ে উঠবে টিম প্রীতি জিন্টার এই ওপেনার।

হেডকোচ রিকি পন্টিংয়ের কাছেও প্রভসিমরান হল রত্ন। ইডেন ম্যাচের আগেই যা নাকি বলেছিলেন প্রাক্তন সতীর্থ ম্যাথু হেডেনকে। কিংবদন্তি অজি ওপেনার জানান, আইপিএলের আগে রিকি পন্টিংই তাঁকে বলেন, দলে একজন রত্ন পেয়েছেন। কাউকে নিয়ে এরকম কথা সাধারণত বলে না রিকি। কিন্তু প্রভসিমরানের প্রতিভা, দক্ষতা নিয়ে এতটাই মুগ্ধ, বলার সময় রীতিমতো উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

কালবৈশাখী ঝড়ে ভেস্তে যাওয়া ম্যাচেই ঐতিহাসিক ইডেনে সেই প্রশংসার প্রমাণ প্রভসিমরানের ব্যাটে। কিছুটা মন্থর পিচে কলকাতা নাইট রাইডার্সের শক্তিশালী বোলিংকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেন ৮৩ রানের ইনিংসে। প্রভসিমরান যদি হয় নায়ক, তবে

> যুযিভাইয়া জানায়, পিচে বল টার্ন করবে। সময় নিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। হাত খোলার আগে তাই কিছুটা সময় নিয়েছি শুরুর দিকে। যা আমার পক্ষে গিয়েছে। পুরো কৃতিত্বটা তাই যুযি পাজিকে।
>
> **প্রিয়াংশ আর্য**

দোসর তাঁর ওপেনিং পার্টনার প্রিয়াংশ আর্য। নিজের যে ইনিংসের জন্য কৃতিত্ব দিয়েছেন দলের লেগস্পিনার যুযবেন্দ্র চাহালকে!

প্রিয়াংশের সাফ কথা, পিচের আচরণ কী হতে পারে, এখনও ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেন না। এই ব্যাপারে যুযিভাই তার 'গুরু'। যুযবেন্দ্র চাহালই তাঁকে ইডেন পিচের হালহকিকত সম্পর্কে অবহিত করেন। সেইমাফিক ব্যাটিং পরিকল্পনা এবং সুফল।

ইডেন দ্বৈরথ শেষে প্রিয়াংশ বলেছেন, 'ম্যাচের আগে যুযিভাইয়া আমাকে এসে পিচ কীরকম আচরণ করবে, তা বুঝিয়ে দেয়। যা আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করেছে। কারণ, আমি পিচ বোঝার ব্যাপারে এখনও ততটা অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারিনি।'

চাহালের পিচ-রিপোর্ট কী ছিল, সেটাও তুলে ধরেন প্রিয়াংশ। ৯ ম্যাচে ৩২৩ রান করে অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে নবম স্থানে উঠে আসা বাঁহাতি ওপেনার বলেছেন, 'যুযিভাইয়া জানায়, পিচে বল টার্ন করবে। সময় নিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। হাত খোলার আগে তাই কিছুটা সময় নিয়েছি শুরুর দিকে। যা আমার পক্ষে গিয়েছে। পুরো কৃতিত্বটা তাই যুযি পাজিকে।'

পন্টিংও জানান, ব্যাটিংয়ের জন্য খুব একটা আদর্শ উইকেট ছিল না ইডেনে। তাই পাওয়ার প্লে-তে পরিস্থিতি বুঝে নিজেদের প্রয়োগে জোর দিয়েছিলেন। একইসঙ্গে নাইট স্পিন-চ্যালেঞ্জ সামলানোকে অগ্রাধিকার দেন। পন্টিং বলে দিয়েছিলেন, ক্রিজে থিতু হয়ে গেলে টপ অর্ডারকেই যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। হেডস্যরের সেই অঙ্ক মেলানোর কাজটা ১২০ রানের ওপেনিং জুটিতে সেরে দেন প্রভসিমরান-প্রিয়াংশ।

ভেঙ্কিকে ওপেনিংয়ে চাইছেন কুম্বলে

সুনীল নারায়ণের সঙ্গে ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে ওপেনিংয়ে চান অনিল কুম্বলে।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : 'রোগ'টা সবারই জানা। রোগের পথ্যও অজানা নয়। কিন্তু সঠিকভাবে সেই ওষুধের প্রয়োগটা কীভাবে হবে, সেটা অজানা কলকাতা নাইট রাইডার্সের।

আর অজানা বলেই চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে এখনও দিশাহীন ক্রিকেট খেলে চলেছে আজিঙ্কা রাহানের দল। প্রথম একাদশের সঠিক কম্বিনেশন নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা ও বিতর্ক। দলের ব্যাটারদের ছন্দ বলে কিছু নেই। গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটারদের কুড়ির ক্রিকেটের মঞ্চে টেস্টের ব্যাটিংও করতে দেখা গিয়েছে।

গতরাতে ইডেন গার্ডেন্সে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কেকেআর বনাম পাঞ্জাব কিংসের ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছিল। এক পয়েন্ট পেয়েই সন্তুষ্টির কথা রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন দলের অন্যতম জোরে বোলার বৈভব অরোরা। তাঁর কথাতেই প্রমাণ, নাইটদের অন্দরে ক্রিকেটীয় আত্মবিশ্বাস এখন তলানিতে। এমন মনোভাব নিয়েই আজ রাত সাড়ে আটটার কিছু পরে কলকাতা থেকে নয়াদিল্লি পৌঁছে গেলেন রাহানেরা। অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে নাইটদের পরের ম্যাচ মঙ্গলবার। সেই ম্যাচে আবার প্রাক্তন নাইট মিচেল স্টার্ক নাইটদের সংসারে কাঁটা হিসেবে হাজির হতে চলেছেন। শেষ মরশুমে স্টার্কের দুর্দান্ত পারফরমেন্স ছাড়া ট্রফি জয় সম্ভব ছিল না কেকেআরের। সেই স্টার্ক মঙ্গলবারের ম্যাচে বল হাতে বিপক্ষ শিবিরের ভরসা হিসেবে নামবেন মাঠে।

৯ ম্যাচে ৭ পয়েন্টের কঠিন পরিস্থিতিতে কীভাবে নাইটরা সফল হতে পারেন, আজ তার দিশা দিয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক অনিল কুম্বলে। এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কুম্বলে নাইটদের সাফল্যের দাওয়াই দিয়ে জানিয়েছেন, ২৩.৭৫ কোটির ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে দিয়ে ইনিংস ওপেন করানো হোক। ভেঙ্কি সুনীল নারায়ণের সঙ্গে কেকেআর ইনিংসের শুরুটা করুক। ভেঙ্কির মতো ব্যাটার শুরুর পাওয়ার প্লে কাজে লাগাতে পারলে নাইটদের অনেক সমস্যা মিটে যাবে বলে মনে করছেন কুম্বলে। তাঁর কথায়, 'চলতি মরশুমে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কেকেআর তাদের প্রথম একাদশের কম্বিনেশনটাই ঠিক করতে পারেনি। আমার মনে হয়, নারায়ণের সঙ্গে ভেঙ্কিকে দিয়ে ইনিংস ওপেন করানো উচিত। আর অবশ্যই স্কোয়াডে থাকা ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটার লুভনিথ সিসোদিয়াকে খেলানো উচিত। ও দুর্দান্ত প্রতিভা।'

কুম্বলের পরামর্শ কেকেআর

দিল্লি পৌঁছে গেলেন রাহানেরা

টিম ম্যানেজমেন্ট কীভাবে নেবে, বাস্তবে এমন পরামর্শ কাজে লাগানোর কথা ভাববে কিনা- মঙ্গলবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে অক্ষর প্যাটেলের দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচেই বোঝা যাবে। কিন্তু তার আগে অষ্টাদশ আইপিএলে একেবারেই স্বস্তিতে নেই গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। গতরাতের ইডেনে প্রথম একাদশে জোড়া বদল হয়েছিল। চেতন সাকারিয়া ও রোভমান পাওয়েলরা খেলেছিলেন প্রথম একাদশে। চেতনকে বল হাতে দেখা গেলেও বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার কারণে রোভমানের ব্যাটিং দেখা হয়নি ক্রিকেটমহলের। তাই দলের প্রথম একাদশের জোড়া বদল বাস্তবে কতটা কার্যকরী ছিল, সেটাও বোঝা যায়নি।

কালবৈশাখীর প্রভাবে রাতের ইডেনে পাঞ্জাবের ২০২ রানের চ্যালেঞ্জ নাইট ব্যাটাররা কীভাবে সামলাতেন, সেটাও আর জানা যাবে না। তার মধ্যেই গতরাতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বৈভব অরোরার কথা শুনে অবাক ক্রিকেটমহল। বৈভব বলেছিলেন, 'কোনও পয়েন্ট না পাওয়ার চেয়ে এক পয়েন্ট পাওয়া ভালো।' তারকাখচিত একটা চ্যাম্পিয়ন দলের সেরা বোলারের যদি এমন মনোভাব হয়, তাহলে বলতেই হচ্ছে খেলা হলে ম্যাচ হারের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল কেকেআর। আসলে নয়টি ম্যাচ খেলে ফেলার পরও এখনও দলের কম্বিনেশনটাই তৈরি করতে পারেননি অধিনায়ক রাহানে, কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতরা। যার খেসারত দিতে হচ্ছে কেকেআরকে।

আজ হারলেই বিদায় দ্রাবিড় ব্রিগেডের

জয়পুর, ২৭ এপ্রিল : কথায় আছে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

'বিদায় ঘণ্টা' কার্যত বেজে গিয়েছে। ৯ ম্যাচে মাত্র দুইটি জয়, শেষ পাঁচ ম্যাচে টানা হার। যদিও অঙ্কের নিরিখে এখনও 'বিদায়' বলা যাচ্ছে না। যে অঙ্কে ক্ষীণ আশাটুকু নিয়েই ফের ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচ রাজস্থান রয়্যালসের।

প্রতিপক্ষ লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকা গুজরাট টাইটান্স। ৮ ম্যাচে হাফ ডজন জয়ে ইতিমধ্যেই ১২ পয়েন্টে পৌঁছে গিয়েছে। সোমবার নড়বড়ে প্রতিপক্ষ রাজস্থানের 'বিদায়' নিশ্চিত করে নিজেদের পায়ের নীচের জমিটা আরও শক্ত করে নিতে বদ্ধপরিকর শুভমান গিলরা। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সঞ্জু স্যামসনকে সম্ভবত পাচ্ছে না রাজস্থান। রিয়ান পরাগই শুভমানের সঙ্গে টস করতে নামবেন। তবে শুধু সঞ্জু নয়, রাজস্থানের সমস্যার তালিকা রীতিমতো লম্বা। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং- তিন বিভাগেই ফিকে গোলাপি ব্রিগেড।

৫ এপ্রিল শেষ জয় পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে। তারপর গত পাঁচ

INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ

রাজস্থান রয়্যালস
বনাম
গুজরাট টাইটান্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : জয়পুর

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

ম্যাচে টানা হার। এরমধ্যে একাধিক জেতা ম্যাচ হাতছাড়া করার খেসারত দিতে হয়েছে। যে হারের পিছনে কেউ কেউ বেটিংয়ের গন্ধও পেয়েছেন।

মাঠ এবং মাঠের বাইরে, ব্যর্থতা, সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত হাল। যে ক্ষতে মলম লাগাতে বাকি পাঁচ ম্যাচে জয় দরকার রাজস্থানের। তারপর বাকি দলগুলির ফলাফল, একঝাঁক অঙ্ক মেলানোর প্রার্থনা। তবে হেডস্যর রাহুল দ্রাবিড়ের মূল চ্যালেঞ্জ দলের হারানো আত্মবিশ্বাস ফেরানো।

যশস্বী জয়সওয়াল গত কয়েক ম্যাচে রান পেয়েছেন। কিন্তু সঞ্জু থেকে রিয়ান-ব্যর্থতার লম্বা তালিকা। শিমরন হেটমেয়ার, নীতীশ রানা, ধ্রুব জুরেলরাও মাঝারিয়ানায় আটকে। বোলিংয়ে জোফ্রা আর্চারকে সরিয়ে রাখলে বাকি ছবিটা হতাশার।

উলটো দিকে, টগবগিয়ে ছুটছে গুজরাট। শুভমান, বি সাই সুদর্শনদের সঙ্গে যে দৌড়ে অক্সিজেন জোগাচ্ছেন স্বয়ং রাজস্থানের প্রাক্তন তারকা জস বাটলার। আগামীকাল বাড়তি তাগিদ নিয়ে বাটলার নামবেন চেনা সোয়াই মান সিং স্টেডিয়ামের বাইশ গজে ছড়ি ঘোরাতে।

শুভমান-সুদর্শনরা তো প্রতি ম্যাচে বোঝাচ্ছেন টি২০ মানে শুধু আড়া ব্যাটে চালানো নয়। সোজা ব্যাটে, ক্রিকেটীয় শটেও রং ছড়ানো সম্ভব। বাটলার সেখানে ফিনিশারের ভূমিকা। বাটলারদের সংগত দিচ্ছে বোলিং ব্রিগেডও। নেতৃত্বে প্রসিধ কৃষ্ণা, মহম্মদ সিরাজদের সঙ্গে বুড়োঘোড়া ইশান্ত শর্মা। আছেন ছন্দে ফেরা রশিদ খান। যে চ্যালেঞ্জের সামনে রাজস্থান টিকে থাকবে নাকি চলতি আইপিএলের প্রথম দল হিসেবে আগামীকালই ছুটি হবে, সেটাই দেখার।

এল ক্লাসিকো জিতে চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা

জয়সূচক গোলের পর লামিনে ইয়ামালকে নিয়ে উচ্ছ্বাস জুলেস কুন্দের।

সেভিয়া, ২৭ এপ্রিল : রইল বাকি দুই।

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদকে ৩-২ গোলে হারিয়ে কোপ ডেল রে-এর শিরোপা ঘরে তুলল বার্সেলোনা। হ্যান্সি ফ্লিকের দল যেভাবে এগোচ্ছে তাতে অঘটন না ঘটলে লা লিগার শিরোপাটাও আসছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও আর মাত্র তিনটি ম্যাচে এই ছন্দ ধরে রাখতে হবে। ত্রিমুকুট জয়ের দৌড়ে থাকা এই বার্সেলোনাকে থামাবে কে? শনিবার ফাইনালে পিছিয়ে পড়ার পরেও দলটা যেভাবে প্রত্যাবর্তন করল তাতে আরও জোরালো হল এই প্রশ্নটা।

২৮ মিনিটে পেড্রির গোল। প্রথমার্ধটা দেখার পর মনে হয়েছিল বিগত দুই এল ক্লাসিকোর মতোই একপেশেভাবে ম্যাচটা জিতে নেবে বার্সা। তবে দ্বিতীয়ার্ধে কিলিয়ান এমবাপে মাঠে নামার পর ধার বাড়ে রিয়ালের আক্রমণে। তারই প্রতিফলন পরই রিয়ালকে মোচড়টা দিল ফ্লিকের বার্সেলোনা। প্রায় পঁচিশ গজ দূর থেকে জুলেস কুন্দের শট জালে ঢুকতেই উৎসব শুরু বার্সেলোনা শিবিরে।

শেষলগ্নে আরও উত্তপ্ত হল পরিস্থিতি। ম্যাচের আগেই রেফারিকে নিয়ে বিতর্ক উসকে দিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। শেষ বাঁশি বাজার মিনিট দেড়েক আগে ফ্রি কিক না পাওয়ার ক্ষোভে রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে রেফারির দিকে তেড়ে যান রিয়ালের অ্যান্টোনিও রুডিগার। পরের মুহূর্তেই রেফারির উদ্দেশে কিছু ছুড়ে মারা হয়। কে মেরেছেন তা বোঝা না গেলেও রুডিগারকেই লাল কার্ড দেখানো হয়। এরপর লাল কার্ড দেখেন লুকাস ভাস্কুয়েজ ও জুডে বেলিংহামও।

স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতলেও বার্সেলোনা কোচ হিসাবে এটাই ফ্লিকের প্রথম বড় কোনও খেতাব জয়। সেখানে এই পর্বে রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হিসাবে ট্রফি জয়ের এটাই সম্ভবত শেষ সুযোগ ছিল কার্লো আন্সেলোত্তির সামনে। মাদ্রিদের ক্লাবটি থেকে তাঁর বিদায় আসন্ন। ফলে তাঁর ব্রাজিলের কোচ হওয়ার সম্ভাবনা আরও জোরালো হল।

খিলারের রাতে তিন লাল কার্ড রিয়ালের

সাত মিনিটে দুইটি গোল। ৭০ মিনিটে মাদ্রিদ জায়েন্টদের এগিয়ে দেন এমবাপে। পরেরটি অরলিয়েন চৌয়ামেনির। তবুও নাছোড় বার্সা গোলশোধ করল ৮৪ মিনিটে। কাতালান জায়েন্টদের হয়ে গোল ফেরান টোরেসের। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে ম্যাচের ফল ২-২। এরপর অতিরিক্ত সময়ের ১১৫ মিনিট পেরোতেই টাইব্রেকারের প্রহর গোনাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার ঠিক

কোপা ডেল রে জয়ের পর ট্রফি নিয়ে সেলিব্রেশন বার্সেলোনার। সেভিয়ায় শনিবার রাতে।

আই লিগ ঘিরে 'নাটক' অব্যাহত

ক্যাসের স্থগিতাদেশ, তবুও ট্রফি পেল চার্চিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : আই লিগ ঘিরে নাটকের পর নাটক। একদিকে ইন্টার কাশী যখন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতের থেকে স্থগিতাদেশ নিয়ে আসছে তখন তড়িঘড়ি ট্রফি তুলে দেওয়া হল চার্চিল ব্রাদার্সের হাতে।

দীর্ঘ টালবাহানার পর ১৮ এপ্রিল আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে চার্চিলের নাম ঘোষণা করে ফেডারেশনের আপিল কমিটি। সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে কোর্ট অফ অরবিট্রেশন ফর স্পোর্টস অর্থাৎ ক্যাসে মামলা করে ইন্টার কাশী। সেই আদালতই এবার এআইএফএফ-এর সিদ্ধান্তের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করল। বলা হয়েছে, মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে চার্চিলের হাতে খেতাব তুলে দেওয়া যাবে না। যদিও রবিবার দুপুরেই গোয়ায় এক অনুষ্ঠান করে চার্চিলের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে ফেডারেশনের দাবি, ওই অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর ক্যাসের নির্দেশ তাদের হাতে এসেছে।

এদিকে ২৯ এপ্রিলের মধ্যে ফেডারেশন, চার্চিল ব্রাদার্স ও নামধারি এফসি-র বক্তব্য জানতে চেয়েছে ক্যাস। তারপরই এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। এদিন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতের এই ঘোষণার পর ইন্টার কাশীর তরফে দীর্ঘ বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, 'ক্যাসের নির্দেশকে স্বাগত জানাই। নিরপেক্ষ রায়ের অপেক্ষায় রইলাম আমরা।'

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জয় হরমনপ্রীতদের

কলম্বো, ২৭ এপ্রিল : ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে জয় পেল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। রবিবার কলম্বোয় শ্রীলঙ্কাকে ৯ উইকেটে হারাল তারা। এদিন পহলগাম হামলার প্রতিবাদে কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নেমেছিলেন হরমনপ্রীত কাউররা।

বৃষ্টির কারণে ম্যাচের ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৩৯ করা হয়েছিল। টসে জিতে প্রথমে ভারতীয় দল ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভারতীয় বোলারদের দাপটে মাত্র ১৪৭ রানে গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কার ইনিংস। ওপেনার হাসিনী পেরেরা ৩০ রান করেন। স্নেহ রানা ৩১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। দীপ্তি শর্মা ও নল্লাপুরেড্ডি শ্রী চারানি ২টি করে উইকেট পান। এদিন কাশভি গৌতম ও শ্রী চারানির জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক হয়।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১ উইকেটে ১৪৯ রান তুলে নেয় ভারত। ওপেনার প্রতীকা রাওয়াল ৫০ ও হার্লিন দেওল ৪৮ রানে অপরাজিত থাকেন। তারকা ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানা করেন ৪৩ রান।

চাপ না নিতে সালাউদ্দিনকে পরামর্শ সাহাল-আশিকের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : জুনিয়ার দলের পারফরমেন্সে খুশি হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

সেমিফাইনালে এফসি গোয়া। ম্যাচ সহজ নয় জেনেও সবুজ-মেরুন শিবিরে মানসিকতার কোনও বদল নেই। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যাওয়ার পর নিজের ফুটবলারদের মানসিকতাকে দোষারোপ করেছেন কেরালা ব্লাস্টার্স কোচ ডেভিড কাটালা। আর ঠিক এটাই সম্ভবত সবথেকে বড় অস্ত্র বাস্তব রায়ের। দাদাদের দেখানো পথেই সুপার কাপের প্রথম ম্যাচে বাজিমাত বাগানের রিজার্ভ দলের। এমনিতেও হেড কোচ মোলিনার পরিকল্পনারই সফল প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন বাস্তব। ডিফেন্স নিশ্ছিদ্র রেখে প্রতিপক্ষের অমনোযোগের সুযোগ নেওয়া। সঙ্গে ওই চ্যাম্পিয়নশিপ মানসিকতা। ম্যাচের পর আশিক কুরুনিয়ান বলেও দেন, 'মরশুমের শুরু থেকেই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ট্রফি জয়। আমরা ম্যাচ নিয়ে আলাদা করে স্নায়ুর চাপে ভুগি না। বরং আমাদের মাথায় থাকে যে, ম্যাচ আমাদের জিততেই হবে। এটাই গোটা দলের মানসিকতা।' বড়দের দেখে দেখে এই মানসিকতা নিখুঁতভাবে রপ্ত করেছেন দীপেন্দু বিশ্বাস-সৌরভ ভানওয়ালা-সালাউদ্দিন আদনানরা।

শনিবার কেরালার বিপক্ষে তিন কেরালাইট এবং এক কাশ্মীরির সম্মিলিত আক্রমণেই শেষ নোয়া সাদাউরা। দুই সিনিয়ার সাহাল আব্দুল সামাদ ও কুরুনিয়ান গোটা ম্যাচে যেন দারুণভাবে পাশে থেকে পথ দেখালেন সুহেল আহমেদ বাট ও সালাউদ্দিনকে। এঁদের মধ্যে সুহেল অবশ্য গত মরশুম থেকেই সিনিয়ার দলে খেলছেন। কিন্তু এবারই রিজার্ভ দল থেকে সুপার কাপের জন্যই দলের সঙ্গে অনুশীলন করা সালাউদ্দিনকে দেখে মুগ্ধ বিশেষজ্ঞরা। সাহালকে দিয়ে শুধু গোল করানোই নয়, ক্রমাগত ঝামেলায় ফেলেছেন কেরালা ডিফেন্সকে। অল্পের জন্য গোল পাননি। তাঁর সম্পর্কে

মৃতদের গোল উৎসর্গ সুহেলের

সাহালের মন্তব্য, 'কী বলব, খুবই উচ্চমানের পারফরমেন্স সালাউদ্দিনের। এরকম জুনিয়ারদের পাশে থাকতে হবে আমাদের। ওদের পাশে আমরা আছি। সত্যিই খুব খুশি যে ওর কাছ থেকে ফাইনাল টাচটা এসেছে। একটাই কথা বলব, কোনও চাপ না নিয়ে এগিয়ে চলো।' আশিকও বললেন, 'সালাউদ্দিন এর থেকেও ভালো খেলতে পারে। পরের ম্যাচে আরও ভালো খেলার জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।' মোহনবাগানের প্রতিটি পজিশনে দুইজন কী তিনজন রাখার ভাবনা থাকেই। এতদিন রাইট উইংয়ে মনবীর সিংয়ের পরিবর্ত সেভাবে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আইএসএলের শেষদিকেই মনবীরের চোটের সময়ে সাহাল ও পরে লিস্টন কোলাসোকে দিয়ে ওই জায়গায় কোনওক্রমে কাজ চালাতে হয় মোলিনাকে। হয়তো সালাউদ্দিন শেষপর্যন্ত মনবীরের সত্যিকারের পরিবর্তই হয়ে উঠতে চলার ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন এই ম্যাচে।

আরেক জুনিয়ার সুহেল আবার তাঁর গোল উৎসর্গ করেন পহলগামে মৃত পর্যটকদের উদ্দেশ্যে। তিনি নিজেই সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, 'সেইসব মানুষের প্রতি যাঁরা কাশ্মীরে গিয়ে প্রাণ হারালেন, এই গোল তাঁদের অতুলনীয় সাহসিকতার প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য।' প্রথমবার মাঠে নামার সুযোগ পেয়ে খুশি নুনো রিজও। যদিও সেভাবে পরীক্ষিত হননি। তাছাড়া দীপেন্দু এবং ধীরাজ সিং মৈরাংথেম অসাধারণ খেলেন এই ম্যাচে। আর জুনিয়ার ফুটবলারদের এই পারফরমেন্সে খুশি মোলিনাও। তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন, এই কথা নিজেই জানিয়েছেন বাস্তব। নিশ্চিতভাবেই সেমিফাইনালে এফসি গোয়ার মোকাবিলা করতে স্প্যানিশ কোচের কাছ থেকে কিছু নির্দেশ নিয়েই এবার সেমিফাইনালের জন্য দলকে তৈরি করবেন তিনি এবং দেগি কার্ডোজো।

সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে উল্লাস মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের।

প্রয়াত প্রাক্তন ব্রাজিল তারকা

ব্রাসিলিয়া, ২৭ এপ্রিল : প্রাক্তন ব্রাজিলিয়ান তারকা জের ডা কোস্টা শনিবার প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। ডা কোস্টা কেরিয়ারের একটা বড় সময় খেলেছিলেন ইন্টার মিলানের হয়ে। ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সালে ইতালিয়ান ক্লাবটির ইউরোপিয়ান কাপ (বর্তমানে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ) জেতার পিছনে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এর মধ্যে ১৯৬৪ সালের ফাইনালে তিনি গোল করেছিলেন। এছাড়াও ইন্টারের হয়ে চারটি সিরি আ খেতাব জিতেছেন কোস্টা।

আন্তর্জাতিক ফুটবলে ১৯৬২ বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিল দলের সদস্য ছিলেন কোস্টা। যদিও একটা ম্যাচেও মাঠে নামার সুযোগ হয়নি তাঁর। কোস্টার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন।

বুমরাহ-বোল্ট বিদ্যুতে পাঁচে পাঁচ মুম্বই

এক ওভারে ৩ উইকেট নিয়ে ফুটছেন জসপ্রীত বুমরাহ। মুম্বইয়ে রবিবার।

ব্যর্থ ঋষভ, ফিরলেন মায়াঙ্ক

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-২১৫/৭
লখনউ সুপার জায়েন্টস-১৬১

মুম্বই, ২৭ এপ্রিল : কেউ হতে চায় 'মহিলা ক্রিকেটের' জসপ্রীত বুমরাহ। কেউ বা রোহিত শর্মার সঙ্গে হাত মেলাতে পারলেই খুশি। মুম্বইয়ের সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা খুদে ক্রিকেটারদের স্বপ্নের কথা শোনাচ্ছিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মালকিন নীতা আম্বানি। ফ্যাঞ্চাইজির তরফে বিশেষ উদ্যোগ। মাঠে হাজির ১৯ হাজার এমনই সব খুদের দল। গায়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নীল জার্সি। হাতে পতাকা। দুই চোখে আগামীর স্বপ্ন। যাদের উপস্থিতি লখনউ সুপার জায়েন্টস-মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ওয়াংখেড়ে দ্বৈরথে গোটা গ্যালারির চেহারা বদলে।

হাজারো খুদে সমর্থকদের হতাশ করেননি হার্দিক পান্ডিয়া ব্রিগেডও। প্রথম পাঁচে মাত্র ১টা জয়। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের শুরুতেই বাতিলের তালিকায় ফেলে দিয়েছিলেন অনেকেই। সেখান থেকেই শেষ পাঁচ ম্যাচে জয়! দিল্লি ক্যাপিটালস, চেন্নাই সুপার কিংস, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের (দুইবার) পর আজ সঞ্জীব গোয়েঙ্কার লখনউও উড়ে গেল মুম্বইয়ের দুরন্ত প্রত্যাবর্তন স্ক্রিপ্টের সামনে।

মুম্বইয়ের ২১৬ রানের চ্যালেঞ্জের সামনে আগাগোড়া খোঁড়াতে থাকা লখনউ ১৬১-তেই গুটিয়ে যায়। ৫৪ রানের বড় জয়ের হাত ধরে পাঁচ থেকে একলাফে দ্বিতীয় স্থানে (দিল্লি-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের আগে পর্যন্ত) মুম্বই (১০ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট)। ঋষভ পন্থের লখনউ সেখানে ১০ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে।

জয়ের মঞ্চ গড়েন ওপেনার রায়ান রিকেলটন (৩২ বলে ৫৮), সূর্যকুমার যাদব (২৮ বলে ৫৪)। এদিনের হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে অরেঞ্জ ক্যাপও সূর্যের মাথায়। রোহিত (১২) বড় রান না পেলেও রিংটোন সেট করে দেন মায়াঙ্ক যাদবকে মারা জোড়া ছক্কায়। ডেথ ওভারে নমন ধীর (২০) ও নবাগত করবিন বশ (২০) কার্যকর ইনিংসের হাত ধরে দুশো পার মুম্বই।

মুম্বই ইনিংসের সময় সবার চোখ ছিল মায়াঙ্কের দিকে। দীর্ঘদিন পর মাঠে ফিরছেন। প্রত্যাবর্তনে দেড়শো কিলোমিটার গতি এদিন দেখা না গেলেও জোড়া উইকেট নিয়ে লখনউ টিম ম্যানেজমেন্টকে আশ্বস্ত করলেন মায়াঙ্ক (৪০/২)। আবেশ খানও দুই উইকেট নেন। তবে কমজোরি এবং অনভিজ্ঞ বোলিং যে মাথাব্যথার কারণ লখনউয়ের, তা এদিনের দুপুরের ওয়াংখেড়ে দ্বৈরথে পরিষ্কার।

মুম্বইয়ের বিজয়রথ থামাতে হলে ২১৬ দরকার ছিল ঋষভদের। বদলে জসপ্রীত বুমরাহ-ট্রেন্ট বোল্টের যুগলবন্দির ধাক্কায় শুরু থেকে ব্যাকফুটে লখনউ। দুজনের মিলিত সংগ্রহ ৪২ রানে ৭ উইকেট। বুমরাহর ঝোলায় চার, বোল্টের তিন। এরপর লখনউই জিতবে আশা করা বাড়াবাড়ি। আজকের পারফরমেন্সের সুবাদে লসিথ মালিঙ্গাকে (১৭০ উইকেট) পিছনে ফেলে মুম্বইয়ের হয়ে সর্বাধিক উইকেটের নজির গড়লেন বুমরাহ। টার্নিং পয়েন্ট অবশ্য সপ্তম ওভারে উইল জ্যাকসের জোড়া শিকার। পাওয়ার প্লে-তে ৬০/১। আইডেন মার্করাম (৯) ফেরার পর ক্রিজে জমে যাওয়া মিচেল মার্শ (৩৪)। সঙ্গী নিকোলাস পুরান (২৭)। কিন্তু জ্যাকসের জোড়া ঝটকায় ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়। প্রথমে ফেরেন পুরান। তারপর ঋষভ (৪)। যার সুবাদে ম্যাচের সেরার সম্মানও জ্যাকসের।

ক্রিজে নেমে প্রথম বলেই বাউন্ডারি মারেন ঋষভ। পরের বলে দুঃসাহসী রিভার্স সুইপে উইকেট উপহার। মাথার ওপর চাপটা আরও বাড়িয়ে ডাগআউটে ফেরা। যেখানে বসে থাকা টিম মেন্টর জাহির খানের গুরুগম্ভীর চোখ-মুখে অধিনায়ক ঋষভকে হতাশার প্রতিফলন।

বাকি সময়ে প্রতিরোধ বদলে আয়ুষ বাদোনি (৩৫) ও আব্দুল সামাদের (২৪) ইনিংস। নিটফল, ১৬১ রানে লখনউকে গুটিয়ে দিয়ে শেষ পাঁচ ম্যাচে পঞ্চম জয় মুম্বইয়ের। চ্যাম্পিয়নের মেজাজে প্লে-অফের দৌড়ে ঢুকে পড়া। কেউ কেউ তো ষষ্ঠ খেতাবের গন্ধও পাচ্ছেন।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে সর্বাধিক উইকেট

উইকেট	বোলার
১৭৪	জসপ্রীত বুমরাহ
১৭০	লাসিথ মালিঙ্গা
১২৭	হরভজন সিং
৭১	মিচেল ম্যাক্লানাঘান
৬৯	কায়রন পোলার্ড

ভুবিদের জোশে নাগালে দিল্লি

দিল্লি ক্যাপিটালস-১৬২/৮
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-১১৪/৩
(১৫ ওভার পর্যন্ত)

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : চলতি আইপিএলে সেরা পেস অ্যাটাক রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হাতেই রয়েছে। যার নেতৃত্বে জোশ হ্যাজেলউড ও ভুবনেশ্বর কুমার। রবিবার নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দুই পেসারের দাপটে দিল্লি ক্যাপিটালসকে নাগালের বাইরে যেতে দিল না আরসিবি।

রাজধানীতে এদিনের দ্বৈরথকে লোকেশ রাহুল-বিরাট কোহলির টক্কর বলা হয়েছিল। তবে নজরে ছিল অস্ট্রেলিয়ার দুই পেসার হ্যাজেলউড ও মিচেল স্টার্কের লড়াইও। এদিন বল হাতে দিল্লিকে হ্যাজেলউডই (৩৬/২) প্রথম ধাক্কা দেন। শুধু তাই নয়, চলতি আইপিএলে সর্বাধিক উইকেটশিকারি হয়ে গেলেন জোশ। নিজের প্রথম ওভারে হ্যাজেলউড তুলে নেন বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য অভিষেক পোড়েলকে (২৮)। চোট সারিয়ে এদিন ফিরেছিলেন ফাফ ডুপ্লেসি (২২)। কিন্তু তিনি সুবিধা করতে পারেননি। অক্ষর প্যাটেলও (১৫) হ্যাজেলউডের শিকার হন।

সপ্তাহ দুয়েক আগে বেঙ্গালুরুতে বিরাটদের হাসি কেড়ে নেওয়া লোকেশ (৪১) যদিও একটা দিক ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু ক্রুণাল পান্ডিয়া (২৮/১), সুযশ শর্মাদের (২২/০) স্পিনের সামনে লোকেশ রানের গতি বাড়াতে ব্যর্থ হন। কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন ট্রিস্টান স্টাবস (১৮ বলে ৩৪)।

ফিরতি স্পেলে দিল্লিকে আরও কোণঠাসা করে দেন ভুবনেশ্বর (৩৩/৩)। ১৭ তম ওভারে এসে দ্বিতীয় বলে তিনি ফিরিয়ে দেন রাহুলকে (৪১)। তিন বল বাদে ভুবি পেয়ে যান আশুতোষ শর্মাকে (২)। এখানেই ১৮০-১৯০ স্কোরের আশা শেষ হয়ে যায় দিল্লির। ২০ নম্বর ওভারে মাত্র ৪ রান খরচ করে স্টাবসকে ফিরিয়ে দেন ভুবি। দিল্লি থামে ১৬২/৮ স্কোরে।

রানতাড়ায় নেমে অক্ষরের জোড়া ধাক্কায় চাপে আরসিবি-ও। জ্বরের জন্য এদিন নামতে পারেননি আরসিবি-র ওপেনার ফিল সল্ট। তাঁর বদলে অভিষেক হয় জেকব বেথেলের। কিন্তু আইপিএল জার্নির শুরুটা ভালো হল না বেথেলের (১২)। ফিরে গিয়েছেন রজত পাতিদার (৬)। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বেঙ্গালুরুর স্কোর ১৫ ওভারে ১১৪/৩। ক্রিজে বিরাট (৪১) ও ক্রুণাল (৫৩)।

তিন উইকেট নিয়ে ফের ছন্দে ভুবনেশ্বর কুমার।

গম্ভীরকে মৃত্যুহুমকি

গ্রেপ্তার হলেন গুজরাটের ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হানার পর ভারত বদলা নেবে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। তারপরই তিনি মৃত্যুহুমকি পেয়েছিলেন। ২৪ এপ্রিল ভারতীয় দলের কোচের অভিযোগ দায়েরের তিনদিনের মাথায় হুমকি দেওয়া ব্যক্তিটিকে দিল্লি পুলিশ ধরে ফেলল। দিল্লি পুলিশকে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, গম্ভীরকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গুজরাটের ২১ বছরের ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র জিগনেশ সিং পারমারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যদিও জিগনেশের পরিবারের দাবি, তিনি মানসিক রোগে ভুগছেন। দিল্লি পুলিশ তাঁদের বক্তব্যের সত্যতা খতিয়ে দেখছে।

২২ এপ্রিল বিকেল ও সন্ধ্যায় গম্ভীর দুইটি ই-মেল পেয়েছিলেন। দুটোতেই লেখা ছিল আই কিল ইউ। হুমকি দেওয়া ব্যক্তি নিজেকে আইসিস কাশ্মীরের সদস্য বলে দাবি করেন।

গোল করে স্মৃতির সরণিতে রোনাল্ডো

জেড্ডা, ২৭ এপ্রিল : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো গোল করলেন। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলিটে সেমিফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিল তাঁর দল আল নাসের। শনিবার রাতে কোয়ার্টার ফাইনালে ইয়োকোহামা এফ মেরিনোসকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিল সিআর সেভেনের দল।

ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট ছিল নাসেরের। তারই ফসল ২৭ মিনিটে জন ডুরানের গোল। সাদিও মানের ক্রস বিপন্মুক্ত করতে নিয়ে নিজেদের পোস্টে মারেন ইয়োকোহামার এক ডিফেন্ডার। ফিরতি বল ফাঁকা গোলে ঠেলে দেন ডুরান। এর মিনিট চারেক পর দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন মানে। এরপর ৩৮ মিনিটে গোল করেন সুযোগসন্ধানী রোনাল্ডো। গোলের পর পরিচিত সিইউ সেলিব্রেশনের পরিবর্তে গোলপোস্টের পিছনে বিলবোর্ডের ওপর বসে গ্যালারির দিকে তাকান সিআর সেভেন। যে সেলিব্রেশন তিনি করতেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড বা রিয়াল মাদ্রিদে খেলার সময়। এদিকে প্রথমার্ধে তিন গোল হজমের পর আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি জাপানের ক্লাবটি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে নাসেরের হয়ে আরও একটি গোল করেন ডুরান।

মাদ্রিদ ওপেনে বিদায় জোকারের

মাদ্রিদ, ২৭ এপ্রিল : শততম এটিপি মাস্টার্স খেতাবের অপেক্ষা বাড়ল নোভাক জকোভিচের।

মাদ্রিদ ওপেনে নিজের ছন্দে ফেরার লক্ষ্যে নেমেছিলেন সার্বিয়ান তারকা। কিন্তু শুরুতেই স্বপ্নভঙ্গ। প্রতিযোগিতার চতুর্থ বাছাই জকোভিচ প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিলেন। ইতালিয়ান খেলোয়াড় মাতেও আর্নল্ডির কাছে ৬-৩, ৬-৪ গেমে পরাজিত হন তিনি। সাম্প্রতিক সময়ে মায়ামি ওপেন এবং মন্টে কার্লোতেও ব্যর্থ হয়েছেন জকোভিচ। নিজের সেরা সময় অনেকদিন আগেই পার করে এসেছেন। তাঁর র‍্যাকেট থেকে আর কোনও জাদু তৈরি হয় না।

শেষ মুহূর্তের গোলে ড্র লাল ম্যাঞ্চেস্টারের

লন্ডন, ২৭ এপ্রিল : রবিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ম্যাচে শেষ মুহূর্তের গোলে হার বাঁচাল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। এদিন এএফসি বোর্নমাউথের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচের ২৩ মিনিটে অ্যান্টোনিও সেমেনিওর গোলে পিছিয়ে পড়েছিল রেড ডেভিলস। ৭০ মিনিটে বোর্নমাউথের এভিলসন লাল কার্ড দেখেন। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে গোল করে ম্যাঞ্চেস্টারের হার বাঁচান রাসমুস হোজলুন্ড। এদিন ম্যাচ ড্র করার ফলে ৩৪ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে ১৪তম স্থানেই থেকে গেল তারা।

গোলের পর রাসমাস হোজলুন্ড।

খেলা চলাকালীন মৌমাছির হানা

সুপার কাপের শেষ চারে মুম্বই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : সুপার কাপের তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে জয় পেল মুম্বই সিটি এফসি। রবিবার তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে ইন্টার কাশীকে। ম্যাচের ৭১ মিনিটে মুম্বইয়ের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন লালরিনজুয়ালা ছাংতে।

এদিন ম্যাচের ৩৫ মিনিটে মৌমাছির হানায় খেলা প্রায় দশমিনিট বন্ধ থাকে। মৌমাছির আক্রমণ থেকে বাঁচতে মাটিতে শুয়ে পড়েন লাইন্সম্যান। পরে প্রথমার্ধের শেষে ১৪ মিনিট সংযোজিত সময় দেওয়া হয়। এই ঘটনা কিন্তু আদপে প্রতিযোগিতার বেহাল দশাই তুলে ধরেছে।

এদিকে অপর কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল জামশেদপুর এবং নর্থ ইস্ট। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত প্রথমার্ধের শেষে ম্যাচটি গোলশূন্য রয়েছে।

সোনা মায়ার

কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল : দার্জিলিং স্ট্রেংথ লিফটিং সংস্থার ইস্টার্ন ইন্ডিয়া স্ট্রেংথ লিফটিং ও ইনক্লাইন বেঞ্চ প্রেস চ্যাম্পিয়নশিপে রবিবার শিলিগুড়িতে মেয়েদের ৫২ কেজি বিভাগে সোনা জিতেছেন কোচবিহারের মায়া সাহা। ছাত্রীর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মায়ার কোচ ভবেশ রায়।

মিশন ইংল্যান্ডের অপেক্ষায় প্রসিধ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : খেলছেন আইপিএল। নিচ্ছেন নিয়মিত উইকেট। আর মনের অন্দরে জুন মাসে আসন্ন বিলেত সফরের প্রত্যাশা বাড়ছে।

চোটের কারণে দীর্ঘসময় ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন প্রসিধ কৃষ্ণ। প্রত্যাবর্তনের পর গতি আগের তুলনায় বেড়েছে। সঙ্গে বেড়েছে বৈচিত্র্যও। যার প্রমাণ, চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে আট ম্যাচে ১৬ উইকেট। দিন কয়েক আগে ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম গুজরাট টাইটান্স ম্যাচেও জোড়া উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। চলতি আইপিএলে সর্বাধিক উইকেট শিকারিদের তালিকায় জোশ হ্যাজেলউড আজই টপকে গিয়েছেন প্রসিধকে। কিন্তু তাতে কী? গুজরাট টাইটান্সের কোচ আশিস নেহেরার নজরদারি ও পরামর্শ পুরোপুরি বদলে দিয়েছে প্রসিধকে। রবিবার রাতের দিকে সম্প্রচারকারী চ্যানেলের তরফে আয়োজিত এক ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে প্রসিধ জানিয়েছেন তাঁর আগামীর স্বপ্নের কথা। বলেছেন, 'শেষ এক-দুই বছর সময়টা ভালো যায়নি আমার। মাঝের এই সময়ে ক্রিকেট থেকে বাইরে থাকার যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছি বারবার। ক্রিকেটে ফেরার পর অনেকের থেকেই সাহায্য, পরামর্শ পেয়েছি। যার মধ্যে আলাদাভাবে গুজরাটের কোচ আশিস নেহেরার কথা বলতেই হবে আমায়। দলে সুযোগ দেওয়ার পাশে সবসময় আমায় ভরসা দিয়ে চলেছেন উনি।'

আইপিএলের পরই জুন মাসে টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ড রয়েছে। বিলেতের মাটিতে পাঁচ টেস্টের আসন্ন সেই সিরিজে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজদের পাশে প্রসিধের যাওয়াও প্রায় নিশ্চিত। পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালোরকম ওয়াকিবহাল প্রসিধ নিজেও। কিন্তু এখনই তিনি মিশন ইংল্যান্ড নিয়ে স্পষ্টভাবে মন্তব্যে নারাজ। প্রসিধের কথায়, 'আপাতত আইপিএলে একটি করে ম্যাচ ধরে এগিয়ে চলেছি। জুন মাসে ভারতের ইংল্যান্ড সফরের দলে সুযোগ পাওয়া আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। আমি শুধু বল হাতে উইকেট নিতে পারি। মাঠে পারফর্ম করতে পারি। সেটাই করে চলেছি।' বছরখানেক আগে যখন প্রসিধ চোটের কবলে পড়েন, তখন তাঁর নামের সঙ্গে 'লাল' বলের বোলার, তকমা ছিল। চোট সারিয়ে মাঠে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের পর সেই তকমা ঝেড়ে ফেলতে মরিয়া প্রসিধ। তাঁর কথায়, 'বর্তমান ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই নিয়মিত খেলতে চাই আমি। তাই কোনও একটি বিশেষ ফর্ম্যাটের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চাই না। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।'

করোনা পরবর্তী পর্বে চলতি আইপিএলে বলে থুতুর নিষেধাজ্ঞা উঠেছে। ফলে বোলাররা অতীতের তুলনায় বেশি সুবিধা পাচ্ছেন। বাকি দুনিয়ার মতো এই কথা আজ মেনে নিয়েছেন প্রসিধ। বলেছেন, 'বলে থুতুর ব্যবহার সবসময় বোলারদের কিছুটা সুবিধা দেয়। বিশেষ করে বল একটু পুরোনো হলে সেটা ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়। বলে থুতু ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার সিদ্ধান্তে আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।'

> বর্তমান ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই নিয়মিত খেলতে চাই আমি। তাই কোনও একটি বিশেষ ফরম্যাটের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চাই না। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।
>
> **প্রসিধ কৃষ্ণ**

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন নয়ন বর্মন। ছবি : তুষার দেব

জয়ী স্ট্রাইকার্স, ড্রাগনস

দেওয়ানহাট, ২৭ এপ্রিল : জিরানপুর কাপ ক্রিকেটে রবিবার চাত্রা চেকাডরা সুপার স্ট্রাইকার্স ৫ উইকেটে বড়বালাসী সুপার ইলেভেনকে হারিয়েছে। প্রথমে সুপার ৯ ওভারে ৪২ রান তোলে। ম্যাচের সেরা রমিত ভৌমিক পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে স্ট্রাইকার্স ৬.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ৪৩ রান তুলে নেয়।

দক্ষিণ জিরানপুর ড্রাগনস ৮ উইকেটে উত্তর জিরানপুর ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে ব্রাদার্স ৩৫ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা নয়ন বর্মন পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে ড্রাগনস ৫.১ ওভারে ২ উইকেটে ৩৬ রান তুলে নেয়।

ধুমপুর দ্য ডেস্ট্রয়ার ৪২ রানে টোপামারি সুপার কিংসকে হারিয়েছে। প্রথমে ধুমপুর ১২১ রান তোলে। রাজু চন্দ ৫৭ রান করেন। জবাবে টোপামারি ৭৯ রানে আটকে যায়। বড়পাক বাউন্ডারি ব্রেকার্স ৮৬ রানে পানিমারা ইলেভেনের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে ব্রেকার্স ১৬২ রান তোলে। জবাবে পানিমারা ৭৬ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা জাগ্রত দত্ত পেয়েছেন ৬ উইকেট।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দৈবগনাপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দৈবগনাপুর - এর একজন বাসিন্দা রাকেশ মুরমু - কে

31.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 84J 06650 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি আমার পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ করতে এবং ডিয়ার লটারি ও সিকিম রাজ্য লটারির মাধ্যমে যে টাকা জিতেছি তা দিয়ে আমার সমস্ত আর্থিক সমস্যা সমাধান করতে চাই। আমার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হওয়ায় এখন আমার অনেক স্বস্তি লাগছে। এর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ফাইনালে নাইট, প্যান্থার

পারডুবি, ২৭ এপ্রিল : পশ্চিম পারডুবি প্রিমিয়ার লিগের লিগ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল নাইট ওয়ারিয়র ও পয়েস্তি প্যান্থার। ফাইনাল বুধবার। রবিবার প্রথম সেমিফাইনালে নাইট ৫ রানে টিম ডেস্ট্রয়ারকে হারিয়েছে। প্রথমে নাইট ১২ ওভারে ১২৩ রানে অল আউট হয়। রশিদুল মিয়াঁ ৩৯ রান করেন। জবাবে ডেস্ট্রয়ার ১১.২ ওভারে ১১৮ রানে সব উইকেট হারায়। রাজা বর্মন ২৯ রান করেন।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে প্যান্থার ১৯ রানে রয়্যাল কিংসের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে প্যান্থার ১২ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫৭ রান তোলে। অসিত রায়শর্মা ৫৬ রান করেন। জবাবে রয়্যাল ৪ উইকেটে ১৩৮ রানে আটকে যায়। ৫৭ রান করেন অক্ষয়কুমার বর্মন।

রাতুলের ১৬১

কামাখ্যাগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের ক্রিকেটে রবিবার ২০১৭ ব্যাচ ৫৫ রানে হারিয়েছে ২০০৯ ব্যাচকে। ২০১৭ প্রথমে ১৫ ওভারে ৮ উইকেটে ২৭৫ রান তোলে। ম্যাচের সেরা রাতুল তালুকদার ১৬১ রান করেন। জবাবে ২০০৯ ব্যাচ ৮ উইকেটে ২২০ রানে আটকে যায়। অন্য ম্যাচে ২০০৭ ব্যাচ ৫ রানে ২০১৮ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। ২০০৭ ব্যাচ প্রথমে ১৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৯২ রান তোলে। জবাবে ২০১৮ ব্যাচ ৭ উইকেটে ১৮৭ রানে আটকে যায়।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন অপু বর্মন। ছবি : প্রতাপ ঝা

৪ উইকেট অপুর

জামালদহ, ২৭ এপ্রিল : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সমলা ফার্মেসি ও উৎপলকুমার ঘোষ ট্রফি জামালদহ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে রবিবার কালীরহাট নাইট রাইডার্স ৬ উইকেটে জামালদহ সুপার স্টারকে হারিয়েছে। টসে হেরে সুপার স্টার ৭৬ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা অপু বর্মন পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে নাইট রাইডার্স ৯ ওভারে ৪ উইকেটে ৭৭ রান তুলে নেয়।

অন্য ম্যাচে মুখোমুখি হয় ৯৮ লায়ন্স ৮ উইকেটে রাইজিং স্টারের বিরুদ্ধে জয় পায়। ম্যাচ হেরে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেল রাইজিং স্টার। প্রথমে রাইজিং স্টার ১৫.৪ ওভারে ১৩০ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা বাবাই বর্মন পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ৯৮ লায়ন্স ১১.৩ ওভারে ২ উইকেটে ১৩৩ রান তুলে নেয়। অজয় রায় ৫০ ও বাবাই বর্মন ৪৯ রান করেন। বুধবার খেলবে সুপার স্টার ও জামালদহ সুপার কিংস।

আজ ডিএসএ-র ভলিবল শুরু

কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল : কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার (ডিএসএ) ৭৫ তম বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তমালিকা ঘোষ ও মহসিন আলি ট্রফি ভলিবল সোমবার শুরু হবে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পুরুষ ও মহিলাদের আটটি দল অংশ নেবে।

ষষ্ঠ পরম

রায়গঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : বোলপুরে সারা বাংলা যোগাসন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের স্বামী বিবেকানন্দ রাজ্য পর্যায়ের ওপেন যোগাসনে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-৭ বিভাগে ষষ্ঠ হয়েছে রায়গঞ্জের পরম মণ্ডল। উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রতিযোগীদের মধ্যে পরম একাই প্রথম দশে জায়গা পেয়েছে। অন্যদিকে একই বয়স ক্যাটেগোরির মেয়েদের বিভাগে উত্তর দিনাজপুরের আহিড়ি দাস রাজ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে।